এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ তিলজলায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার উপর স্থিতাবস্থার নির্দেশ হাইকোর্টের
রাজ্যে আসছে আমুলের ৬৫০ কোটির বিনিয়োগ, দাবি বঙ্গ বিজেপির ৩

কলকাতা ৩০ মে ২০২৬ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.05.2026, Vol.19, Issue No. 346, 8 Pages, Price 3.00

১ অগস্ট থেকে বঙ্গে জনগণনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১ অগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে জনগণনার কাজ শুরু হবে। চলবে আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু জানিয়েছেন, আগামী ১ অগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে জনগণনার কাজ শুরু হবে। চলবে আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। জনগণনা সংক্রান্ত গোটা প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকবেন 'সেন্সাস ডিরেক্টর' রশ্মি কোমল। ১ থেকে ১৫ অগস্ট তথ্য জমা নেওয়ার চলবে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এ সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জানানোর জন্য দু'টি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর প্রকাশ করেছেন শুক্রবার। জানিয়েছেন, এই প্রথম বার জনগণনা হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। প্রসঙ্গত প্রায় ১৫ বছর পরে অনুষ্ঠিত জনগণনায় এ বার সরকারি কর্মচারীরা তথ্য সংগ্রহ করবেন নিজেদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। তাঁদের জন্য বিশেষ একটি অ্যাপ থাকবে। সংগৃহীত তথ্য সেই অ্যাপের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সার্ভারে আপলোড করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিশেষ সেই অ্যাপ তৈরির কাজ শেষের মুখে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জনগণনা চালু করার জন্য দিল্লি থেকে চিঠি এসেছিল পূর্বতন রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। এমনকি, চিঠির জবাবও দেয়নি। শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে জনগণনা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক উপলক্ষে সাংবাদিক বৈঠকে এই অভিযোগ করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

জনগণনা নিয়ে তাঁর পূর্বসূরির সরকারের ভূমিকাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে চিহ্নিত করে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'রাজনৈতিক কারণে জনগণনার কাজ শুরু করেনি আগের সরকার। পূর্বতন মুখ্যসচিব জনগণনা নিয়েও রাজনৈতিক ঐকমত্যের অপেক্ষায় ছিলেন। আগের সরকার জনগণনার কোনও কাজ না-করার ফলে অন্য রাজ্যগুলি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। আমরা পিছিয়ে পড়েছি।' সেই খামতি ঢাকতে তাঁর সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করেছে বলে জানিয়ে শুভেন্দু শুক্রবার বলেন, 'দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমি ১১ মে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে মুখ্যসচিবের উপস্থিতিতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তার মধ্যে ছিল জনগণনার কাজ শুরু করা।'

নবান্নের সভায় মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার বলেন, 'জনগণনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।' জনগণনা প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সব স্তরের নাগরিকের সাহায্যও চেয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের ৬০০ কিলোমিটার সীমান্তে কোনও বেড়া নেই। তাই অনুপ্রবেশের মাধ্যমে জনবিন্যাসের চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে ওই এলাকাগুলিতে। তার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ না-থাকলেও আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এই জনগণনা খুব গুরুত্বপূর্ণ।' পূর্বতন তৃণমূল সরকার বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি চৌকি এবং বেড়া বসানোর জন্য বিএসএফ-কে জমি না দেওয়ায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'কী ভাবে লোক ঢুকেছে তা আপনারা টিভিতে দেখেছেন।'

সোমবারে গঠন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা

■ **সরকার গঠনের একমাস পূর্ণ হওয়ার আগেই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী সোমবার সকাল ১১টায় লোক ভবনে অনুষ্ঠিত হবে নতুন মন্ত্রীদের বহু প্রতীক্ষিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি নতুন মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এবারের সম্প্রসারণে একসঙ্গে ৩৩ থেকে ৩৫ জন নতুন মন্ত্রী শপথ নিতে পারেন। ফলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে যাবে। গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় শুভেন্দুর সঙ্গে আরও পাঁচজন মন্ত্রী শপথ নিয়েছিলেন। তারপর থেকে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির অধিকাংশই মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ছিল।**

নবান্নে পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিলেন নব নির্বাচিত তিন বিজেপি বিধায়ক-সহ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুং ও রোশন গিরি।

নবান্নে পাহাড় বৈঠকে গুরুং, জিটিএর দুর্নীতিতে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পালাবদলের পর পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন ইঙ্গিত। শুক্রবার নবান্নে পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এক মঞ্চে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, নবনির্বাচিত তিন বিজেপি বিধায়ক ভরত ছেত্রী, সোনাম লামা ও নমান রাইকে। বৈঠকে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং এবং রোশন গিরিও। বৈঠকের পর পাহাড়ের উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবা, চা শ্রমিকদের কল্যাণ এবং দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, রাজ্যের নতুন সরকার গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন (জিটিএ)-এর মাধ্যমে পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে এবার সিবিআই তদন্তের পথ খুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছে।

জিটিএ-তে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় তদন্ত করবে সিবিআই-ই। এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে মামলা করেছিল, তা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। সুপ্রিম কোর্টের মামলাটি থেকে রাজ্য সরে এলে হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল থাকবে। সেই নির্দেশ মেনে শুরু হবে সিবিআই তদন্ত। শুক্রবার পাহাড়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে নবান্নে প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন শুভেন্দু। সেখানেই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু জানান, পাহাড়ের রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়, আপাতত উন্নয়নমূলক বিষয়গুলিকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে তাঁর সরকার। সেই লক্ষ্যেই দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং মিরিক, এই চার পুরসভার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দার্জিলিং পুরসভায় নির্বাচিত বোর্ড থাকলেও বাকি তিন পুরসভায় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রশাসক হিসেবে রাখা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা বদলে কালিম্পং, কার্শিয়াং ও মিরিকে সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসকদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের নতুন সরকার গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন (জিটিএ)-এর মাধ্যমে পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে এবার সিবিআই তদন্তের পথ খুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। শুক্রবার নবান্নে পাহাড় সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে হওয়া শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত মামলায় আর রাজ্য সরকার বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, গত অর্থবর্ষে জিটিএ-র জন্য ১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও তারা কোনও ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেয়নি। চলতি অর্থবর্ষে ১৭০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ থাকলেও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা জমা না দেওয়ায় এক টাকাও তোলা যায়নি। এর ফলে জিটিএ-র উপর ন্যস্ত বহু উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত থমকে রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

বাংলার প্রকল্পে বাধা নয় অর্থের

সব মন্ত্রককে নির্দেশ মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বাংলার উন্নয়ন গতি আটকে থাকুক, তা মোটেই চাইছে না কেন্দ্রীয় সরকার। তাই এই বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে। টাকার অভাবে রাজ্যে কোনও প্রকল্প যেন থেমে না যায়, কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রককে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দেন।

আর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আসার পরই এই বিষয়ে নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি। সূত্রের খবর রাজ্যের চলতি প্রকল্পগুলিতে কীভাবে বেশি বরাদ্দ দেওয়া যায়, তাও খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। এছাড়াও বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল, রাস্তা, আবাসন, স্বাস্থ্য ও কৃষিতে বাংলার বকেয়া অর্থ দ্রুত মেটানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দাবি, নির্বাচনের আগে দলের সংকল্প পত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতি যাতে বিনা জটিলতায় বাস্তবায়ন করা যায়, সেই দিকে প্রধানমন্ত্রী নিজেই নজর রাখছেন। এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও নিয়মিত নজর রাখছেন বলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা যাচ্ছে। কেন্দ্রের এক শীর্ষ কর্তা জানান, 'বঙ্গের সরকার বদলের পর মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সহায়তা ছাড়া দ্রুত কাজ এগোনো কঠিন।'

যদিও রাজ্যের উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে গ্রামীণ উন্নয়ন, সড়ক, আবাস যোজনা ও বিপর্যয় খাতে অর্থ দ্রুত ছাড়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে সরাসরি বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণায় আপাতত কেন্দ্রীয় সরকার করতে চাইছে না। কারণ, এতে বিহার-সহ অন্য রাজ্যও দাবি তুলতে পারে। তাই চলতি প্রকল্পের কাঠামোর মধ্যে দিয়েই বাড়তি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এক্ষেত্রে বিহার-অন্ধ্র মডেলকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে।

যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটা শুধু অর্থ নয়, কেন্দ্রের স্পষ্ট বার্তাও।

উন্নয়নের গতি দেখিয়ে আগামী রাজ্য বাজেটে রাজ্যবাসীর জন্য চমক দেখতে চাইছে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। সেই কাজেই এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনের পাশে দাঁড়াল দিল্লির সরকার।

এসআইআরে ট্রাইব্যুনালের কাজে অসন্তোষ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) ট্রাইব্যুনালের কাজ নিয়ে বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্ট। প্রতি দিন ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে তিন থেকে চারটি করে মামলা হচ্ছে। কী কারণে সাধারণ মানুষের এত অভিযোগ, রাজ্য সরকারকে তা দেখতে বলল উচ্চ আদালত। প্রয়োজনে ট্রাইব্যুনালের বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে।

এসআইআর প্রক্রিয়ার পর যাঁরা বিবেচনাধীন তালিকায় ছিলেন, তাঁদের নামগুলির নিষ্পত্তি চলছে ট্রাইব্যুনালে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের তত্ত্বাবধানে এই ট্রাইব্যুনালে বিবেচনাধীন তালিকায় থাকা অনেকেই আবেদন করেছেন। কিন্তু প্রায় প্রতি দিনই ট্রাইব্যুনালের কাজের বিরুদ্ধে কোনও না কোনও মামলা হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টে। শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলা শুনানির জন্য ওঠে বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের বেঞ্চে। তিনি ট্রাইব্যুনালের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেন, ভোটার তালিকায় নাম তোলা যে কোনও ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার। তাই এ ক্ষেত্রে সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।

প্রাথমিকে টেট পাশে সময় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সুখবর। কর্মরতদের টেট পাশের সময়সীমা বাড়াল সুপ্রিম কোর্ট। জানানো হয়েছে, ২০২৮ সালের ৩১ অগস্ট মধ্যে কর্মরতদের পাশ করতে হবে। তবে যাদের চাকরির আর ৫ বছর বাকি, তাঁদের জন্য প্রযোজ্য নয় এই নির্দেশ।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে গোটা দেশের প্রায় ৩০ লক্ষেরও বেশি প্রাথমিক শিক্ষকই টেট উত্তীর্ণ নন। কিন্তু আইন অনুযায়ী টেট পাশ বাধ্যতামূলক। সেই সংক্রান্ত একটি মামলায় আগেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল কর্মরত সকল প্রাথমিক শিক্ষককে টেট পাশ করতে হবে। সেই সময় সাফ জানানো হয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাশ করতে না পারলে ছাড়তে হবে চাকরি। তবে সেক্ষেত্রে সময়সীমা ছিল ৩১ অগস্ট, ২০২৭ পর্যন্ত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ছিল রিভিউ মামলা। সেখানেই বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত জানান, টেট পাশের সময়সীমা বাড়ানো হচ্ছে একবছর। অর্থাৎ ডেডলাইন বেড়ে হচ্ছে ৩১ অগস্ট, ২০২৮। এই বাড়তি সময় পাওয়ায় খানিকটা স্বস্তি পেয়েছেন একাংশ।

আদালতের তরফে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, যাঁদের ৫ বছরের কম চাকরি রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে টেট উত্তীর্ণ না হলেও চলবে। তবে তাঁরা যদি পদোন্নতির আশা করেন তাহলে টেট পাশ করতে হবে। ৫ বছরের বেশি যাঁদের চাকরি রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে টেট পাশ করা বাধ্যতামূলক। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, কেউ যদি পরীক্ষায় পাশ না করেন বা পরীক্ষায় বসতে না চান, তাহলে তাঁকে ছাড়তে হবে চাকরি। তবে অবসরকালীন যাবতীয় সুযোগ সুবিধা তাঁরা পাবেন।

স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়লে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নয়

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়লে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অনুপ্রবেশকারীদের জন্য এমনই বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বাংলায় শুরু হয়েছে ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট। শাহের ৩ডি নির্দেশের পরই তৎপর বঙ্গ বিজেপি সরকার। জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আবহেই দেখা যাচ্ছে, সীমান্তে ভিড় করছে বহু বাংলাদেশি। বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বসিরহাটের হাকিমপুরের চেক পোস্টে ভিড় করেছেন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিরা। এবার সেইসব অনুপ্রবেশকারীদের জন্য বড় বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

গুজরাতে তিনদিনের সফরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে থেকেই তিনি দাবি করেন, বাংলার পরিস্থিতিটা বদলে গিয়েছে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে। প্রতিদিন ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার বাংলাদেশি ফিরে যাচ্ছে। শাহ বলেন,'বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি শপথ নিয়েছেন আর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ছে আগে প্রতিদিন ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার অনুপ্রবেশকারী প্রবেশ করত। এখন প্রতিদিন পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার মানুষ ফিরে যেতে শুরু করেছে।' এই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি জানান, ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়লে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এমনকী, বিনা বাধায় সীমান্ত অতিক্রম করতে সব রকম সাহায্য করবে বাংলার নতুন বিজেপি সরকার। পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে আক্রমণ করে অমিত শাহের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে নির্বিচারে

ঘোষণা শাহের

অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়েছে আগের সরকার। তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁরা এসআইআর-এর পাশে আছেন। তাঁরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে দেশে অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করা উচিত নয়।'

শাহ আরও বলেন, 'নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার এটা প্রতিষ্ঠা করেছে, দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার শুধুমাত্র দেশের নাগরিকদের হাতেই থাকতে হবে, দেশে অনুপ্রবেশকারী বহিরাগতদের হাতে নয়।'

ঝড়-বৃষ্টিতে স্তব্ধ জীবন, দুর্যোগের বলি ৭

মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার দুপুরের ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সাত জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভারও রাজ্য সরকার বহন করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন দুপুরে হঠাৎ আঁধার নেমে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয় প্রবল ঝড় ও সঙ্গে বৃষ্টি। ঘণ্টায় ৮৮ কিমি. বেগে ঝড়ের দাপটে শহরের একাধিক রাস্তায় গাছ ভেঙে পড়ে প্রবল বিপত্তি তৈরি হয়। বিপত্তি বাধে অটো, বাস চলাচলে। ইন্টারনেটের তারও ছিঁড়ে পড়েছে কোথাও কোথাও। স্তব্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। রাস্তায় রাস্তায় গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ, সল্টলেকেও একের পর এক গাছ ভেঙে পড়েছে রাস্তায়। এদিকে, শিয়ালদহ ও হাওড়ার একাধিক শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ। একাধিক জায়গায় গাছ পড়ায় রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত। যার জেরে স্টেশনে স্টেশনে প্রবল ভিড়। শিয়ালদহ ডিভিশন -মধ্যমগ্রাম রেলের ওভার হেডে ফেস্টুন ছিঁড়ে পড়ে। হাবরা-গুমার মাঝে রেললাইনের ওপর গাছ পড়ার ফলে ব্যাহত ট্রেন চলাচল। অন্যদিকে, কল্যাণী-মদনপুরের মাঝেও লাইনে গাছ পড়ার ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। প্রবল বৃষ্টির ফলে ব্রিজি মেট্রোর শেডের অংশ ভেঙে পড়ে। মেট্রো চলাচল এখনও স্বাভাবিক। দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম। টালিগঞ্জ থেকে ক্ষুদিরাম গতি কম। ক্ষুদিরামে শেডের একটু অংশ ভেঙে যায়। মেট্রোর পরিষেবার অবস্থাও ভালো

নয়। শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের টিনের শেড উড়ে যাওয়ায় স্টেশনের ভিতর হু হু করে ঢোকে জল। কবি সুভাষ ও শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের মাঝে গাছ পড়ে যাওয়ায় থমকে যাওয়ায় মেট্রো পরিষেবা। সব স্টেশনে থেমে থাকে ট্রেন। দ্রুততার সঙ্গে সেই গাছ সরানোর চেষ্টা চলে।

এদিন, নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতা, বিধাননগর, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া-সহ একাধিক জেলায় ঝড়ের জেরে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় গাছ পড়ে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েক জন আহত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ইলেকট্রিক শক, বাড়ি ভেঙে পড়া, বজ্রপাত এবং অন্যান্য দুর্ঘটনা মিলিয়ে রাজ্যে মোট সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুতে কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না, তবুও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।' তিনি জানান, জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে দ্রুত সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে স্থানীয় বিধায়কদের সহযোগিতায় ক্ষতিপূরণের টাকা পরিবারগুলির হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়। আহতদের জন্যও আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সেই পরিমাণ পরে নির্ধারণ করা হবে বলে জানান তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Seema Agrawal, W/o, Uttam Kumar Agarwal, residing at Aryahi Apt. Bl-A, 4th Floor, 265/A/4, G. T. Road, Bally (M), Liluah, Howrah-711204, solemnly affirm and declare Before the Notary Public at Kolkata vide Affidavit No. 29AC321303 dated 29th May 2026 that I have Changed my name as Seema Agarwal. That Seema Agrawal and Seema Agarwal are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Uttam Kumar Agrawal, S/o, Shyam Sundar Agarwal, residing at Aryahi Apt. Bl-A, 4th Floor, 265/A/4, G. T. Road, Bally (M), Liluah, Howrah-711204, solemnly affirm and declare Before the Notary Public at Kolkata vide Affidavit No. 29AC321306 dated 29th May 2026 that I have Changed my name as Uttam Kumar Agarwal. That Uttam Kumar Agrawal and Uttam Kumar Agarwal are the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, শেফালী দাস, স্বামী শ্রী শেখর দাস, গ্রাম রঘুনাথপুর, ডাকঘর- খাস্টুরা, থানা- হাবড়া (বর্তমানে গোবরডাঙ্গা), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৭৩, পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্র (শুভম দাস)-এর পাসপোর্টে আমার আসল নাম শেফালী দাস-এর পরিবর্তে ভুলবশত অলোকা দাস লেখা হয়েছে। অলোকা দাস এবং শেফালী দাস একই ব্যক্তি এবং অভিন্ন একজন ব্যক্তি। এই ঘোষণাটি বারাসাতের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২২.০৫.২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামা নং-১১৪০২-এর মাধ্যমে করা হলো।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 26/02/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 48 নং এফিডেভিট বলে আমি **Pradip Dey S/o. Nakul Dey** ও **Pradip Kr Dey S/o. Lt. N Ch Dey** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)**শ্রীমত্যা অন্নপূর্না কুমার**, স্বামী ৺হরি নারায়ন কুমার, ২)**শ্রী গোপীনাথ কুমার**, পিতা ৺হরি নারায়ন কুমার, উভয়ের সাকিম মগরাগঞ্জ, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৪/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-07088/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী অভিষেক ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺অমল ব্যানার্জ্জী, সাকিম পটীরপাড়া লেন, বোড়াইচন্ডী লেন, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ০৬/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01400/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সঞ্চিতা সুর**, স্বামী শ্রী বিপ্লব সুর, সাকিম নতুন গ্রাম ২৩ নম্বর রোড, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়াকে ৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা কোলা, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর ১২২ নং দাগ হইতে ১)হাল এল.আর. ৭ নং খতিয়ানে ৩ শতক শালি সম্পত্তি ও ২)হাল এল.আর. ১৭৭ নং খতিয়ানে ৩ শতক শালি সম্পত্তি, একুনে একটি দাগে দুইটি খতিয়ান হইতে মোট ৬ শতক শালি সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী সঞ্চিতা সুর**, স্বামী শ্রী বিপ্লব সুর, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) ডিস্ট্রিক ডেলিগেট আদালত।
মিস প্রবেট কেস নং-০৭/২০২৫

দরখাস্তকারী ঃঃ- **শঙ্কর দাস**, পিতা- রামপ্রসাদ দাস, সাং-গদখালি, উত্তর ঘোষ পাড়া, পোঃ- মহিশুড়া, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগনকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী আরতী রানী সাহার ত্যক্ত উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন।

এক্ষনে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল

জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং- ২২, হোল্ডিং নং- ৩৪/৩২, মৌজা- ২০নং নবদ্বীপ, দাগ নং- আর.এস ৬০০১/১৪৭১৭, এল.আর, ১৪১১৩, খতিয়ান নং- আর.এস ১০৭৭৯, ১০৭৮০, ১০৭৮১, ১০৭৮২, এল.আর ১৮৮৭২, পরিমান- ০.৪১ শতক অবিভক্ত ৩.২৫ শতক মধ্যে ১/৮ অংশ, রকম- বাড়ী।

আদেশানুসারে
ASHIS BISWAS
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) ডিস্ট্রিক ডেলিগেট আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **গৌতম ভৌমিক**, পিতা বরুন ভৌমিক, সাকিম – পূর্ব সেখপাড়া, মগরা, হুগলী, মহাশয় বিগত ইং ০৭/০৪/২০২১ তারিখে D.S.R-1 হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I নং বহির, ৩৪০১/২০২১ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে **সুব্রত ভট্ট্যাচার্য্য**, পিতা – রামপদ ভট্ট্যাচার্য্য, সাকিম- ৬৮ এস.পি মুখার্জ্জী রোড বৈকুন্ঠপুর, পোঃ– ত্রিবেনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে সুব্রত ভট্ট্যাচার্য্য মহাশয় নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ২০/০১/২০২৬ তারিখে A.D.S.R., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I নং বহির, ৭০০/২০২৬ নং দলিল বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেলদ্বয় ১)**শ্রীকান্ত চ্যাটার্জ্জী**, পিতা শিশির চ্যাটার্জ্জী ও ২)**পূর্নিমা চ্যাটার্জ্জী**, স্বামী শ্রীকান্ত চ্যাটার্জ্জী, উভয়ের সাকিম- সিজা, পোঃ- খামারগাছি, থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াকে ৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তির **তপশীল**- জেলা- হুগলী, থানা– মগরা, মৌজা- আমোদঘাটা, J.L No. ১৪০, হাল এল.আর. ১০৪৪ নং দাগে, ২৭৩৬ নং খতিয়ানে ৩ শতক বাস্ত সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় ১)**শ্রীকান্ত চ্যাটার্জ্জী**, পিতা শিশির চ্যাটার্জ্জী ও ২)**পূর্নিমা চ্যাটার্জ্জী**, স্বামী শ্রীকান্ত চ্যাটার্জ্জী, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০শে মে। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, শনি বার। চতুর্দ্দশী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ এর মহাদশা ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন ।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(পূর্ণিমার নিশিপালন , সত্যনারায়ন ব্রত)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে ১)**শ্রীমত্যা কাঞ্চন পাল**, স্বামী ৺সুনীল পাল, পেশা-গৃহস্থালী, সাকিম বেনাভাড়ুই, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, ২)**শ্রীমতী অর্পিতা সামন্ত**, স্বামী শ্রী লক্ষীকান্ত সামন্ত, পিতা ৺সুনীল পাল, সাকিম যাদবপুর, কামদেবপুর, চুঁচুড়া, হুগলী–৭১২১০২ এবং ৩)**শ্রীমতী বর্ণালী দেবী ওরফে বর্ণালী মন্ডল**, স্বামী শ্রী সুরজ প্রসাদ, পিতা ৺সুনীল পাল, সাকিম ওয়ার্ড নং ৮, নিয়ার লালকোঠী, পালসিল নগর, বরা, পাটনা, বিহার-৮০৩২১৩, বিগত ইরাজী ২৩.০২.২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-00644/2022 নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী **সঞ্জয় পাল**, পিতা ৺সুনীল পাল, সাকিম- বেনাভাড়ুই, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী–৭১২১০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমার মক্কেল, **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বেনাভারুই, জে.এল নং ১৫, হাল খতিয়ান নং ২৭৬, সাবেক ১৩৮৫ তথা হাল ১৪৭৬ নং দাগে ১ কাঠা ১২ ছটাক বাস্ত সম্পত্তি **শ্রীমতী টুকটুকি বিশ্বাস**, স্বামী শ্রী গৌতম বিশ্বাসকে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী টুকটুকি বিশ্বাস**, স্বামী শ্রী গৌতম বিশ্বাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Kunal Das (Advocate)
District Judge Court Hooghly

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

সর্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

একটি মূল হস্তান্তর দলিল ০৯.০৪.২০১০ তারিখে যা শ্রীমতী রূপালী ঘোষ কর্তৃত শ্রীমতী সুনিতা হালদারের অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছিল, যার জমির পরিমান কম বা বেশি **১ কাঠা,** যা অবস্থিত রয়েছে **মৌজা-কাউগাছি,** জে.এল. নং.- ২০, তৌজি নং. ৪৬৮ অধীন আর.এস. দাগ নং. -১২০০ অধীন আর.এস. খতিয়ান নং.-৯২৬, অংশীভূত **এল.আর. দাগ নং.-১২০০** অধীন এল.আর. খতিয়ান নং.-২৩২৮ থানা-জগদ্দল, কাউগাছি ১নং. গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, যাহার এ.ডি.এস.আর. বনগাঁ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। দলিলটি যথাযথভাবে নথিবদ্ধ রয়েছে এ.ডি.এস.আর. নৈহাটি, যাহার বুক নং.-।, সিডি ভ্যলুম নং.- ৮, পৃষ্ঠা ৭৭৫ থেকে ৭৬৬, **বিয়িং নং-০২৮৯২, সাল ২০১০**। উল্লেখিত দলিলটি হারাইয়া গিয়াছে অথবা স্থানচ্যুত হইয়াছে। এই বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি যাহার **জি.ডি.ই. নং. -১২৫৮** দায়ের করা হইয়াছে বাসুদেবপুর থানায় ২৮.০৫.২০২৬ তারিখে আমার মক্কেল **দীপা রানী শা (জয়সাওরা)**-এর তরফে। উল্লিখিত দলিলটি কোনো ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখা ছিল না। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তা অনুগ্রহপূর্বক ফেরত দিন অথবা আমাদের অবহিত করুন কিংবা দলিলের ওপর যদি কারো কোনো দাবি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের নিকট সেই দাবি পেশ করতে পারেন, পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত কোনো দাবিই আর গ্রহণ করা হবে না।

Ritu Hela
Advocate
Barrackpore Court
Mob. No.: 9748856804

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Ref. Suc. Case No. 32/2024
TAPAN KR. BASU and three others - Petitioners
vs
Gen Public
NOTICE

It is hereby informed that **Sisir Ranjan Bose** s/o Late Satya Ranjan Bose died on 2.2.1989 at HFC, Hospital, Haldia leaving 5 shares of Rs. 25/- each i.e., Rs. 125/- in all. And the petitioners have applied for Succession Certificate in respect thereof. If anybody has any objection, he/she can file objection in person or through lawyer within 30 days from the date of its publication, else it will be heard ex parte. **Schedule: The Hijli Co-operative Dev Society Ltd.**, P.O. Hijli Co-op, 721306, P.S. Kharagpur (T) Dist. Paschim Medinipur Regd. No. Mid. 62/1947, **Share Certificate No. 556**, 5 shares of Rs. 25/- numbered **2746 to 2750 dt. 21.06.1968** Rs. 25/- x 5 = Rs.125/- **Total = Rs. 125/-**

By Order,
Nur Huda Mandal (Sheristadar)
Civil Judge (Sr. Divn.) Kharagpur,
Paschim Medinipur, 22/5/26

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলের বিক্রেতাগণ যথাঃ ১)**স্বপন ঘোষ**, পিতা ৺চণ্ডীচরন ঘোষ, সাকিম ৮৩/১/৩, অপ্রকাশ মুখার্জ্জী লেন, হাওড়া, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২, ২)**সুপ্রিয় ঘোষ**, পিতা ৺চণ্ডীচরন ঘোষ, সাকিম ৯১/৪/১/৪, শিবপুর রোড, হাওড়া, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২, ৩)**সুদীপ্ত ঘোষ**, ৪)সুমন্ত ঘোষ, উভয়ের পিতা ৺সুনির্মল ঘোষ, উভয়ের সাকিম ২০/১৮, ওলাবিতলা ফার্স্ট বাই লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া-৭১১১০৪, ৫)**শুক্লা ঘোষ**, স্বামী ৺সুবিমল ঘোষ, সাকিম ৯৭/১, কাশিনাথ চ্যাটার্জ্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২, ৬)**শাশ্বতী দে**, পিতা ৺সুবিমল ঘোষ, স্বামী দীপঙ্কর দে, সাকিম জি.আই.পি কলোনী, নিয়ার মিলন সংঘ, আরুপাড়া, জগাছা, হাওড়া-৭১১১১২, ৭)**জয়ন্ত দত্ত**, ৮)**প্রশান্ত দত্ত**, উভয়ের পিতা ৺মধুসূদন দত্ত, মাতা নমীতা দত্ত, উভয়ের সাকিম ৯/১, বীরেন রায় রোড (পূর্ব্ব), বরিশা, বেহালা, কলকাতা-৭০০০০৮, ৯)**তপতী দত্ত চৌধুরী**, পিতা ৺মধুসূদন দত্ত, মাতা নমীতা দত্ত, স্বামী আশীষ দত্ত, সাকিম ৩/১৬ সুরিয়া নগর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৭০০০৪০, ১০)**অমৃতা সরকার**, পিতা ৺সন্তোষ কুমার ঘোষ, স্বামী রবীন্দ্রনাথ সরকার, সাকিম ১১/এ, ভুপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪, হইতেছেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত বিক্রেতাগণ ৫টি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা বলে যথাঃ ১)বিগত ইং ০৭/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হাওড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-07527/2025 ও I-07528/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ১নং হইতে ৯নং বিক্রেতাগণ, ২)বিগত ইং ০৭/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হাওড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-07529/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ৩নং ও ৪নং বিক্রেতাদ্বয়, ৩)বিগত ইং ০৭/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হাওড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-07530/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ১নং ও ২নং বিক্রেতাদ্বয়, ৪)বিগত ইং ০৭/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হাওড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-07531/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ৫নং ও ৬নং বিক্রেতাদ্বয়, ৫)বিগত ইং ২৩/০৪/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-১, আলিপুর, দঃ ২৪পরগণা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00078/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ১০নং বিক্রেতা, একুনে পাঁচটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা বলে আমাকে ১১)সুব্রত কুমার ঘোষ পিতা ৺সুনির্মল ঘোষ, উভয়ের সাকিম ফ্লাট নং ১০২, ব্লক-এ, ১৮ হালদার পাড়া লেন, ওলাবিতলা ফার্স্ট বাই লেন, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২, (সকলের সাবেক সাকিম মণ্ডুলাই, ইলছোবা-মণ্ডুলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমি নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ২৭/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01023/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)সোমনাথ সাঁতরা, পিতা স্বপন সাঁতরা ও ২)গোবিন্দ মজুমদার, পিতা গোপাল মজুমদার, উভয়ের সাকিম মণ্ডুলাই, ইলছোবা-মণ্ডুলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, মহাশয়দ্বয়কে ২০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মণ্ডুলাই, ৩৭ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯০২, ১১৭০, ৩৭৯, ১১৭০/১ ও ১১৯২ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর ২৬৩৫ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০৮ শতক, ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর ২৬৪২ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০২ শতক, এবং ৩)আর.এস. তথা হাল এল.আর ২৬৪৩ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ১০ শতক, একুনে পাঁচটি খতিয়ান হইতে তিনটি দাগে মোট ২০ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় ১)**সোমনাথ সাঁতরা**, পিতা স্বপন সাঁতরা ও ২)**গোবিন্দ মজুমদার**, পিতা গোপাল মজুমদার, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- সুব্রত কুমার ঘোষ, আমমোক্তার

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিধানসভা চত্বরে সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের চলাফেরায় নির্দেশিকা জারি, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সংবাদমাধ্যম কি এবার শুধু সরকারের ডাকা সাংবাদিক বৈঠক কভার করবে? প্রশ্ন করবে না, খোঁজখবর নেবে না, করিডরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করবে না? পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসতেই উঠেছে এমনই প্রশ্ন।

ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে সচিবালয়ের পর এবার বিধানসভার দরজাও কার্যত বন্ধ হতে চলেছে সাংবাদিকদের জন্য। বিধানসভার নতুন স্পিকারের নির্দেশে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রিপোর্টার ও চিত্র সাংবাদিকদের আর বিধানসভা চত্বরে ঘোরাফেরা করা চলবে না। তাঁদের নির্দিষ্ট 'প্রেস কর্নার'-এ বসে থাকতে হবে। মন্ত্রী, বিধায়ক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাংবাদিক সম্মেলনও হবে শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট সময়ে।

অর্থাৎ সংবাদমাধ্যম আর খবরের খোঁজে যাবে না, খবরকেই এসে হাজির হতে হবে সাংবাদিকদের কাছে। গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা বলে পরিচিত আইনসভায় সাংবাদিকদের ভূমিকা কি তাহলে এখন শুধুই 'অপেক্ষমান দর্শক'-এর?

দীর্ঘদিন ধরে বিধানসভার করিডর, লবি, সিঁড়ি কিংবা সদস্যদের ঘর-দোরের বাইরে দাঁড়িয়েই বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খবর, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, দলবদলের ইঙ্গিত, মন্ত্রীদের ক্ষোভ কিংবা সরকারের অন্দরের টানাপোড়েন। সেই অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের পথেই এবার কার্যত বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

বিরোধীদের প্রশ্ন, সরকার কি ক্রমশ এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করতে চাইছে, যেখানে সংবাদমাধ্যম শুধু সরকার নির্ধারিত তথ্য শুনবে, কিন্তু নিজে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে না? নবান্নে প্রবেশের বিধিনিষেধ, প্রশাসনিক স্তরে বাড়তি নিয়ন্ত্রণের অভিযোগের পর এবার বিধানসভা সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত সেই আশঙ্কাকে আরও উসকে দিয়েছে।

সাংবাদিকদের অধিকার খর্ব করার অভিযোগে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অলআউট আক্রমণে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দেশের ক্ষমতাশীন দলের 'ফ্যাসিস্ট' এবং 'বাঙালি বিরোধী' মানসিকতা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একটি কড়া বিবৃতি জারি করেছে ঘাসফুল শিবির।

তৃণমূলের অভিযোগ, দেশের যে কোনও প্রান্তে যারা ক্ষমতার অলিন্দে থাকা রথী-মহারথীদের প্রশ্ন করার সাহস দেখান, সেই সব সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করে মরিয়া বিজেপি সরকার। দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে জোড়াফুল শিবিরের কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রী যেমন তাঁর মেয়াদে আজ পর্যন্ত একটিও সাংবাদিক বৈঠক করেননি, ঠিক সেই একই পথ অনুসরণ করে এই রাজ্যের বিজেপি সরকারও সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে।' বিধানসভা গণতন্ত্রের মন্দির। কিন্তু সেই মন্দিরের করিডরে যদি সাংবাদিকদের প্রবেশ ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে লাভ কার? গণতন্ত্রের, না ক্ষমতার?

বেহালার রাস্তার বেহাল দশা ঘোচাতে তৎপর বিধায়ক, প্রশাসনকে দিলেন চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রত্না চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে বেহালা পশ্চিমে প্রথমবার বিধায়ক হয়েছেন বিজেপির ড. ইন্দ্রনীল খাঁ। বিধায়ক পদে দায়িত্ব নিয়েই তিনি নেমে পড়েছেন এলাকার উন্নয়নের কাজে। নিজের বিধানসভা এলাকার কাজে রাজ্য পরিবহণ সংস্থা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের কাছে একাধিক দাবি তুলে চিঠি লিখলেন বেহালার বিধায়ক। ইন্দ্রনীলের অভিযোগ, তার বিধানসভা ক্ষেত্রের পর্ণশ্রী থেকে শিয়ালদহ-হাওড়া পর্যন্ত সরকারি বাস নেই বললেই চলে। তাই চিঠিতে তিনি এমজি রোড, সরশুনা, শকুন্তলা পার্ক হয়ে হাওড়া-এসপ্ল্যানেড রুটে ফের সরকারি বাস চালুর অনুরোধ জানিয়েছেন। ওই এলাকার রাস্তার বেহাল দশার কথাও উল্লেখ করেছেন চিঠিতে। বেহালা চৌরাস্তা-শিবরামপুর চার কিলোমিটার, বীরেন রায় রোড, বকুলতলার রাস্তায় ভরে আছে গর্ত। আর এই ভাঙাচোরা রাস্তায় নিত্যযাত্রীর দুর্ভোগ প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। চিঠিতে বর্ষার আগে ৪৫ দিনের মধ্যে এই রাস্তাগুলো মেরামতের দাবিও জানিয়েছেন বিধায়ক।

শুধু রাস্তা নয়, এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতেও তিনি নজর দিয়েছেন। এলাকার বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক থেকে কম কর্মী, পরিকাঠামোর দুর্বলতার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। বেহালা পশ্চিম-পূর্ব, টালিগঞ্জ, মহেশতলা, পোর্ট এলাকার মানুষ এই হাসপাতালেই ভরসা করে থাকেন। এছাড়া জেলায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজ নেই, তাই এই হাসপাতালের মানোন্নয়ন করার দাবিও জানিয়েছেন বিধায়ক। এর পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার রোডের ন্যাশনাল হাইওয়ে ১৩ ঠাকুরপুকুর থেকে তারাতলা পর্যন্ত অংশে বেআইনি দখলদারির কারণে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ করেছেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পূর্ত দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছেন ইন্দ্রনীল খাঁ।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে একদিনের হিন্দি কর্মশালা ও সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের উত্তর ২৪ পরগনা আঞ্চলিক কার্যালয় জেলা পরিষদ ভবনে একদিনের হিন্দি কর্মশালা ও সম্মেলনের আয়োজন করা হল। এদিন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক প্রধান সুজিত কুমার। কলকাতার সেন্ট্রাল ট্রান্সলেশন ব্যুরোর প্রাক্তন কেন্দ্র ইনচার্জ এবং সিনিয়র অ্যাডভাইসর নবীন প্রজাপতি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই অঞ্চলের অধীনস্থ ৮৯টি শাখা প্রধানরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। আঞ্চলিক প্রধান একটি চারাগাছ ও স্মারক উপহার দিয়ে প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তাঁর স্বাগত ভাষণে তিনি হিন্দি ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, হিন্দিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা কেবল একটি সাংবিধানিক প্রত্যাশাই নয়, এটি একটি ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তাও বটে। তিনি বলেন, অংশগ্রহণকারীরা এই কর্মশালা থেকে উপকৃত হবেন এবং তাঁদের দৈনন্দিন কাজে হিন্দিকে অন্তর্ভুক্ত করবেন

সম্মেলন শেষে, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার বিজয় যাদব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং শাখা প্রধানদের হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষায় তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিনিয়র ম্যানেজার উজ্জ্বল কুমার সাহু।

এবার গণ-ইস্তফা টিটাগড় পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলের উচ্চ নেতৃত্বের ওপর একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে শুক্রবার ইস্তফা দিলেন টিটাগড় পুরসভার উপ-পুরপ্রধান মহম্মদ জলিল, প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী-সহ ছয়জন কাউন্সিলর। প্রসঙ্গত, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই ডামাডোল পুরসভায়। কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, ভাটপাড়া, গারুলিয়া, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পর একই চিত্র টিটাগড় পুরসভায়। তৃণমূল পরিচালিত ২৩ টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট টিটাগড় পুরসভায় দু'জন কাউন্সিলরের মৃত্যু হয়েছে। ২১ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ইতিমধ্যেই ছয়জন ইস্তফা দিয়েছেন। ইস্তফা নিয়ে বিদায়ী উপ-পুরপ্রধান মহম্মদ জলিল বলেন, জনাদেশ তাদের বিপক্ষে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তাঁরা মানুষের পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। তাই নিজেরাই বোর্ড থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অপরদিকে প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা বিদায়ী কাউন্সিলর প্রশান্ত চৌধুরী বলেন, পুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের তাঁরা ঠিকমতো পরিষেবা দিতে পারছেন না। এই মুহূর্তে পুরসভায় কাজের পরিবেশ নেই। তাছাড়া পুরপ্রধানের ক্ষমতাও নেই। পাশাপাশি মানুষের রায় তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে তাই তাঁরা পদত্যাগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলের উচ্চ নেতৃত্ব কেউই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। এমনকী, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকও দলের শোচনীয় পরাজয়ের পর তাদের কোনও খোঁজ রাখেননি। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ছয়জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। আশা করছি, বাকিরাও পদত্যাগ করবেন।

কলকাতা মেট্রোর ব্লু-লাইনে এবার আড়াই মিনিটে আসবে ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা শহরের যাতায়াতের সর্ব সময়ের সময় সাশ্রয়ী পরিবহণের নাম মেট্রো। শুক্রবার মেট্রোর নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্লু-লাইনে প্রতি আড়াই মিনিট অন্তর পাওয়া যাবে ট্রেন। যাত্রী পরিষেবাকে প্রাধান্য দিয়ে এই পদক্ষেপে নতুন বড় ধাপ পেরোল কলকাতা মেট্রো। এছাড়াও ওপর একটি নির্দেশিকাতে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নোয়াপাড়া থেকে উত্তম কুমার পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ অংশে পুরনো ইস্পাতের থার্ড রেল তুলে বসানো হয়েছে আধুনিক অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহী পথ।

১৯৮৪ সাল থেকে কলকাতা মেট্রোর পথ চলা। সেই থেকে এই করিডরে এতদিন বিদ্যুৎ যেত ইস্পাতের মাধ্যমে। যদিও বর্তমান প্রযুক্তির চাহিদা বেড়েছে, ভিড় সামলাতে পরিষেবা আরও দ্রুত করতে হবে। অ্যালুমিনিয়ামের বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা ইস্পাতের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। তাই এতে বিদ্যুতের অপচয় কমবে, ট্রেন দ্রুত চলতে পারবে বলেই আশা মেট্রো কর্তৃপক্ষের। পাশাপাশি এই প্রযুক্তি শুধু গতি বাড়ায় সেটা নয়, এটি একটি জিরো কার্বন পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি নির্ভর। অ্যালুমিনিয়াম কম তাপ উৎপাদন করে বলে সুড়ঙ্গের শীতাতপ যন্ত্রের উপরেও চাপ কমবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রায় ৫০ হাজার টন কার্বন নির্গমন কমানো যাবে।

মারের হাত থেকে কিশোরকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত একই পরিবারের তিন সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মারের হাত কিশোরকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত একই পরিবারের তিন সদস্য। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছোট শ্রীরামপুরে মুন্না ইট ভাটার কাছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনায় জড়িতদের খোঁজ চালাচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অঙ্কিত চৌধুরী নামে এক কিশোরকে মারধর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে স্থানীয় চার দুষ্কৃতী। পাড়ার দোকানে থাকা রীনা সাউ কিশোরকে বাঁচাতে গেলে তাঁকে পিস্তলের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। রীনা দেবীকে বাঁচাতে এসে তাঁর কলেজ পড়ুয়া কন্যা এবং স্বামীও দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। শুক্রবার বেলায় রীনা দেবীর স্বামী সন্তোষ সাউ ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা অভিযুক্ত চার দুষ্কৃতী। পেশায় গাড়ি চালক আক্রান্ত সন্তোষ সাউয়ের অভিযোগ, সুজিত চৌধুরী ওরফে গোরা, অর্জুন সাউ ওরফে পাপ্পু, আদিত্য চৌধুরী ওরফে তেল এবং সন্দীপ লাহিড়ি গাড়িতে চেপে আচমকা হানা দেয়। এলাকার কিশোর অঙ্কিত চৌধুরীকে ওরা মারধর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সন্তোষ বাবুর আরও অভিযোগ, স্ত্রীকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হলেন তিনি এবং তাঁর মেয়ে। তিনি জানান, চিৎকার চেঁচামেচি শুনে এলাকার লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। সন্তোষ বাবুর স্ত্রী রীনা সাউয়ের অভিযোগ, অভিযুক্ত অর্জুন সাউদের মুদির দোকানে তিনি কেনাকাটা করতে এসেছিলেন। তাঁর সামনেই পাড়ার কিশোর অঙ্কিতকে মেরে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল চারজন। বাধা দিতেই ওরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। আক্রান্ত কিশোরের মা তিতরি দেবী জানান, পাড়ার মধ্যেই তাঁর ছেলেকে চারজন মিলে মারধর করছিল। কিন্তু ছেলেকে কেন ওরা মারধর করছিল, তা তিনি জানেন না।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩০ মে ২০২৬, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শনিবার

অকৃতকার্য কন্যাশ্রী !

■ পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের সুরক্ষা আর শিক্ষার জন্য এক দশক আগে ‘কন্যাশ্রী’ চালু করেছিল তৎকালীন তৃণমূলের সরকার। যদিও সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্যেই ফাঁস হল এই প্রকল্পের অকৃতকার্যের বিবরণ। দেশের রেজিস্ট্রার জেনারেলের ‘স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ২০২৪’ বলছে, সারা দেশে যেখানে বাল্যবিবাহের হার ২.১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে সেই সংখ্যা ৬.৩ শতাংশ, অর্থাৎ এটি জাতীয় গড়ের প্রায় তিনগুণ। কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যে ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে বিয়ে হওয়া নারীর হার ৪.৫ শতাংশ। রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে শহরের তুলনায় পরিস্থিতি আরও খারাপ। ২১ বছর বা তার বেশি বয়সে বিয়ে হয়েছে মাত্র ৪৯.২ শতাংশ বিবাহযোগ্য নারীর।

সরব তৃণমূল

■ রাজ্য বিধানসভা চত্বরে এখন থেকে সাংবাদিক ও আলোকচিত্রীদের ঘোরাফেরায় নিষেধ। সম্প্রতি বিধানসভার অধ্যক্ষের নির্দেশে জারি নোটিস বলছে, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা তাদের জন্য নির্ধারিত প্রেস কর্নারে থাকবেন, বিধানসভার ভেতরে ঘুরে বেড়াবেন না। যে কোনও বিশেষ সাক্ষাৎকার বা বিবৃতি কেবল নির্দিষ্ট সময়ে অধ্যক্ষর সম্মতিতেই প্রেস কর্নারেই হবে। এছাড়া শুধু বিশিষ্টজনের জন্মদিন বা বিধানসভার বিশেষ অনুষ্ঠানে নীচের লবিতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখন ২৫ মে জারি হওয়া এই নির্দেশ ঘিরেই তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এটি সংবাদ সংগ্রহের পথকে আটকানোর অগণতান্ত্রিক চেষ্টা। দলের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তকে ‘ফ্যাসিস্ট’ ও ‘বাঙালি বিরোধী’ সিদ্ধান্ত বলে তোপ দাগা হয়েছে।

তিলজলায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার উপর স্থিতাবস্থার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলজলায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার উপর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের নির্দেশ, ওই সব নির্মাণ ভাঙার উপর স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। মামলাকারী ভাড়াটিয়াদের বক্তব্য শুনতে হবে। আর এই বক্তব্য শুনতে হবে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে। নিয়মিত বেঞ্চে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলেও জানান বিচারপতি।

গত ১২ মে তপসিয়ার একটি বহুতলের দোতলায় চামড়ার কারখানায় আগুন লেগে গিয়েছিল। তাতে পুড়ে মৃত্যু হয় দু’জনের। আরও তিনজন গুরুতর জখম হন।

ওই ঘটনার পরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, তিলজলার ওই বহুতল বেআইনি ভাবে নির্মিত। তার কোনও বিল্ডিং প্ল্যান নেই এবং সেখানে অবৈধভাবে কারখানা চলছিল। বহুতল ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন তিনি। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিলজলায় বুলডোজার পৌঁছে যায় এবং বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হয়। ওই বহুতলের বাসিন্দারা সে সময় ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে। তবে বেআইনি বাড়ির বেশ কিছু অংশ ভাঙার প্রক্রিয়া সম্পন্নও হয়ে গিয়েছিল। তা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হওয়ার পর বিচারপতি রায়চৌধুরী স্থগিতাদেশ দেন। আর এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয় গত ১৫ মে। পাশাপাশি তিনি এও জানান, এখনই সেখানকার কোনও বাসিন্দার পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা যাবে না বলেও। শহরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও আগের সরকারের ‘নিষ্ক্রিয়তা’ ছিল বলেও উল্লেখ করেছিলেন বিচারপতি রায়চৌধুরী। এই সংক্রান্ত স্থিতাবস্থাই বজায় রাখলেন বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল। অর্থাৎ, আপাতত বুলডোজার চলবে না তিলজলায়।

পঞ্চসায়রে তৃণমূল পার্টি অফিসে উদ্ধার হাসপাতালের অক্সিজেন সিলিন্ডার-সহ নানা সামগ্রী !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গড়িয়ার পঞ্চসায়র এলাকার তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে মিলল হাসপাতালের অক্সিজেন সিলিন্ডার, রোগীর বেড, সরকারি ত্রাণসামগ্রী, জমি-বাড়ি কেনাবেচার দলিল, এমনকী আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা সংক্রান্ত কিছু নথিপত্রও। স্থানীয় সূত্রে খবর, পঞ্চসয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই তৃণমূল কার্যালয়টি গত ৫ তারিখ রাজনৈতিক অশান্তির আবহে সিপিএমের দখলে যায় বলে অভিযোগ। এরপর থেকেই বন্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল অফিসটি। এরপর শুক্রবার অফিস খোলা হলে নজরে আসে অফিসের ভিতরে একাধিক অক্সিজেন সিলিন্ডার ও হাসপাতালের বেড মজুত করা। আর এরপরই বড় প্রশ্ন ওঠে, সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত এই সামগ্রী একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে এল কী ভাবে, তা নিয়েই। শুধু তাই নয়, ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে জমি ও বাড়ি কেনাবেচার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলও। স্থানীয়দের দাবি, কিছু ফাইলে এমন নথিও রয়েছে যা দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই এখানে অন্য কোনও ধরনের কার্যকলাপ চলত।

তবে এর মধ্যে সবথেকে বেশি নজরকাড়া ঘটনা হল আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা সংক্রান্ত নথিপত্র উদ্ধার হওয়ায়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, কিছু কাগজপত্রে বন্দুক কেনাবেচা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। যদিও ওই নথির সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করেনি পুলিশ। সঙ্গে এ খবরও মিলেছে যে, সরকারি প্রকল্পের ত্রাণসামগ্রীও মজুত ছিল ওই পার্টি অফিসে। সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি সাহায্য সামগ্রী কেন রাজনৈতিক কার্যালয়ে রাখা হয়েছিল, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ মোবাইলে ছবি তুলছেন, কেউ ভিডিও করছেন, কেউ আবার প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজনৈতিক কার্যালয়কে দীর্ঘ দিন ধরেই বেআইনি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল। এর পিছনে বড়সড় চক্র থাকতে পারে বলেও দাবি তাদের ।

এদিকে এই ঘটনায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব এখনও প্রকাশ্যে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া দেয়নি। দলের একাংশের বক্তব্য, তদন্তের আগে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়।

রাজ্যে আমুলের ৬৫০ কোটির বিনিয়োগ, দাবি বঙ্গ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের এক মাসের মধ্যেই নতুন শিল্প আসার খবর ছড়াল রাজ্যে। গুজরাতের দুগ্ধ সংস্থা আমূল পশ্চিমবঙ্গে ৬৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ভাবছে, এমনটাই দাবি জানিয়েছে রাজ্য বিজেপি। আর ডেয়ারি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা সামনে আসতেই, সেই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরগরম বিজেপি নেতৃত্ব। মুর্শিদাবাদের বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ লিখলেন, মেগা প্রকল্প আসছে, কর্মসংস্থান হবে, দুগ্ধ পরিকাঠামো শক্ত হবে। বাংলা এগোচ্ছে। যদিও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক কিছু জানানো হয়নি। তবে রাজ্য বিজেপির দাবি, এটাই হবে আমূলের প্রথম পূর্ণ মালিকানাধীন কারখানা এই রাজ্যে। এই বিষয়ে রাজ্যের অর্থনীতিবিদদের মতে, রাজ্য সরকারের নিজস্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সেই আলোচনাতেই আমূল রাজি হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যে শিল্পখরা কাটাতে রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ আনতে রাজ্য বিজেপি শিল্পতালুকের জন্য পাঁচটি জায়গা চিহ্নিত করেছে। যার মধ্যে আছে সিঙ্গুর, অশোকনগর, রানাঘাট, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠক করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। নির্বাচনের সংকল্পপত্রে শিল্প ও বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি।

আগামী ৪ সপ্তাহ পরমব্রতর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপে ‘না’ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরে ভোট পরবর্তী হিংসায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগ। অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট শুক্রবার জানায়, এই মামলার তদন্ত চলবে। সেই তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে। তবে আগামী চার সপ্তাহ পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও কড়া পদক্ষেপ করবে না। ২১ সালের নির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। পরমব্রত সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘আজ বিশ্ব রগড়ানি দিবস ঘোষিত হোক।’ এই বক্তব্যের সমর্থন করে একটি কমেন্ট করেছিলেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। সেই পোস্ট নিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়। রাজ্যে পালাবদলের পরে এই ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী হিংসায় উসকানির অভিযোগ তুলে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল।

এই ঘটনায় গত ২১ মে বৃহস্পতিবার এফআইআর রুজু করে পুলিশ অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়কে তলব করে। গত ২৩ মে গড়িয়াহাট থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তাঁকে একাধিক বিষয়ে প্রায় এক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে খবর।

টালিগঞ্জের এনটিওয়ান স্টুডিওতে নিয়ে আসা হল প্রয়াত পরিচালক অনীক দত্তর নিথর দেহ। পরে সেখান থেকেই কেওড়াতলা মহাশ্মশানে করা হয় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এদিন পরিচালককে শেষ বিদায় জানাতে পৌঁছন টলিপাড়ার কুশলীরা, এছাড়া ছিলেন বামনেতা বিমান বসু। রীতি মেনে পরিচালকের শেষকৃত্য সারলেন কন্যা ঐশী দত্ত।

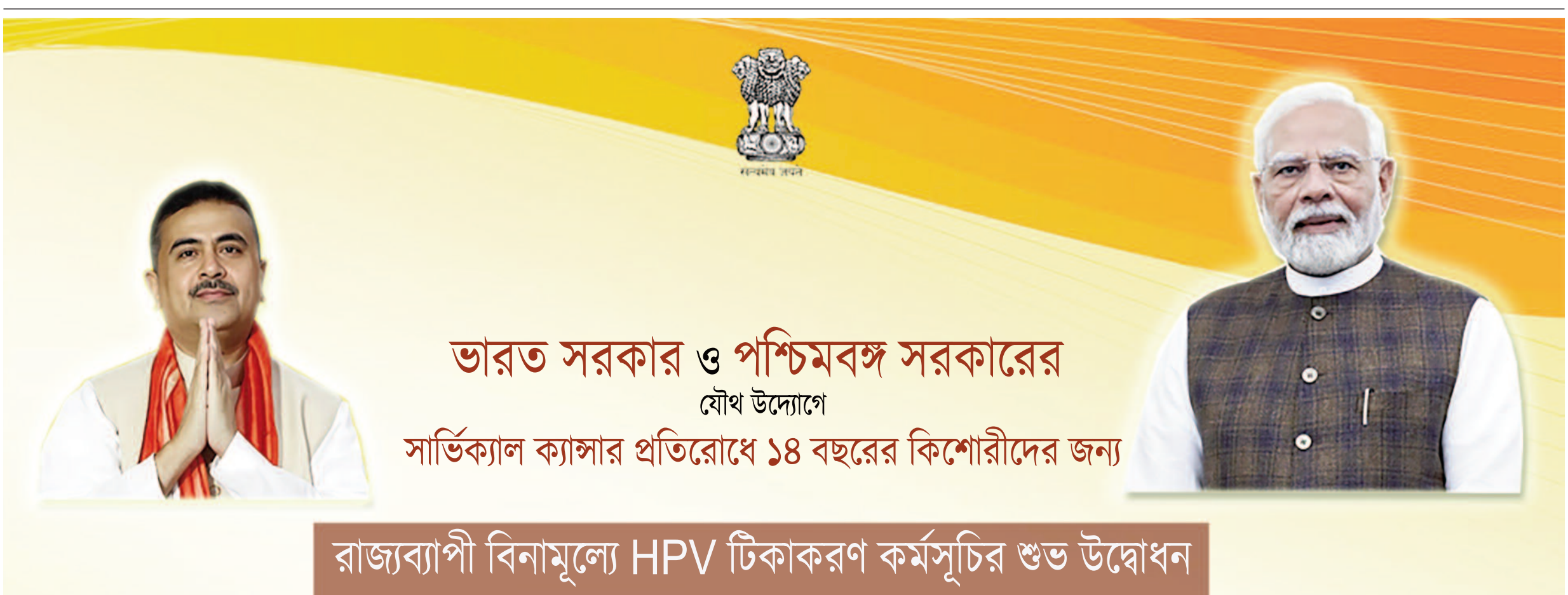

সম্পাদকীয়

সংসারে স্ত্রীদের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে ভাবাচ্ছে আদালতের রায়

সংসারে বিবাহিত স্ত্রীরা 'দাসী' বা 'পরিচারিকা' নয়। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান কোনও চাকরির চুক্তিও নয়, যে তার মধ্যে কোনও পূর্ব শর্ত থাকতে হবে। বিবাহ দুটি মানুষের এক সঙ্গে পথ চলার একটি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক রীতি। যেখানে আইনি স্বীকৃতিও রয়েছে। এটা দু'পক্ষকেই মাথায় রাখতে হবে। ডিভোর্সের ক্ষেত্রে স্ত্রী সংসারের কাজ করেন কি, করেন না, সেটা কখনওই বিবেচ্য হতে পারে না। কারণ, স্ত্রী একটি সংসারে কাজের লোক নন। বিবাহিত জীবনে একজন নারীর রান্না না করা, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাজের অক্ষমতাকে নিষ্ঠুরতা হিসেবে গণ্য করা যায় না। বিবাহ হল সমতার অংশীদারিত্ব। কোনও চাকরির চুক্তি নয়। স্ত্রীকে সেবাদাসী ভাবা উচিত নয় স্বামীর। রান্না করা বা বাড়ি পরিষ্কার রাখা তাঁদের জন্য কোনও ভাবেই বাধ্যতামূলক হতে পারে না। সম্প্রতি এক ডিভোর্সের মামলায় এভাবেই সংসারে স্ত্রীদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আদালত। এই রায়ের পর তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। বম্বে হাইকোর্টের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সমাজে বিবাহিত মহিলাদের ভূমিকার নতুন করে মূল্যায়ন করবে। এই দেশে আজও শ্বশুর বাড়িতে এক শ্রেণির মহিলাদের ওপর যে ধরনের ব্যবহার বা আচরণ করা হয় তা কোনও ভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। আসল রোগটা লুকিয়ে রয়েছে ওই জায়গাতেই। এটা সারাতে না পারলে বিক্ষিপ্ত ভাবে এই জাতীয় রায় মহিলাদের জন্য কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা কঠিন। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশের আইনি ব্যবস্থা ও রক্ষাকবচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিবাহিত মেয়েদের পক্ষে কথা বলে। অন্তত বাস্তব তাই বলছে। তথ্য, পরিসংখ্যানও বলছে ডিভোর্সের ক্ষেত্রে বিবাহিত মেয়েরা আবেদন করলে যত সহজে অনুমতি মেলে ছেলেদের ক্ষেত্রে তা হয় না। এটাই রীতি। কারণ, ছেলেদের আইনি সমস্যা অনেক বেশি। এখন যদি আইনি ব্যবস্থা আরও বেশি করে বিবাহিত মহিলাদের তরফে সওয়াল করে তাহলে পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে বলা কঠিন। কারণ, এই জাতীয় রায়গুলিকে হাতিয়ার করা হবে না। এটা জোর দিয়ে যাচ্ছে না।

মডেল ফলতা ইন, মডেল ডায়মন্ড হারবার আউট

তন্ময় কবিরাজ

ডায়মন্ডহারবার মডেল ব্যর্থ হলেও এ রাজ্যের ভবিষ্যতে ফলতা মডেল যে অনেকদিন স্থায়ী থাকবে সেটা দায়িত্ব নিয়ে বলাই যায়।কারন এ রাজ্যে যে ক্ষমতায় আসে সে পাঁচ বছরে বেশি সময় টিকে গেছে, আবার যাদের ক্ষমতা চলে যায় তারা আর সহজে ফিরে আসে না,বরং বলা ভালো শুধু মুকুটটা পড়ে থাকে, রাজ্যপাট অতীত। কংগ্রেসের ক্ষমতা হারানোর পর কংগ্রেস এখন কোমায়, উত্তরে সংগঠন কিছু থাকলেও রাজ্যের সর্বস্তরে সংগঠন প্রায় নেই বললেই চলে। সিপিএম চলে যাবার পরেও একই অবস্থা।নতুন মুখের উপর ভরসা করে গত নির্বাচনে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করলেও হারান জমি তারা ফেরাতে ব্যর্থ। এবার দেখার ঘাস ফুলের কি হয়? আগের দলগুলোর পতন ক্ষমতা যাবার পর আস্তে আস্তে হয়েছিল।কিন্তু তৃণমূলের ক্ষমতা যাবার পরেই তাদের ধস নেমেছে। দলবদলের পথে পা বাড়িয়েছে অনেকেই।আসলে তৃণমূল যেন তৃণমূলেরই শত্রু এখন। তৃণমূল যে রাজনৈতিক দল ভাঙ্গানোর খেলা শুরু করেছিল ,আজ তার খেলাতেই দলটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষকে ঘিরে একটা দলের জন্ম।সাময়িক আবেগের উচ্ছ্বাস থাকলেও তাতে নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মানুষ দেরিতে হলেও তার ভুলটা সে অবশেষে বুঝতে পেরেছে।একই ছবি হয়তো আগামী বিজয় থালাপতির ক্ষেত্রেও দেখবে। শুধু নেতানেত্রী কেন্দ্রিক দলের অবস্থা সবসময় শোচনীয়।সেটা মায়াবতী হোক , কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের আদর্শ, সংগঠন একটা গণতান্ত্রিক দলের পক্ষে ভীষণ গুরুত্বপুর্ন।কারন নেতানেত্রী যাবে আসবে ,আদর্শ থেকে যাবে, যুগের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলাটাই বুদ্ধিমানের মত কাজ।বাম দলগুলো পক্ষে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বুঝতে পারলেও দলের চাপে তিনি তা সক্রিয়ভাবে করতে পারেননি।অন্যদিকে, বিজেপি দল তাদের সাম্প্রদায়িক আর্দশ থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যতই হিন্দু মুসলমানের ভোট কাটাকুটি নিয়ে আলোচনা করুক না কেন,এটা তো বাস্তব যে এবারের ভোটে সংখ্যালঘু শ্রেনীর অনেকেই এই বিজেপি সরকারের পক্ষেই ভোট দিয়েছে। সমস্যা হলো,দলের সংগঠন অপেক্ষা যখন একটাই মুখ প্রকট হয়ে উঠে তখন বাকিদের পা চাটা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।তাই ক্ষমতা যাবার পরে আজ সবাই মুখ খুলতে শুরু করেছে।দলটা অস্তিত্ব বজায় রাখতে পাবে কিনা সেটাই সন্দেহের। অথচ বিরোধী দল তো তৃণমূল কংগ্রেস।তবে কি পশ্চিমবঙ্গ বিরোধী শূন্য অবস্থায় চলবে,যেটা গণতন্ত্রে একদমই সুখকর নয়।এই সময় অনেকেই দার্শনিক মতামত রাখছেন। এটা কোনো সাপলুডো লেখা নয়, বরং দোলনার মত কেউ উঠছে তো কেউ নামছে । তবে উঠার জন্য গতি চাই, ইস্যু বাছাই করতে হবে, যাতে জনমতকে প্রভাবিত করা যায়।বাম জমানার মধ্য গগনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নিজে দল গঠন করে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। মানুষ তাঁর উপর এতটাই আস্থা রেখেছিল যে ,তাঁর কথায় সিঙ্গুরের গল্পটা অন্য ভাবে লেখা হয়েছিল।আজ জল দুধ আলাদা হয়ে গেছে। গঙ্গার অনেক জল আজ মোহনায় মিশে গেছে। রাইটার্স থেকে নবান্ন,আবার

নবান্ন থেকে রাইটস। এই অবস্থায় ফলতার নির্বাচন বলছে অন্য কথা। অনেকেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেখতে পারছেন।সম্ভাবনাকে আরোও উজ্জ্বল করে তুলছে এ রাজ্যের ইতিহাস - যে যায় সে আর সহজে ফেরে না।অনেকদিক শীতঘুম,বা কোমায় থাকার পর আবার তারা সাড়া দেয়। ফলতা উপনির্বাচনে সিপিএম এর ভোট ১৯ শতাংশ,সেখানে কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট যথাক্রমে ৪ ও ৩ শতাংশ।ফলে হাওয়া যে ক্রমশ বদলাতে পারে তার সম্ভবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।তবে এটাও ঠিক, মাঠে নেমেই তো খেলোয়াড়দের প্রমাণ করে দেখাতে হয় যে সব পরিকল্পনা নিখুঁত নির্ভুল ছিল।শুধু টিভিতে মুখ দেখানো বা ফেসবুক লাইভ করে বার্তা দিলেই হবে না তরুণ বামনেতাদের।এবার আরও বেশি সময় ধরে মাঠে থাকতে হবে তবেই কিন্তু আগামীর আকাশে বামদের আবার সূর্যোদয় দেখবে বঙ্গ।

মাখনলাল সরকার

এখন ইতিহাসের নতুন অধ্যায়

সুবল সরদার

৯ই মে, ২০২৬। বিকেল ৪টা। ব্রিগেড গ্রাউন্ড।

হঠাৎ উদীয়মান সূর্যের মতো আবির্ভাব। দেশের প্রধানমন্ত্রী মঞ্চের চেয়ার ছেড়ে এসে শতায়ু এক প্রবীণ বৃদ্ধের পায়ে নমস্কার করছেন। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠল। এক মুহূর্তে সারা বিশ্বের চোখে প্রশ্ন ; কে তিনি?

তাঁর নাম মাখনলাল সরকার।

তিনি ইতিহাসের অন্তরালে জেগে ছিলেন একটি দিনের অপেক্ষায়। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের রূপায়ণ নিজের চোখে দেখার জন্যে ।

ভাদ্র, ১৯৫৩। সন্ধ্যা ৭টা। বনগাঁ, মতিগঞ্জ কলোনি।

তওপার বাংলা ছাড়ি এলাম, রিক্ত হাতে ভাই...দ ভাঙা হারমোনিয়ামের রিডে আঙুল ছুঁয়ে সবে গানটা ধরেছেন হরিপদ। আমবাগানে জনসংঘের সভা। মাটিতে চাটাই, উপরে হ্যাজাকের আলো। সামনে বসা শ'খানেক মানুষ ; কারও গায়ে শতচ্ছিন্ন ফতুয়া, কারও কোলে উপোসী বাচ্চা। সবার চোখ জ্বলছে।

পেছনে একটা বাবলা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মাখনলাল সরকার। ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর। গানটা তাঁরই লেখা। কিন্তু তিনি গাইছেন না। চুপ করে শুনছেন।এই গান তাঁর ডায়েরিতে লেখা নেই। ছাপাও হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে আসা মানুষগুলোকে নিয়ে সবে কলোনি পেতেছে সরকার। খাবার নেই, মাথার উপর টিন নেই, তবু বুকের ভেতর আগুন আছে। সেই আগুনে ফুঁ দিতেই মাখনলালের গান।

ওদিকে তখনও কেউ কেউ বিশ্বাস করত বেঈমান যোগেন মণ্ডলের কথায়। মোল্লার হাতে দেশের ভাগ্য তুলে দিয়ে যে লোকটা দলিত হিন্দুর রক্ষাকর্তা সেজেছিল, শেষে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে নিজেই বলেছিল ; তআমি ভুল করেছিদকিন্তু ততদিনে রক্তের নদী বয়ে গেছে পূর্ব বাংলায়। মাখনলাল জানতেন, ভুল স্বীকার করলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। শিরদাঁড়া সোজা রাখতে হয়।

অগাস্ট, ১৯৪৭,দেশভাগের পর মাখনলাল চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এলেন। হাতে 'অর্গানাইজার' পত্রিকা আর শ্যামাপ্রসাদের একটা ছবি। ঠাকুরনগর, চাঁদপাড়া, গোপালনগর ; যেখানে যত উদ্বাস্তু কলোনি, সেখানে তাঁর যাতায়াত। দিনে চাল জোগাড়, রাতে মিটিং। আর মাঝরাতে কুপির আলোয় ছেঁড়া কাগজে লিখতেন গান। ভোরে ধরিয়ে দিতেন হরিপদ, সুশীল বা রাধারানীর হাতে। 'সুর দে। বাউলের মতো করে গা। মানুষের বুকের ভেতর ঢোকে যেন।'

মে, ১৯৫৩। জম্মু সীমান্ত ।

ড. শ্যামাপ্রসাদ 'এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান'-এর দাবিতে কাশ্মীর সত্যাগ্রহে রওনা দিলেন। বিনা পারমিটে কাশ্মীরে ঢোকার ডাক এল। মাখনলাল পঞ্চাশজন উদ্বাস্তু যুবক নিয়ে পাঠানকোট থেকে রওনা হলেন। লখনপুর চেকপোস্টে শেখ আবদুল্লার পুলিশ গ্রেফতার করল। তিন মাস জম্মু জেলে কাটিয়ে ফিরলেন। ফিরে এসেই শুনলেন, শ্রীনগরে বন্দি অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ আর নেই।

সেই রাতেই কুপির আলোয় লিখলেন,

'কাশ্মীরের পথে প্রাণ দিল যে শ্যামাপ্রসাদ নাম...'

কার্তিক, ১৯৫৫। দুপুর ১২টা। মতিগঞ্জ।

পুলিশ মিটিং ভাঙতে এল। লাঠি উঁচিয়ে দারোগা বলল, ত্তান বন্ধ। উসকানি চলবে না।দ

কলোনির বুড়ি সারদা দাসী উঠে দাঁড়াল। ছেঁড়া আঁচল সামলে বলল, 'উসকানি? আমরা তো মরাই। এই দাদা গান বেঁধে আমাদের বাঁচা শিখাইছে। মারেন, মেরে ফেলেন। গান থামাব না।'

স্বাধীন ভারতে এ দৃশ্য কেউ ভাবতে পারে? স্বাধীনতা নয়, ভিতরে যেন পরাধীনতার গ্লানি লুকিয়ে আছে।

মাখনলাল একটা কথাও বললেন না। শুধু হরিপদের কাঁধে হাত রাখলেন। হরিপদ আবার ধরল;

'ওপার বাংলা ছাড়ি এলাম...' একশো গলা একসাথে গেয়ে উঠল। দারোগার লাঠি নামল না।

মাখনলাল গীতিকার নন। জনসংঘের সংগঠক কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, পেটের খিদে মিটলেই মনের খিদে মেটে না। শিরদাঁড়া সোজা রাখার মন্ত্র ছিল তাঁর গান।

চৈত্র, ১৯৫৭। ঠাকুরনগর, মতুয়া পাড়া।

মতুয়া-নমঃশূদ্র পাড়ায় গিয়ে লিখলেন ; ত্তহরিচাঁদের নামে জাগো, গুরুচাঁদের পথ ধরো...দত্ত

ঢোল-করতালের সাথে মিশে গেল হিন্দুত্ব আর হরিনামের সুর।

ফাল্গুন, ১৯৬০। দুপুর ৩টা। ঠাকুরনগর মেলা।

শ্যামাপ্রসাদ নেই। মাখনলালও বুড়ো হচ্ছেন। মঞ্চে তখন নতুন ছেলেরা মাইক নিয়ে চিৎকার করছে।

এক কোণে বসে এক বুড়ো বাউল একতারা বাজিয়ে গাইছে;

'কাশ্মীরের পথে প্রাণ দিল যে...দ মাখনলাল চমকে উঠলেন। নিজের লেখা গান। সুর একটু বদলেছে, কথাও একটু এদিক-ওদিক। কিন্তু প্রাণটা একই আছে।বাউল গান শেষে বলল, তএইডা মাখনবাবুর গান। উনি শিখাইছিলেন আমার বাপরে। বাপ মরার আগে কইয়া গেছে ; গানটা বাঁচাইয়া রাখিস। এই গানই আমাগো দলিল।'

মাখনলাল কিছু বললেন না। চাদরে চোখ মুছলেন। স্বরলিপি নেই, ক্যাসেট নেই, বই নেই। তবু গানটা বেঁচে আছে। মানুষের মুখে মুখে, উদ্বাস্তু কলোনির উঠোনে, মতুয়া মেলার ধুলোয়।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ফেরার পথ ধরলেন। পেছনে বাউলের একতারা বাজছে। আর হাওয়ায় ভাসছে তাঁর লেখা প্রথম লাইন ;

'ওপার বাংলা ছাড়ি এলাম, রিক্ত হাতে ভাই...'

৯ই মে, ২০২৬। বিকেল ৪টা ১২ মিনিট। ব্রিগেড গ্রাউন্ড।

প্রধানমন্ত্রী মাইকে ঘোষণা করলেন, 'আজ আমরা যাঁর হাতে সম্মান তুলে দিচ্ছি, তিনি শুধু সংগঠক নন। তিনি সেই কণ্ঠ, যে কণ্ঠ দেশভাগের যন্ত্রণাকে মন্ত্র করেছিল। কাশ্মীর সত্যাগ্রহের বন্দি, শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের প্রথম সৈনিক ; শ্রী মাখনলাল সরকার।'

লক্ষ মানুষের হর্ষধ্বনিতে কেঁপে উঠল ব্রিগেড। ১০৩ বছরের মাখনলাল।মাখনলাল সরকার ইতিহাসের বইয়ে নাম লেখাননি। তাঁর গান দলিলে ছাপা হয়নি। কিন্তু বনগাঁর কলোনিতে, ঠাকুরনগরের মেলায়, একটা গোটা প্রজন্মের বুকের ভেতর তিনি 'মাখনদা' হয়ে বেঁচে ছিলেন।হিন্দু বাঙালিদের পবিত্র ভূমি আজ সনাতনীদের হাতে, যা চিরকাল ড. শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন ছিল। আজ ড. শ্যামাপ্রসাদের একমাত্র জীবিত সহযোগী শতায়ু বৃদ্ধের মুখের হাসি পূর্ণিমার চাঁদের মতো ছড়িয়ে পড়েছে পুলোকিত জোৎস্না হয়ে তিলোত্তমা থেকে রূপসী বাংলার বুকে।কিছু গান কাগজে লেখা হয় না। সময়ের সাথে মনে খাতায় লেখা থাকে। তিনি হচ্ছেন ইতিহাসের ইতিহাস। ইতিহাস কি কখনও তাঁকে ভুলতে পারে? ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, মাখনলাল সরকার এবং তাঁর গান যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে হিন্দু বাঙালিদের যন্ত্রণা নিয়ে, যতদিন এই পবিত্র বঙ্গভূমি বেঁচে থাকবে ।

ধর্ম নিরপেক্ষতা: জিরাফে নয়, স্বপ্ন-শান্তির উড়ানে

সুবীর পাল

ধর্ম নিরপেক্ষতা আসলে কি? ধর্মীয় ভাবাবেগ আশ্রিত সমাজে কিছু পাইয়ে দেবার সোনার পরশ বাটি? না না। তবে, ধর্মীয় মুখোশে রাজনীতির আমি ভালো তুমি খারাপ জেহাদি মুন্সীয়ানা? মোটেও না। তাহলে, আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ তোমার ধর্ম ঘৃণিত ধারনার আস্ফালন জটলা? হলো না।

ধর্ম হল নানান মানবিক পন্থার গর্ভে এক পৃথক অথচ সামগ্রিক সত্ত্বায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি এক গভীর আস্থার বিশ্বাস। যা একান্ত নিজস্ব। যত মত তত পথ। কিন্তু, কিন্তু ওই যে, আল্লাহ্, যীশু, ঈশ্বর, বুদ্ধের বিভূতি--সবই যে একই অমৃতের পূর্ণাঙ্গ নিজস্ব নির্যাস। পরিবেশনে অমৃত পাত্রখানি শুধু আলাদা। প্রতিটি পাত্রের মোরক-প্যাকেজে খোদাই করা থাকে শান্তির জহরত। শিক্ষার স্লোগানও প্যাকেজে যথারীতি উল্লেখ থাকে। নিজের ধর্মের ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাসটুকু কোনদিন হারিও না। অপর ধর্মের মধ্যেও যে শান্তির বীজ লালিত আছে তাকেও লালন করতে শেখ একইসঙ্গে। অন্যথায় ধর্ম শিক্ষা পূর্ণই নিঃস্ফলা।

তবে সাম্প্রতিক বিশ্বে এখন ধর্ম নিরপেক্ষতা হয়ে উঠেছে এক শ্রেণির শুভ্র আঁচল নিবাসী নীলচে বিষাক্ত আঁতেলদের স্ট্যাটাস সিগনেচার। তাঁদের কাছে ধর্ম নিরপেক্ষতার মেকি প্রয়োগ হলো জিরাফ নিয়ে সুবিধা মাফিক লুকোচুরি খেলা মাত্র।

এই সুবিধাবাদী শীতঘুমে বিভোর আঁতেলদের শুধু একটাই ভাবনা, ধর্ম নিরপেক্ষতা যদি জিরাফ হতো!

তাঁদের চেতনায় ধর্ম নিরপেক্ষতা? উঁহু! কোনও মহারানি তো এটা দেননি। আফ্রিকা থেকে সিপলিফটেড আমাদের জন্য পাঠানো তোফা আর যাই হোক ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়। অথচ যুগ যুগ ধরে দেশের মাটি এই ধর্ম নিরপেক্ষতা ধারণ করেছে, পোষণ করেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে যতই ধর্মীয় ফতোয়া আসুক, অন্তত রাতে যদি সবাই লুকিয়ে চুরিয়েও এই ধর্ম নিরপেক্ষতার জিরাফকে দেখতাম, কেমন হতো?

পদাতিক কবির কাব্য নিয়ে বোধহয় আমাদের জীবন চলে না। জীবন চলে অন্য খাতে। তাই আমরা ধর্মেও নেই, জিরাফেও নেই। আবার সুযোগ বুঝে ঝুলি থেকে স্বার্থ বের করার মতো ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি।

য ধৃতি স ধর্ম। আজকে ধর্ম ধারণ করে বসে আছে সাম্রাজ্যবাদকে। হয় তুমি আমার ধর্মের, না হলে তুমি বিধর্মী, আমার শত্রু। প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্মাচারীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দর সেই ক্ষ্মইউনিভার্সাল একসেপ্টট্যান্স, টলারেন্সক্ষ্ম চেতনা বোধ আজ দৃশ্যতই কর্পূরের ন্যায় ফিনিক্স পাখি। কারও বেশি, কারও কম, বা কারও সেটা আছে অনু সুক্ষ্ম মাত্রায়, এইটুকুই তফাৎ বা মিল। অন্যকে অস্বীকার করার এতো তীব্রতা, মনুষ্য মাত্রই সম্ভব। যাক, এগুলো আমাদের সবার জানা।

আমার যেটা জানি, কিন্তু বুঝি না বা বুঝি কিন্তু জানতে চাই না কিম্বা বুঝতে চাই না- সেটা বলা যাক।

যে কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল আছে তুলনামূলক কম বা বেশি বা আদৌ নেই, তারা ভাঙচুর, লুঠপাট ও খুন জখমে বিশ্বাসী। তারা নিজেদের মধ্যে বা অন্যের মধ্যে সেগুলোতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে বীরত্ব প্রকাশ করে। আরেকদল আছে, তারা দুরে থেকে কুযুক্তি বা অযৌক্তিক যুক্তি দেখিয়ে সেই অপরাধ গুলোকে আড়াল করার চেষ্টা করে। সেটা কিভাবে করে?

১) ভিকটিম কার্ড। ২) বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে। ৩) সম্প্রদায় আইডেন্টিটি ঢেকে বলে, ধর্ম বলবেন না, বলুন মানুষ করেছে। ৪) ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে। ৫) অন্য রাজ্যের, অন্য দেশের সুদূর অতীতের কোনও ঘটনা উদ্ধৃত করে সাম্প্রতিক অন্যায়কে জাস্টিফাই করে। ৬) সবই গুজব মিথ্যা বলে ধামাচাপা দিয়ে। ৭) বিভিন্ন ন্যারেটিভ তৈরি করে। সেটা তাদের সম্প্রদায় কতো ভালো তার দূর দূর ঘটনা দেখিয়ে। বা ফলস ন্যারেটিভ বানিয়ে অপপ্রচার করে। একটা ভালো ঘটনা দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভে কোনও মুনাফা হলে কারও আপত্তি নেই। কিন্তু যখন যে রোগ তার উপসর্গ অবজ্ঞা করে, কোন সময় তার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল বা অন্য কোথাও কোনও ব্যক্তি সুস্থ আছে সেই আলোচনায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নিরাময় হতে পারে না। অর্থাৎ যে রোগ ধরা পড়েছে, সেটা রোগ। তার নিরাময়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ধর্মকে ভিত্তি করে কোনও সম্প্রদায় একজোট হলে, স্বাধিকার। আর অন্য কোনও সম্প্রদায় একজোট হলে সাম্প্রদায়িক, এটা বেশি দিন চলতে দিয়ে দেখুন, আখেরে কী লাভ হয়? ৮) সম্প্রদায় ভিত্তিক ন্যারেটিভে সফট টার্গেট কারা? উত্তর একটাই। যারা ঐক্যবদ্ধ নয়। এখন প্রশ্ন, ঐক্যবদ্ধ না হতে দেওয়া কাদের কৌশল?

ক) ধর্মভিত্তিক রাজনীতি-১) একটি ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল যারা হিন্দুধর্ম, তার রীতিনীতির সমালোচক। সেক্ষেত্রে ধর্ম ক্ষ্মআফিমক্ষ্ম মতের তারা প্রবর্তক। তারা হিন্দু ধর্মে কুসংস্কার খোঁজে। আবার ইসলাম, খ্রিষ্টান সহ অন্যান্য ধর্মে তাদের অবাধ প্রেম। ২) অন্য আরেকটি ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল দেখায় তারা হিন্দু ধর্ম প্রেমী। তবে সেটা সেই রাজনৈতিক দল দ্বারা স্বীকৃত বা পালিত হতে হবে। বাদ বাকি সাম্প্রদায়িক ও দাঙ্গাবাজ। সেই দল রাম নবমীতে মুসলিমদের দিয়ে হিন্দুদের পানীয় খাওয়াবে। মিডিয়া ইনভাই করে পোজ দিয়ে খিচিক খিচিক ফটো সেশন হবে। ক্যাপশন থাকবে- ক্ষ্মভালো মুসলিম হিন্দুদের ঘৃণা করে না। ভালো হিন্দু মুসলিমদের ঘৃণা করে না।ক্ষ্ম অর্থাৎ যেটুকু হয় ব্যতিক্রম। না হলে আরও বেশি হতো। থাকতে পারতো না। ইত্যাদি। কেউ বলবে, শিক্ষা নেই, বেকারত্ব তাই এসব হচ্ছে। অর্থাৎ বেকারত্বের জন্য হিন্দুরাই দায়ী? হিন্দু দেবদেবী দায়ী? তাহলে বেকারত্বের কথা আসছে কেন? স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি এই ধার্তরাষ্ট প্রেম যত দেখা যাবে, তত প্রশস্ত হবে ধর্মের বিস্তৃতি। ৩) আরেক আপাত নির্দল দেখাবে তারা অরাজনৈতিক। তারা বলবেন, একসঙ্গে বড়ো হলাম, কোনও দিন হিন্দু বা মুসলিম কি জানলাম না। এখন জানছি। হিন্দু মুসলিম করবেন না। বলুন মানুষ। বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দুরা সব কিছু ছেড়ে প্রাণটুকু নিয়ে আসতে পেরেছিল, তাদের দুই একজনকে বলতে শুনেছি, 'পরিচিতরা রাতে চুরি করতে এসেছে। বাড়ির সবাইকে সাবধান করে বলেছি, 'মানুষ' এসেছে রে। সাবধানে থাকিস। সাহস করে চোর বলতে পারিনি। তাহলে দল বেঁধে এসে চোর বলার অপরাধে সব লুঠ করে নিয়ে যাবে।' এদেরই কেউ ন্যাকা অ্যাপ্রোচ দেখিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের জিগিরে আজ ইলিশের সইতুতো সম্পর্কে বলবে, 'সব মানুষ সমান না। আমি ধর্ম মানি না।' নিজের টাকে মানি না বলা সহজ। অন্যের টাকে সমীহ না করলে কল্লা যাবে যে। ৪) আরেক আপাত উদারনৈতিক বলবে, আমি নামাজ পড়ি না। সব হিন্দুদের অনুষ্ঠানে যায়। তারা কিন্তু অনেকটা এক রাজনৈতিক দলের মতো। সারা বছর নিন্দা করবে। কিন্তু আইন পাশের সময় ভোটাভুটিতে জয়েন না করে, তাদেরই পাশ করিয়ে দেবে। কিছু ভালো মানুষ দেখবে এই উগ্র লোক আমাদের সম্প্রদায়ের তো ক্ষতি করছে না। যাগগে এসব ভেবে লাভ নেই। তারপর? যেখানে হিন্দু নেই! তারা খুব সুখে আছে তো? সুখে থাকতে পারলেই ভালো। ৫) আরেক দল আছে যাদের বদনাম, হিন্দুত্বের ঠিকাদার বলে। যখন পুলিশ কিছুই করতে পারলো না। রতনপুরে মা শীতলার মুর্তি ভাঙলো, বাড়ি ঘর পুড়লো, দোকান লুঠ হলো, হিন্দুদের ঘর ছেড়ে পালাতে হলো, দুই মূর্তির কারিগর হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে কুপিয়ে খুন করা হলো, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের হিরন্ময় নীরবতার মধ্যে, তখন সেই ধর্মের ঠিকাদার দলের কয়েকজন আদালতে গিয়ে সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয়মেন্ট অর্ডার নিয়ে এলো। না হলে হয়তো এই ওয়াকফ কাণ্ডে আরও হিন্দুদের বেঘোরে প্রাণ যেত। বলুন তো ওয়াকফ বিলের সঙ্গে দূর দূর পর্যন্ত এই অনভিপ্রেত ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে? যদি কোনও 'জিরাফ' আমাকে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক দেখাতে পারে, আমি তাকে সালাম জানাবো। বিশ্বাস করতে হবে বেকারত্বর জ্বালায় এসব করতে হয়েছে? ভাতের জন্য এসব করেছে? কই টার্গেট তো ভুল হয়নি। টার্গেট ভুল হয়নি পাকিস্তান আদায়ে, কাশ্মীর দখলে টার্গেট ভুল হয়নি। বাংলাদেশে যেমন টার্গেট ভুল হয় না। পহেলগাঁওতে পর্যটককে গুলি মারতে টার্গেট একটুও ভুল হলো না। মালদা, মুর্শিদাবাদেও তো টার্গেট অভ্রান্ত ছিল খেদাতে। ভবিষ্যতে প্যালেস্টাইনে ইজরাইল আক্রমণ করলে এখানে হিন্দুদের ভুগতে হবে না, এমন আশঙ্কা অনেকের দুরাশা হলেই মঙ্গল। ছেচল্লিশে দাঙ্গার সময় বলা হয়েছিল, এখানকার বাঙালি মুসলিমের দোষ ছিল না, পশ্চিমা মুসলিমরা উস্কে ছিল। উস্কালে, নিজের ঘরে তো কেউ আগুন দেবে না। ওয়াকফ বিল তো বাহানা হয়ে গেল। কারণ সারা দেশে তো কিছু বোঝাই গেল না। শুধু সদা সচেতন বাংলাশ্রী ছাড়া। তাই না? ছেচল্লিশের ফিতে কাটা একই বৃন্তের দুটো কুসুমের বিনা প্ররোচনায় অনুসারী দাঙ্গা থুড়ি গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব অনেক অনেক তো দেখে আসছি সেই বহমান ট্র্যাডিশনে। লাল কাল থেকে সবুজ যুগের উত্তরণে। ইংরেজির এই পঁচিশ সালেও তার যবনিকা পড়লো কই?

আসলে দুখু মিঞার একটা আক্ষেপ এখানে বেশ মানানসই। কি সেটা? আসলে অযাচিত দুরভিসন্ধি ঝঞ্ঝাটওয়ালা পাগরী- মুন্ডনমস্তক- দাঁড়ি- টিকির আইডেন্টিফিকেশনের রাফ এন্ড টাফ হ্যান্ডেলিং নিয়েই যত সমস্যা। সেখানেই যত উন্মাদের অনৈতিক নিজস্বপনা। ধর্মের অমৃতকলস কখন যেন মাঝেমধ্যে পথে গড়াগড়ি খায় পাগলা উদাসীনতায়। প্রাধান্য পেয়ে যায় ধর্মের মুখোশের গভীর অবয়বে স্বার্থসিদ্ধির নগ্ন মাদারি খেলা।

ফারাকটা এখানেই। আসলে কখনও কখনও পার্থিব নেতিবাচক আবহে ধর্মকে রাখার চেষ্টা করা হয় ছাইয়ের গাদায়। তখনই প্রতিটি ধর্মের নিরপেক্ষতাকে ধর্ষণ করা হয়ে যায় বারংবার স্বঘোষিত অতিবোদ্ধার অমানবিক কায়েমী চিন্তনে। পরিকল্পিত সেই চিন্তন ক্ষণিক হয়তো উদ্বেল করে গোটা সমাজকে। তবু সকল ধর্মের শান্তি ও নিরপেক্ষতা চিরকালের সত্য এবং একক, অদ্বিতীয়মঃ। অধর্মের অবাঞ্ছিত মিথ্যা বহুলপন্থী ছাই দিয়ে কি ধর্মের প্রাকৃতিক অমৃত আগুন চাপা দেওয়া যায় চিরকাল? কখনই নয়। সেই ধর্মীয় উজ্জ্বল আগুনের পরশমনি তাই যে যুগে যুগে প্রজন্মে প্রজন্মে মানুষে মানুষে হৃদয়ে হৃদয়ে এক পরম শাশ্বত সাঝঁবাতি-রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আসলে ধর্ম ও তার নিরপেক্ষতা হল সেই মিশ্র মানবতার একক অফুরাণ আকাশ যেখানে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই মানুষকে আমন্ত্রণ জানায় এক স্বপ্নময় শান্তি উড়ানের অপেক্ষায়। জেহাদির পরিপূর্ণ উপেক্ষায়।

গোপীবল্লভপুরে হাসপাতালের সামনে দিবালোকে চলল গুলি

গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম এক কৃষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরে ফের দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিনের ব্যস্ত সময়ে হাসপাতালের সামনে প্রকাশ্যে গুলি চালানোর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। শুক্রবার দুপুরে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল রোডে দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হন আকুল সেনাপতি (৪৭) নামে এক ব্যক্তি। তিনি পেশায় কৃষক বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন স্ত্রী সাবিত্রী খামরি সেনাপতিকে আনতে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে যাচ্ছিলেন আকুলবাবু। তাঁর স্ত্রী আশাকর্মী হিসেবে কর্মরত। অভিযোগ, সেই খবর আগে থেকেই জানত আততায়ীরা। হাসপাতালের সামনে বাইক নিয়ে ওত পেতেছিল দুই দুষ্কৃতী। অভিযোগ, আকুল সেনাপতি হাসপাতালের সামনে পৌঁছতেই আচমকা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিটি তাঁর বুকের ডান দিকের বগলের কাছে লাগে বলে জানা গিয়েছে। গুলির শব্দে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বর ও আশপাশের এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

ঘটনার খবর পেয়ে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ এবং ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পুরনো শত্রুতার জেরেই এই হামলা হয়ে থাকতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

দিনদুপুরে হাসপাতালের মতো ব্যস্ত এলাকায় প্রকাশ্যে গুলিচালনার ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি।

ধৃত তৃণমূল নেতার জমিতে উদ্ধার একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র-সহ কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ ধৃত তৃণমূল নেতার জমি থেকে এবার উদ্ধার একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র-সহ কার্তুজ। তোলাবাজি ব্যবসায়ীদের হুমকি মারধরের অভিযোগ-সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল নেতা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা এবং তার ভাই সুজিত সাহাকে কয়েকদিন আগে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারা বর্তমানে পুলিশ হেপাজতে রয়েছে। এবার সুজিত সাহার জমিতে লুকানো অস্ত্রের সন্ধান পেল পুলিশ। উদ্ধার তিনটি দোনালা বন্দুক-সহ বেশ কিছু কার্তুজ। মছলন্দপুরের শক্তিনগর এলাকা থেকে গোবরডাঙা থানার পুলিশ শুক্রবার বিকেলে তাদের নিয়ে এসে ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র উদ্ধার করে। প্রসঙ্গত, জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ এই তৃণমূল নেতা অজিত সাহা এবং তার ভাই সুজিত সাহাকে গ্রেপ্তারের দিন তাদের বাড়ি থেকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুন-সহ প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়। বারাসাত জেলা আদালতের বিচারকের নির্দেশে সাত দিনের পুলিশ হেপাজত রয়েছে এই দুই তৃণমূল নেতার। তবে এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হলেও, দুই তৃণমূল নেতার গ্রেপ্তারিতে তারা যথেষ্ট খুশি। তারা চাইছেন আইনগতভাবে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হোক। কারণ এই দুই তৃণমূল নেতার জন্য এলাকায় ভয়তে এক সময় কেউ মুখ খুলতে পারত না দাপট এতটাই ছিল একের পর এক জমি লুট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল দুই ভাই। ইতিমধ্যেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ওই দুই নেতাকে। সমস্ত বিষয় তদন্ত করে দেখছে গোবরডাঙা থানার পুলিশ। এদিন ধৃত দুই তৃণমূল নেতাকে নিয়ে আসার সময় রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণের কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়, যাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়।

দুর্গাপুরে শুরু ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র ফর্ম ফিলাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে শুরু হল ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র ফর্ম ফিলাপ, ৯০ দিনের এই প্রকল্পে সামিল হবেন সব শ্রেণির মানুষ। সিটি সেন্টারে এডিডিএ দপ্তরের সামনে থেকে এই ফর্ম বিতরণ শুরু হল। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই। দুর্গাপুর শহরের নানা কেন্দ্রে আগামীতে এই ফর্ম ফিলাপ চলবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর ঘোষণার পর, দুর্গাপুর জুড়েই শুরু হয়ে গেছে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র ফর্ম ফিলাপের কাজ। লক্ষ্মণ ঘোড়ুই জানান, ‘এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, এলাকার কোনও দরিদ্র মানুষ যেন এই সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের জন্য মোট ৯০ দিনের সময়সীমা ধার্য করেছেন, যাতে প্রতিটি মানুষ ফর্ম তোলা ও তা জমা দেওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ পান। দুর্গাপুরে বর্তমানে ৫টি বোরো এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে। আমরা আবেদন জানিয়েছি যেন দুর্গাপুরের ৪৩টি ওয়ার্ডেই এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। বোরো অফিসগুলোর পাশাপাশি ওয়ার্ড অফিসগুলিতেও সাধারণ মানুষ এই সুবিধা পাবেন।’

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
অ্যাটর্নি প্রত্যাহারের নোটিশ
সংশ্লিষ্টের প্রতি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি, অঙ্কুর শর্মা **জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড (CIN: L70101WB1989PLC047402)** কোম্পানির সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক হিসেবে নিয়োজিত এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কোম্পানির অ্যাটর্নি হিসেব কাজ করছেন না :

১. শ্রী অরুণ কুমার দোকানিয়া
২. শ্রী শান্তি লাল চোরারিয়া
৩. শ্রী মহেশ কুমার লাথ
৪. শ্রী মনীশ তাঁতিয়া ওরফে মনীশ কুমার তাঁতিয়া।

আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট উক্তনাম্নী অ্যাটর্নিগণের কর্তৃত্ব, স্বাক্ষর বা কোম্পানির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার সকল অধিকার খারিজ এবং বাতিল করা হয়েছে, কারণ তাঁরা কোম্পানির সঙ্গে আর যুক্ত নন।
কোনও ব্যক্তির, কর্তৃপক্ষের বা পক্ষ সংশ্লিষ্ট অ্যাটর্নিগণের কোম্পানি বিষয়ক কোনও লেনদেন তাদের নিজস্ব দায়িত্ব এবং ঝুঁকিতে সম্পাদন করবেন।
কোম্পানি উক্ত ব্যক্তিবর্গের পদাধিকার খারিজের পরবর্তীতে কোনওভাবেই কোনও কাজ, দলিল, বিষয়, বা চুক্তি সম্পাদন বা উক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে কোনও কাজ এর জন্য দায়ী হবে না।

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেডের পক্ষে
অঙ্কুর শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক
এম নং এ৩১৮৩৩
তারিখ : ২৯ মে ২০২৯
স্থান : কলকাতা

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
অ্যাটর্নি প্রত্যাহারের নোটিশ
সংশ্লিষ্টের প্রতি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি, সোনাম লাখোটিয়া **জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড (CIN: L20103WB1980PLC032872)** কোম্পানির সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক হিসেবে নিয়োজিত এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কোম্পানির অ্যাটর্নি হিসেব কাজ করছেন না :

১. শ্রী সুব্রত রায়
২. শ্রী অরুণ কুমার দোকানিয়া
৩. শ্রী শান্তি লাল চোরারিয়া
৪. শ্রী বিক্রম চোরারিয়া
৫. শ্রী মহেশ কুমার লাথ
৬. শ্রী মনীশ তাঁতিয়া ওরফে মনীশ কুমার তাঁতিয়া।

আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট উক্তনাম্নী অ্যাটর্নিগণের কর্তৃত্ব, স্বাক্ষর বা কোম্পানির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার সকল অধিকার খারিজ এবং বাতিল করা হয়েছে, কারণ তাঁরা কোম্পানির সঙ্গে আর যুক্ত নন।
কোনও ব্যক্তির, কর্তৃপক্ষের বা পক্ষ সংশ্লিষ্ট অ্যাটর্নিগণের কোম্পানি বিষয়ক কোনও লেনদেন তাদের নিজস্ব দায়িত্ব এবং ঝুঁকিতে সম্পাদন করবেন।
কোম্পানি উক্ত ব্যক্তিবর্গের পদাধিকার খারিজের পরবর্তীতে কোনওভাবেই কোনও কাজ, দলিল, বিষয়, বা চুক্তি সম্পাদন বা উক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে কোনও কাজ এর জন্য দায়ী হবে না।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেডের পক্ষে
সোনম লাখোটিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক
এম নং এ৪১৩৫৮
তারিখ : ২৯ মে ২০২৯
স্থান : কলকাতা

বিজেপির খেলা শুরু বীরভূমে

২০২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা, কর্মী

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● সিউড়ি

খেলা শুরু বীরভূমে। খেলা হচ্ছে বিজেপি ও তৃণমূলের। দর্শক আমজনতা। আম্পায়ারের ভূমিকায় সাধারণ প্রশাসন। ব্যাট করছেন পুলিশ। এমন আলোচনা সিউড়ির পুরনো চায়ের দোকানে। শুক্রবার প্রবল বৃষ্টিতে নিজেকে বাঁচাতে চায়ের দোকানে ঢুকেছিলাম সেখানেই সব বয়সি ‘চা খোর’রা ছিলেন। বৃষ্টিভেজা দুপুরে চায়ের কাপে চুমুক দিতেই রাজনৈতিক তরজা তখন মধ্য গগনে। শুনলাম রাজনৈতিক পালাবদল হতেই কেউ কেউ জামা চেঞ্জ করে দল বদলু হয়ে গেছে, তারই মাঝে একজন বলে উঠলেন, ‘কাগজে বেরিয়েছে এরাও নাকি ব্যবসায়ীদের ফোন করে টাকা চাওয়া শুরু করেছে!’ সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন প্রশ্ন করে উঠলেন, ‘তাহলে পরিবর্তনটা হলো কিসের?’ সিগারেট ধরিয়ে একজন উত্তরটা দিতে যাবেন এমন সময় অতি বামপন্থী এক দাদা বলে উঠলেন, ‘পাঁচ বছরও টিকবে না, বামই ভরসা। বাম আমলে শিল্প হয়েছে, কিছু মানুষের চাকরি হয়েছে।’ ‘কেন তৃণমূল আমলে এত সিভিকের চাকরি হলো, কিছু ক্ষেত্রে টাকা দিয়েও, কিছু মানুষ তো স্কুল শিক্ষকের চাকরি পেয়েছে, পুলিশের নিয়োগও তো ভালই হয়েছে?’ এগুলোকে ‘কাজ’ বলে চা শেষ করে কাপটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে সদ্য বিজেপিকে ভোট দেওয়া তরুণ ছোকড়া বলে উঠল, ‘কাকু কাজ তো হচ্ছে দেখছেন না? এই ক’দিনেই জেলার কতজনকে ধরল পুলিশ, রেখেছেন কোনও খোঁজ? ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসায় ও বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে, সেই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে পুলিশ। সাঁইথিয়া থেকে গ্রেপ্তার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলরের স্বামী বাপ্পাদিত্য দাস। তারপরেই সাঁইথিয়া থেকে গ্রেপ্তার মুন্নাও। বিজেপি করার অপরাধে চিনপাই গ্রামে এক কর্মী সমর্থকের বাড়ি ও গাড়ি ভাঙচুর, পার্টি অফিস ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ এর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মিলন বাগদি। বিজেপি কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সদাইপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। কয়েক বছর আগে মহম্মদবাজারে একটি খুনের ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে সিউড়ি থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন মহম্মদবাজার ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি কালীপ্রসাদ ব্যানার্জি, অন্যদিকে একুশে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় মহম্মদবাজার ১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি তাপস সিনহাকে গ্রেপ্তার করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় নানুরের জাহানাবাদ থেকে গ্রেপ্তার পিন্টু শেখ ও রাজু শেখও। অবৈধ পাথর ক্রাশার চালানোর জন্য ইতিমধ্যেই মহম্মদবাজার ব্লক প্রশাসন চারজনের নামে এফআইআর দায়ের করেছে। পারুইয়ে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন সদাই শেখ নামে তৃণমূল নেতা। সিউড়ি দু’নম্বর ব্লকের নুরুল- অশ্বিনী ‘ফেরার’। সিউড়ি শহরের অনেক কাউন্সিলরকে রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না, অনেকের নামে থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। বোলপুর থানায় কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মামন সেখের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গতকাল দুবরাজপুরে আবাস যোজনায় কাটমানি খাওয়ার অপরাধে ‘চটি’ পেটা হয়েছে তৃণমূল নেতা! দেখুন না আরো কত কি হবে?’ এক নিঃশ্বাসে গত কয়েকদিনে তৃণমূলের ছোট, বড়, মাঝারি নেতাদের বাস্তব চিত্র শুনে কপালে ভাঁজ এসে গেল চা খেতে আসা ‘বৃদ্ধে’র। ডেউচা পাঁচামি কয়লা শিল্পের জন্য কিছু হবে না প্রশ্ন করলেন এক মাঝ বয়সী? কয়লা প্রকল্পের মত তার কথাটাও আর ‘ধোঁয়াশা’ই রইল, কেউ গুরুত্বই দিলেন না। এমন সময় চায়ের দোকানের মালিক বলে উঠলেন, ‘সবই তো হচ্ছে কিন্তু ১ জুন থেকে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার দেওয়া হবে কি করে? সব সামলে ১২ পাতার ফর্ম ফিলাপ করতেই তো বিরক্তি এসে যাবে!’ ‘তুমি থামত, আগে একটা বিস্কুট দাও, আর চা-টা গরম করো’, অর্ডার দিয়েই প্রাক্তন সৈনিক বলে উঠলেন, ‘তোমরা দেখো বীরভূমে একদিনেই শুধুমাত্র পাথর থেকেই সরকারি কোষাগারে জমা পরল প্রায় তিন কোটি টাকা! অথচ সরকারি কোষাগারে প্রথমে পড়তো মাত্র ১৯ লক্ষ, পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০ লক্ষ। বালি পাথর থেকে তাহলে কত আয় হতো ভাবতে পারছ? অথচ সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই ভাবা হয়নি! আমাদের এখান থেকেই যাওয়া পাথর বালি, আমরা বেশি দামে কিনেছি। আর তৃণমূলের প্রথম সারির নেতাদের টাকা দিয়ে কয়েকজন কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে, অথচ আমাদের সদর শহর সিউড়িতে আমাদের বয়স্কদের বসার জায়গা নেই, খেলোয়াড়দের জন্য কোনও মাঠ নেই, শহরের সাধারণ পথচারীদের জন্য ফুটপাত নেই, সংস্কৃতি কর্মীদের জন্য বিনা পয়সার কোন ভবন নেই, টয়লেট করার জন্য সিউড়ি শহরে প্রতিটি ওয়ার্ডে বাথরুম নেই। এখন যদি সরকারি কোষাগারে সব টাকা ঠিক মতন পৌঁছায় তাহলে কিছুতো একটা হবেই।’ ‘দাদা হলেই ভালো। শুনছি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ‘না খায়েঙ্গে না, খানে দুঙ্গা’ সবাই এটাই মেনে চললে বিজেপি সংকল্পপত্রে যা যা বলেছে তাহলে সেগুলো নিশ্চয়ই হবে। সব তো বললেন খেয়াল করেছেন দিন দিন এলাকা বাড়ছে গাড়ি, বাড়ছে দুর্ঘটনা, পথচারীদের জন্য ফুটপাত নেই, থানা বাড়লেও থানাগুলোতে সরকারি গাড়ির সংখ্যা বাড়েনি, হাসপাতালগুলোতে পরিকাঠামো থাকলেও পর্যাপ্ত ডাক্তার নেই, বিদ্যালয়গুলিতে অধিকাংশ স্কুলে ছাত্র নেই, কোন স্কুলে আবার টিচার কম। সরকারের কাজ অনেক খরচাও অনেক। ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠন হয়েছে ঠিকই, সামনে বর্ষা আসছে, আমাদের জেলার নদীগুলোর যা অবস্থা, ব্রিজগুলোর যা চেহারা আটাত্তর ফিরে এলে কি যে হবে কে জানে!’ আমি হাঁ করে সব শুনছি দেখে কলপ করা কাকু বলে উঠলেন, ‘কি সাংবাদিক তুমি কিছু বলো।’ আমি বললাম, ‘আমি? আমি আর কি বলবো!! এখন পাঁচ বছর অপেক্ষা করে দেখতে হবে সকলকে, দেখুন না আগে কি হয়?’

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

অ্যাগ্রো ক্রেস্ট ফার্ম লিমিটেড, (“কোম্পানি”) (CIN: U01463WB2025PLC282284)
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৫৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, চৌধুরি পাড়া, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ৭০০১২০ সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ১৮ মে ২০২৬ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি, **অ্যাগ্রো ক্রেস্ট ফার্ম লিমিটেড** আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থান কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং IIIএফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া - III, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, ৭ম তল, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
১৫৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, চৌধুরি পাড়া, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ৭০০১২০

অ্যাগ্রো ক্রেস্ট ফার্ম লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তপব্রত মুখার্জি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন-০১৮০৭৪৫৩
তারিখ : ৩০.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস : “ঝিল মিল”, সেক্টর ৪, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬
টেলিফোন (০৩৩)-৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ইমেল : niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : কোম্পানিতে থাকা যে সকল ইক্যুইটি শেয়ারের লভ্যাংশ বিগত সাত বা তার অধিক বছর ধরে অপ্রদেয়/দাবিহীন রয়েছে, সেগুলি ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর করতে হবে।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক বিজ্ঞাপিত, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২৪(৬)-এর বিধানাবলী এবং বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা, হস্তান্তর এবং ফেরত) বিধিমালা, ২০১৬ (“আইইপিএফ বিধিমালা”) ও তার পরবর্তী সংশোধনী অনুসারে, কোম্পানির যে সকল ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে বিগত সাত বা ততধিক ধারাবাহিক বছর ধরে লভ্যাংশ অপ্রদেয়/অদাবিকৃত রয়েছে, সেগুলি ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (“কর্তৃপক্ষ”)-এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করা হবে।
কোম্পানির যে সকল শেয়ারহোল্ডার টানা ৭ বছর বা তার বেশি সময় ধরে অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষ (প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ) থেকে ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষ পর্যন্ত তাদের লভ্যাংশ গ্রহণ করেননি, তাদেরকে উল্লিখিত আইইপিএফ নিয়ম অনুযায়ী তাদের লভ্যাংশ দাবি করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য আবেদনকারীদেরকে তাদের শারীরিক স্বাক্ষরসহ একটি লিখিত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে, যেখানে ফোলিও নম্বর(গুলি) বা ডিপি এবং ক্লায়েন্ট আইডি(গুলি) উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রটি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট মেসার্স আরএন্ডডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে প্যান কার্ড, বর্তমান ঠিকানার প্রমাণপত্র, আধার কার্ড এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের একটি বাতিল চেক পাতার স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পৃথকভাবে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই সংক্রান্ত শেয়ারহোল্ডারদের একটি তালিকা এবং তাদের দাবিহীন/অপ্রদেয় লভ্যাংশের প্রাসঙ্গিক বিবরণ, কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ার ইত্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.niccoparks.com-এ পাওয়া যাবে।
যদি আইইপিএফ বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বা তার আগে লভ্যাংশের জন্য বৈধ দাবি না পাওয়া যায়, তবে কোম্পানি কোনো প্রকার অতিরিক্ত বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই উক্ত ইক্যুইটি শেয়ারগুলি কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা নেবে। এই ধরনের ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তরের পর শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে লভ্যাংশের পরিমাণ এবং ইক্যুইটি শেয়ার দাবি করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উপরে উল্লিখিত কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখুন।
কোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির শেয়ার বিভাগে (০৩৩)-৬৫২১ ৫৫১৮/০৪ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা এর নিবন্ধিত অফিসে ankit@niccoparks.com/ raja.m@niccoparks.com ঠিকানায় ই-মেইল করতে পারেন, অথবা রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট, মেসার্স আরএন্ডডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট- নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড, ১৫/সি নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড), কলকাতা- ৭০০০২৬, ফোন নম্বর-(০৩৩) ২৪১৯২৬৪১, ইমেল: info@rdinfotech.net ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।
অতএব, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, যদি কোনো লভ্যাংশ দাবি করা না হয়ে থাকে, তবে তা যত দ্রুত সম্ভব কোম্পানির কাছ থেকে দাবি করে নিন।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কিত কুমার ভরদ্বাজ
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ মে, ২০২৬

মহর্ষি কমার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস : ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
CIN : U74140WB1983PLC223632
ফোন : ০১১- ৪১৫০১৯৯৫, ইমেল : finance@vpgrp.in

অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) আগামী ২৪ জুন, ২০২৬, বুধবার, সকাল ১১ ঘটিকায় ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারার বিধানাবলী, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নং বিধি এবং সংশোধিত এসএস-২ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীতব্য প্রস্তাবসমূহের উপর ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে এবং সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন (রিমোট ই-ভোটিং)।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত যোগাযোগ, যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইউজার-আইডি ও পাসওয়ার্ড এবং সভার নোটিশের একটি অনুলিপি রয়েছে, তা অনুমোদিত পদ্ধতিতে সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই যোগাযোগ এবং সভার নোটিশ, ব্যাখ্যাসহ, সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।
কোম্পানিটি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (‘সিডিএসএল’)-কে অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধাটি ২১ জুন, ২০২৬ সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং ২৩ জুন, ২০২৬ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পর দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর অনুমতি দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর সুবিধা এবং সভায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন, যার নাম নির্ধারিত শেষ তারিখ অর্থাৎ ১৭ জুন, ২০২৬ অনুযায়ী সদস্য/প্রকৃত মালিকদের রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত থাকবে। যেসব বিনিয়োগকারী বিজ্ঞপ্তি / ইমেল প্রেরণের পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং নির্ধারিত শেষ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করেছেন, তাঁদের ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাঁদের ফোলিও নম্বর/ডিপি-আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে কোম্পানির ঠিকানায় (১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ) অথবা finance@vpgrp.in-এ, অথবা রেজিস্ট্রার অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ ও ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭ (ইমেল আইডি nichetechpl@nichetechpl.com) (ফোন নম্বর ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬/১৭/১৮, ফ্যাক্স ২২৮০-৬৬১৯)-এ লিখিত / ইমেল যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি কোনো সদস্য ই-ভোটিং-এর জন্য সিডিএসএল-এর কাছে আগে থেকেই নিবন্ধিত থাকেন, তবে তিনি ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
সভায় ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও উপলব্ধ থাকবে এবং সভায় উপস্থিত যে সকল সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
কোম্পানি, ইলেকট্রনিক ভোটিং এবং ইলেকট্রনিক পোলিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করার জন্য, কোম্পানি সচিব জেভিএস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-কে একজন নিরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্য/বেনিফিশিয়াল ওনারগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন
রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ ও ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭। ই-মেইল nichetechpl@nichetechpl.com, যোগাযোগ নং ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬/১৭/১৮, ফ্যাক্স ২২৮০-৬৬১৯।

বোর্ডের আদেশক্রমে
মহর্ষি কমার্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বদ্রি প্রসাদ সোনথালিয়া
(ডিরেক্টর)
ডিন : ০১৮৬৫৮৯০
তারিখ : ২৯.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭,
ফোন নং : ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৬১৩ মোবাইল নং - ৭৯৮০৯২০২৫৩/৯৩০৪১৮৩১৮৪
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
আইডিবিআই ব্যাংক লি., -এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিতব্য আইনের ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উল্লিখিত তারিখে হিসাবগুলোর বিপরীতে একটি দাবি নোটিশ জারি করেন। ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষত এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধির সাথে পঠিতব্য আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরবর্তীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, তার উপর খরচ এবং আইডিবিআই ব্যাংক লি., চার্জ হিসেবে প্রযোজ্য হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত বিষয়ে, ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ দৃষ্টি ২০০২ সালের আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	ঋণগ্রহীতা : শ্রীগুরু মেডিক্যাল হল, অংশীদার -১- শ্রী বিপুল চন্দ্র দাস, অংশীদার-২-শ্রীমতি মুনমুন দাস জামিনদাতা ১- শ্রী বিশ্বেশ্বর দাস, জামিনদাতা-২- শ্রী প্রবীর কুমার দাস	১. ২৬.০২.২০২৫ ২. ২৫.০৫.২০২৬ ৩. ২১,০৩,৫৭১.০৫ টাকা (একুশ লাখ তিন হাজার পাঁচশ একাত্তর টাকা এবং পাঁচ পয়সা) ০৬.০৫.২০২৬ অনুযায়ী	১. বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল দ্বারা নং ৬৯০১ তারিখ ২৪.১২.২০০১ এবং স্বত্ব দলিল নং ৩০১০ তারিখ ২৪.০৪.২০১৪, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা কর্তৃক সম্পাদিত স্থাবর সম্পত্তি বাণিজ্যিক মেডিসিন শপ, একতলায় পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৮.৮০ বর্গফুট এবং অন্য দোকান পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ১৩৭.৭০ বর্গফুট উভয় দোকান আরএস দাগ নং ১২৬৩ (অংশ), এলআর দাগ নং ১৪৭৬,জেএলনং ৫, আরএস খতিয়ান নং ১২৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৬১, ৫৩৫, ৬০৮, ১৫১০, ১৫৮২ এবং ২৭০০, মৌজা- বড়বাহেরা, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পিন কোড - ৭১২২৪৬, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি এবং সমুদয় নির্মাণ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্য দোকান ঘর। দক্ষিণে : সাধারণ স্পেস। পূর্বে: সংঘমিত্রা দাস এর সিঁড়ি। পশ্চিমে : সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সকল একক নির্মাণ/গুলি এবং সংস্থাপিত উভয় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। ২. দায় বদ্ধ সম্পদ ১৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী মূল্য ২৪,৮৭,৬৫৮.০০ টাকা।
২	ঋণগ্রহীতা - তন্ময় হাইত	১. ০৭.০১.২০২৫ ২. ২৫.০৫.২০২৬ ৩. ৩৬,২৫,৮৩০.১৩ টাকা (ছত্রিশ লাখ পঁচিশ হাজার আটশ তিরিশ টাকা এবং তেরো পয়সা) ১১.১০.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.১০.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১০.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর ভাবে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত উল্লেখ্য দলিলনং ১-০৫১০০২৩৬৫ তারিখ ৩০.১২.২০২০ ব্যাঙ্কের অনুকূলে বিস্তারিত সম্পত্তি নিম্নোক্ত মতে : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি পরিমাপ ২.৯০ শতক তদস্থিত বসবাসের ভবন মৌজা - গাজা, জেএলনং ০৭, আরএস দাগ নং ৩৩৫৪,এলআর দাগনং ১৫১৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৭৭, গ্রাম - গাজা, থানা : উদয়নারায়ণপুর, জেলা -হাওড়া, চৌহদ্দি : পূর্বে : সঞ্জীব দে এর ভবন। পশ্চিমে : কালী মন্দির রোড। উত্তরে : রাধানাথ হাইত এর ভবন। দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ।
৩	সফিকুল ইসলাম মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) সুমাইয়া খাতুন (সহ ঋণগ্রহীতা)	১. ১৯.০৩.২০২৬ ২. ২৫.০৫.২০২৬ ৩. ৪৭,২৮,৯৩৫ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ আঠাশ হাজার নশো পঁয়ত্রিশ টাকা) ২১.০২.২০২৬ অনুযায়ী এবং ১০.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর ভাবে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	বন্ধকদত্ত দান দলিল দ্বারা নং ১৩২৫/২০২১ সংশ্লিষ্ট জমি পরিমাপ ৭ শতক তদস্থিত ভবন, ক্ষীরকুন্দি-নমাজগ্রাম-নিয়ালা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, আরএস দাগ নং ৭৫৪/১২২৫, এলআর দাগ নং ৭০৫, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৮, থানা : পাণ্ডুয়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : আলি আলমের খালি জমি। দক্ষিণে : সড়ক। পূর্বে : জামালউদ্দিনের ভবন। পশ্চিমে : রতন রায় এর ভবন। তদস্থিত একতলা নির্মাণ/গুলি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।
৪	মহম্মদ শাহজাদ (ঋণগ্রহীতা) তারান্নুম পারভিন (সহ ঋণগ্রহীতা)	১. ১৯.০২.২০২৬ ২. ২৫.০৫.২০২৬ ৩. ৩৫,১০,৩৬৭.৪৭ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ দশ হাজার তিনশ সাতষট্টি টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা) ১০.১২.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১০.১২.২০২৫ থেকে কার্যকর ভাবে পরবর্তী সুদ সহ	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল দ্বারা নং ১-১৯০১০৬৪৭৪/২০২৩, নথিভুক্ত ০৫.০৮.২০২৩ তারিখে বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫ডি ৬ষ্ঠ তলে, ব্লক বি, পরিমাপ আনুমানিক ৮৮৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তাজ অ্যাপার্টমেন্টে, লিফট সুবিধা সহ অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ জমি এবং সকলের ব্যবহারের অংশ সুবিধা, জমির পরিমাপ ১ বিঘা, ১ কাঠা ৬ ছটাক ২৯ বর্গফুট কমবেশি, মৌজা- হাওড়া, আরএস খতিয়ান নং ৩১১ এর জের ৩২৯, আরএস দাগ নং ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৬৫, ৩৬৩, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৪, বেলিলিয়াস রোড, থানা : হাওড়া, ওয়ার্ড নং ২০, স্থানীয় হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, সিট নং ৭, জেলা : হাওড়া, জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : ইস্ট -ওয়েস্ট নিউ রোড, হোল্ডিং নং ৩২, বেলিলিয়াস রোড। দক্ষিণে : বেলিলিয়াস রোড হোল্ডিং নং ৪৯, ৪৮, ৪২ বেলিলিয়াস রোড। পূর্বে : হোল্ডিং নং ৩২ এবং ৩৩, বেলিলিয়াস রোড। পশ্চিমে : হোল্ডিং নং ৪৯, ৪৮, ৪২ এবং ৪৩, বেলিলিয়াস রোড তদস্থিত এক নির্মাণ/গুলি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৬ স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

পুকুর ভরাট নিয়ে কড়া নির্দেশ কালনার বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার জনগণের প্রত্যাশা মত ভোটের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কালনার বিগত দিনের সবথেকে বড় সমস্যা হল জল নিষ্কাশন। সেই জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে তিনি বুজিয়ে দেওয়া পুকুরের ওপর নজর দেন। বেশ কিছু প্রোমোটারেরা পুকুর বুজিয়ে কনস্ট্রাকশন শুরু করে দিয়েছে। এই বিষয়গুলি জনগণের মারফত তাঁর নজরে আসে, প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরে তিনি বিষয়টি নজরে আনেন। শুক্রবার সেই সব এলাকায় তিনি সরজমিনে ঘুরে দেখেন। এবং জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে আধিকারিকদের জানান, পুকুরের স্বরূপ ফিরিয়ে নিয়ে আসতেই হবে। কোনওরকম পুকুর বোজানো চলবে না। আইন আইনের মতন চলবে, কালনা পৌরসভার পূর্ত বিভাগের কর্মীরা এবং কালনা ১-এর বিএলআরও’র সাথে কথা বলেন এবং তিনি পরিষ্কার জানান, পুকুরের জায়গা যদি দখল পড়া থাকে তাহলে আইন মাফিক ব্যবস্থা হবে।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
আইডিবিআই ব্যাংক লি., -এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিতব্য আইনের ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উল্লিখিত তারিখে হিসাবগুলোর বিপরীতে একটি দাবি নোটিশ জারি করেন। **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ** অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষত এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধির সাথে পঠিতব্য আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরবর্তীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে** এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, তার উপর খরচ এবং **আইডিবিআই ব্যাংক লি.**, চার্জ হিসেবে প্রযোজ্য হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত বিষয়ে, ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ দৃষ্টি ২০০২ সালের আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১. নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং ২. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	**শেখ হবিবুল্লা** (ঋণগ্রহীতা) এবং **তুহিনা চৌধুরী** (সহ ঋণগ্রহীতা) **ল্যান :** ০২৫৯৬৭৫১০০০১৫৬৭৭, ০২৫৯৬৭৩১০০০০০৮২, ০২৫৯৬৭৫১০০০১৫৬৮৬	১. ১৯.০৩.২০২৬ ২. ২৯.০৫.২০২৬ ৩. **৭৬,৪৫,৯৮৫.৮৮ টাকা** (ছিয়াত্তর লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার নশো পঁচাশি টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা) ১০.০১.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০১.২০২৬ পর্যন্ত সুদ সহ)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, আরএস প্লট নং ৫৪১৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৭৭, মৌজা- গলিগ্রাম, জেএল নং ৫৪, থানা : গলসি, ডিএসআর- ১ বর্ধমান, জেলা -পূর্ব বর্ধমান, সম্পত্তি উষাগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **উত্তরে :** হারুন চৌধুরীর কৃষি জমি। **দক্ষিণে :** তরুণ হুই এর কৃষি জমি। **পূর্বে :** দেবী প্রসাদ ভট্টাচার্য। **পশ্চিমে :** হারুণ চৌধুরীর কৃষি জমি।
২	**শ্রী মুক্তি বাউড়ি** (আবেদনকারী) এবং **শ্রীমতি মীরা বাউড়ি** (সহ আবেদনকারী), **ল্যান :** ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৯০০২, ০২৫৬৬৭৫১০০০৪৪০৫৯, ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৯০৪৮	১. ১৬.০৩.২০২৬ ২. ২৯.০৫.২০২৬ ৩. **৪১,৪৭,২৮০.০০ টাকা** (একচল্লিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো আশি টাকা) ০৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০১.২০২৬ পর্যন্ত সুদ সহ)	জমির পরিমাপ ৯.৯ ডেসিমেল বা ১০ ডেসিমেল বা ৬ কাঠা, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯১, এলআর খতিয়ান নং ২০৯, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৪১, জেএল নং ৩০, মৌজা - খাঁক্ষ্যা, থানা : আসানসোল (উ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, এএমসি অধীন। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ৯১ (অংশ)। **দক্ষিণে :** ১০ ফুট অমূল্যায়িত পুরসভা সড়ক (কাঁক্ষ্যা)। **পূর্বে :** প্লট নং ৯১(অংশ)। **পশ্চিমে :** প্লট নং ৯১(অংশ)।
৩	**শ্রী অনির্বাণ সাহা** (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতি সরমা সাহা** (সহ ঋণগ্রহীতা) ল্যান : ০২৫৬৬৭৫১০০০২৭৪৪১	১. ০৯.০৩.২০২৬ ২. ২৯.০৫.২০২৬ ৩. **১৩,২০,০৬৮.১২ টাকা** (তেরো লাখ কুড়ি হাজার আটষট্টি টাকা এবং বারো পয়সা) ১০.১২.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ)	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৪ কাঠা ৫ ছটাক ২০ বর্গফুট সমপরিমাপ ৩১২৫ বর্গফুট তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন একতলা ৬১৫.১৮ বর্গফুট, ২য়তলা এরিয়া ২৭২.৫৯ বর্গফুট (বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী), আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪০, আরএস খতিয়ান নং ১১৮, এলআর খতিয়ান নং ৭৭, ২৪৪, ১২৭ এবং ২৯৮, পরবর্তী এলাার খতিয়ান নং ৭২৯, থানা : সিউড়ি, এডিএসআর সিউড়ি, জেএল নং ১০, জেলা : বীরভূম। সম্পত্তি তিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পঞ্চায়েত।

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৬ স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

পঞ্চায়েত অফিসে ‘কুকীর্তির আসর’!

আরামবাগে উদ্ধার মদের বোতল ও যৌন সামগ্রী, কাঠগড়ায় তৃণমূল প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ বিধানসভার গৌরহাটি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এই পঞ্চায়েত অফিস থেকে উদ্ধার হল মদের বোতল, কন্ডোম ও উত্তেজক বর্ধক ঔষধ। এই নিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আরামবাগে। সরকারি ভবনকে পানশালায় পরিণত করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এই গৌরহাটি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন যদুনাথ সিং এবং উপপ্রধান ছিলেন শিবু প্রসাদ দত্ত। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যেই মহিলা নিয়ে এসে নানা অসামাজিক কাজ চলতো। সরকারি অফিস মদের ঠেকে পরিণত হয়েছিল। গেস্ট রুম তৈরি করে এই সব চলত। তৃণমূল প্রধানের দাপটে কেউ মুখ খুলতে পারেনি। সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিধ ছিল। তবে এই বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান যদুনাথ সিংয়ের কোনও বক্তব্য পাওয়া

যায়নি। তবে উপপ্রধান শিবু প্রসাদ দত্ত বলেন, ‘আমি গেস্ট রুমে কোনও দিন ঢুকিনি। আজ দেখছি মদের বোতল, কন্ডোম ও উত্তেজক ঔষধ বের হচ্ছে। এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না।’ স্থানীয় মানুষ রবীন সাঁতরা বলেন, ‘প্রধান যদুনাথ সিং-এর অঙ্গুলি হেলনে এই সমস্ত অসামাজিক কাজকর্ম হয়। একটা অশিক্ষিত মানুষকে প্রধান করেছে তৃণমূল। গৌরহাটি অঞ্চল জুড়ে কাটমানি তুলেছে। এই এলাকায় একটা রামকৃষ্ণ মঠ আছে। আমরা আশা করতে পারিনি, এই পঞ্চায়েত অফিস থেকে মদের বোতল, কন্ডোম ও উত্তেজক বর্ধক ঔষধ বের হবে। আমরা ভেবেছিলাম ভালো কাজ হবে। কিন্তু হয়নি।’ অপরদিকে গৌরহাটি দুই নম্বর অঞ্চলের বিজেপি নেতা শুভেন্দু নন্দী বলেন, ‘আমাদের এই অঞ্চলের অনেক প্রধান কাজ করেছেন। কিন্তু তৃণমূলের শেষ অঞ্চল প্রধান যদুনাথ সিং সরকারি ভবনকে কুকীর্তির আখড়া বানিয়ে রেখেছিলেন। আমরা প্রশাসনের কাছে যাব। মহিলাদের নিয়ে এসে সরকারি ভবনে অসামাজিক কাজ করা হতো। এর সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার। সরকারি অফিস থেকে কিভাবে মদের বোতল, যৌন সামগ্রী বের হয়? রান্না করার সামগ্রীও পাওয়া গেছে।’ যদিও গৌরহাটি দুই নম্বর অঞ্চলের প্রধান পলাতক। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় চক্ষু চড়ক গাছ গ্রামবাসী। একেবারে মদের বারে পরিণত হয়েছিল গৌরাটি দু’নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস বলে দাবি স্থানীয় মানুষের।

ভদ্রেশ্বর পুরসভায় পদত্যাগ পুরপ্রধান-সহ ৮ কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বোর্ড চালাতে সমস্যার অভিযোগ তুলে পদত্যাগ আটজনের। এবার ভদ্রেশ্বর পুরসভায় ধাক্কা। পদত্যাগ চেয়ারম্যান-সহ আট কাউন্সিলারের। বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের পরাজয়ের পরে হুগলি জেলায় এই প্রথম কোনও পুরসভায় পদত্যাগ। চন্দননগর বিধানসভার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর পুরসভায় ২২টি ওয়ার্ড রয়েছে। এই পুরসভা বিরোধী শূন্য। তবে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে চন্দননগরে ইন্দ্রনীল সেন তো হেরেছেনই, ভদ্রেশ্বরের ১৪টি ওয়ার্ডে হেরেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ভদ্রেশ্বর পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তৃণমূল কাউন্সিলররা। সূত্রের খবর, চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, প্রকাশ গোস্বামী, বাপি মালিক, বিকাশ দাস, সুপ্রিয় বাগ, শীলা কর, রাজু তাঁতি, পারমিতা চক্রবর্তী পদত্যাগপত্র জমা দেন। দলের হারের নৈতিক দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী।

তৃণমূল সূত্রে খবর, ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ খানের নেতৃত্বে চলবে বোর্ড। চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী বলেন, ‘ব্যক্তিগত কারণে চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর পদ থেকে সরে দাঁড়ালাম। মানুষ যাদের ক্ষমতা দিয়েছে, তাদেরই কাজ করা উচিত।’

চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, ‘আমার কারও সঙ্গে কথা হয়নি। তাদের মনের মধ্যে কী ইচ্ছে সেটা আমি জানি না। তবে কারও যদি অন্তরাত্মা জেগে ওঠে, নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা যদি ছাড়তে চান তবে স্বাগতম। বহু মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। পরিষেবা না পাওয়ার জন্য বহু মানুষের মনে ক্ষোভ রয়েছে।’

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে প্রতারণায় গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনার মনোহরপুর এলাকায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা উত্তম সাউকে শুক্রবার মেদিনীপুর আদালতে তোলা হয়। এই তৃণমূল নেতার একাউন্টে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা ঢোকার বিষয়টি কয়েক দিন আগে জানাজানি হতেই চন্দ্রকোনা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। তিনি জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য ব্যাংকের যাবতীয় কাগজপত্রে তার স্ত্রীর নাম রয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব তৃণমূল নেতার একাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢোকার বিষয়টি ব্লক প্রশাসন ও পুলিশকে জানালে পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করে। প্রতিমাসে লক্ষীর ভাণ্ডারের টাকা তার একাউন্টে জমা পড়ার অভিযোগে বুধবার রাতে ওই তৃণমূল নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার তাকে আদালতে তোলা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা সাংবাদিকদের জানান, নিজের একাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নেওয়ার মতো প্রতারণার অভিযোগে উত্তম সাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নদীর গতিপথ রোধ করে রাস্তা নির্মাণ

পরিদর্শনে প্রশাসনিক আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: নদীর গতিপথ রোধ করে নদীবক্ষে উঁচু করে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল বালি উত্তোলনের জন্য, নদীর বক্ষে এই উঁচু রাস্তার জন্য বর্ষায় বন্যার সময় এলাকার ঘরবাড়ি ও চাষের জমি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ, প্রশাসনকে জানালে অবশেষে এলাক বিডিও, বিএলআরও এবং আইসি-সহ একগুচ্ছ আধিকারিক এলাকা পরিদর্শন করলেন এবং ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জানালেন। এ যেন গোঁদের উপর বিষফোঁড়া। কারণ বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের দামোদর নদী তীরবর্তী সমিতি মানা কেনেটি মানা উত্তর নিত্যানন্দপুর এই এলাকাগুলি প্রতি বছর নিয়ম করে বন্যার জলে প্লাবিত হয়। এলাকার ঘরবাড়ি থেকে চাষের জমি সবকিছুই ডুবে যায় প্রতিবছর। যদিও গত বছরেই এলাকার বিজেপি বিধায়কের তত্ত্বাবধানে নদীর পাড় দিয়ে একটি বালির বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। তবে এবার নতুন আতঙ্কে আতঙ্কিত এলাকার সাধারণ মানুষ। কারণ এলাকার মানুষের অভিযোগ, দামোদর নদী থেকে কিছু অসাধুবালি ব্যবসায়ী বালি উত্তোলন করার জন্য নদী বক্ষের ওপর দিয়ে নদীর গতিপথে রোধ করে উঁচু করে রাস্তা নির্মাণ করেছে। বারংবার বলার পরেও শোনেনি বালি ব্যবসায়ীরা। অবশেষে রাজ্যে পালা বদলের হতেই এলাকার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামীকে বিষয়টি জানানোর পরেই তৎপর হয়েছে প্রশাসন। শুক্রবার সোনামুখী থানার আইসি সোনামুখী ব্লকের বিডিও এবং ভূমি দপ্তরের আধিকারিক সরাসরি বিষয়টি খতিয়ে দেখলেন। বিডিও সাহেব জানান, ‘ভূমি দপ্তরকে বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে বলা হয়েছে। এবং জানানো হয় যে বা যারা এই উঁচু রাস্তা তৈরি করেছে নদীর মধ্যে তাদেরকে দিয়েই রাস্তা ভেঙে নদীর গতিপথ আগের মত করে দেওয়া হবে।’

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে ‘ধমক’ দিয়ে কৈফিয়ত চাইলেন বিধায়ক ধ্রুব সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে রামপুরহাট এস ডি ও অফিসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সরাসরি হাজির হলেন রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা। অভিযোগ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হোটেলের লাইসেন্স করে দেওয়ার নাম করে ‘টাকা’ চেয়েছেন। খবর পেয়ে শুক্রবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে কৈফত তলব করেন বিধায়ক। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে বিধায়ক বলেন, ‘এসডিও অফিস ঘুঘুর বাসা’য় পরিণত হয়েছে। কারোর কাজ যেন বন্ধ না হয়, সকলেই কাজ করুন, কাউকে হয়রানি করবেন না। আপনাকে হোটেল বন্ধের জন্য নয়, হোটেল খোলার জন্য রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাজ করার জন্য আপনি দায়বদ্ধ।’ অভিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, ‘হোটেলের লাইসেন্সের জন্য এক ব্যবসায়ী এসেছিলেন। তাকে বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে। তিনি সময় চাইছেন, সেই সময়ও দেওয়া হয়েছে, কোনও টাকা চাওয়া হয়নি।’

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে আয়	২৩,৬৬৮.৪৩	১৮,৪০২.৪৫	২৬,৮৫৫.৬৩	৭৮,৪০৯.১৩	৭৩,১০৪.৮৩
মোট রাজস্ব	২৩,৪০১.৭২	২০,১০৬.৫৩	২৭,৬৭২.৩৯	৮২,২৬৩.৬৯	৭৮,৫৩৬.৮৯
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১,৪৮০.০০	২,৩৯২.২২	২,২৭৭.২৭	৭,৯৮৩.৩৫	১০,৮৪৭.৯৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অসাধারণ দফা পূর্ব)	১,২৮৭.৩৭	২,০৭৩.০৬	২,০০৮.০৫	৭,০৬৪.৫৪	৯,১২৯.৪৯
ব্যতিক্রমী দফা	-	-	২৫৯.২২	-	৬৫০.৮৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিএটি) (কর পূর্ব, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	১,২৮৭.৩৭	২,০৭৩.০৬	১,৭৪৮.৮৩	৭,০৬৪.৫৪	৮,৪৭৮.৬৫
কর ব্যয়	৩৭.৪৬	৬১৮.৭৯	৬০০.৯৯	১,৭৭২.২৭	২,৬৬৬.২৭
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	১,২৪৯.৯১	১,৪৫৪.২৭	১,১৪৭.৮৪	৫,২৯২.২৭	৫,৮১২.৩৮
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	৫,৯৯১.১১	৩,০৪৮.০৮	১,২২৪.৬১	১৫,১০৯.৭৩	২,৪০২.১৭
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	-	-	৭০,৯৫৮.১৮	৫৫,৯১০.০৫
শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
(ক) মৌলিক (₹)	১.৮০	২.২২	১.৭৬	৭.৯৯	৮.৫৪
(খ) মিশ্রিত (₹)	১.৮০	২.২২	১.৭৬	৭.৯৯	৮.৫৪

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে আয়	৫,৯০১.০০	৪,৫২৭.৯৯	৮,০০৫.০০	১৭,৩০৬.১৫	১৬,৫৮২.৬৯
মোট রাজস্ব	৫,২৬৭.৩৭	৫,২১৭.০২	৮,২১৭.১৭	১৭,৯৬৪.১২	১৭,৫৪৬.০৬
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	(৫৬৪.৩৪)	৭২৯.১৪	৩৮৯.১৩	৮৪৫.০৭	৮২৪.২১
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	(৫৯১.৬৩)	৬৭২.৮৯	৩৫১.২০	৭০৫.৭১	৬৯২.৮১
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	(৪৫১.৬৮)	৫৩২.৭৬	৩২২.১১	৫৭৬.৩০	৬০৪.৬৭

দ্রষ্টব্য-

(ক) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের জন্য কোম্পানির উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহ অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২৯ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত হয়েছে । কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই ফলাফলসমূহের নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করেছেন এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী এই ফলাফলসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে।

(খ) মানাকসিয়া লিমিটেড, এর সাবসিডিয়ারি এবং স্টেপ-ডাউন সাবসিডিয়ারি, মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মানাকসিয়া ওভারসিজ লিমিটেড, এমআইএলএল লিমিটেড, মার্ক স্টিল লিমিটেড, ডায়নাটেক ইন্ডাস্ট্রিজ ঘানা লিমিটেড এবং জেব্বা পেপার মিলস লিমিটেড নিয়ে সমন্বয়ে গঠিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল রয়েছে।

(গ) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, ২৫ মার্চ, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়, কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর ২৩০ থেকে ২৩২ ধারার অধীনে একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা (''ডিমার্জার স্কিম'') অনুমোদন করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির অভ্যন্তরীণ সত্তা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত মেটাল প্রোডাক্ট বিজনেস আন্ডারটেকিং (ডিমার্জার স্কিমে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে) অংশটিকে মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামক একটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী কোম্পানিতে প্রস্তাবিত বিভাজন করা।

প্রস্তাবিত স্কিমটি বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে । স্কিমটি ন্যাশনাল কোম্পানি ল’ ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি)-এর নিকট দাখিল করা হয়েছে এবং ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ এটি অনুমোদন করেছেন, যা এনসিএলটি -এর পরবর্তী অনুমোদন সাপেক্ষ।

প্রয়োজনীয় অনুমোদনসমূহ প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন থাকায়, প্রস্তাবিত বিভাজনের কোনো প্রভাব নিশ্চিত নয় এবং তদানুযায়ী ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক ফলাফলে এর কোনো প্রভাব বা প্রতিফলন দেওয়া হয়নি।

(ঘ) ৩১ মার্চ, ২০২৬ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানসমূহ হলো সমগ্র আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছর-থেকে-তারিখ অনিরীক্ষিত পরিসংখ্যানসমূহের মধ্যকার ভারসাম্যমূলক উদ্বৃত্ত, যা সীমিত পর্যালোচনার অধীন ছিল।

(ঙ) ভারত সরকার বিদ্যমান ২৯টি শ্রম আইনকে একীভূত করে চারটি শ্রম কোড প্রণয়ন করেছে মজুরি কোড, ২০১৯; সামাজিক নিরাপত্তা কোড, ২০২০; শিল্প সম্পর্ক কোড, ২০২০; এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ কোড, ২০২০। এই কোডসমূহ ২১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে । শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তনসমূহ সহজে বোঝার সুবিধার্থে এবং এর আর্থিক প্রভাব মূল্যায়নে সহায়তার জন্য খসড়া কেন্দ্রীয় বিধিমালা এবং প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী জারি করেছে ।

বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শ্রম কোড বাস্তবায়নের ফলে উদ্ভূত প্রভাব স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা বস্তুনিষ্ঠ বা উল্লেখযোগ্য নয় । ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এবং এযাবতকাল পর্যন্ত পরিচালিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে এই প্রভাব বস্তুনিষ্ঠ/উল্লেখযোগ্য হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে না।

শ্রম কোডের অধীনে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বিধিমালা এখনো বিজ্ঞাপিত হওয়া বাকি এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারির পর, কোম্পানি প্রযোজ্য হিসাববিজ্ঞান মানদণ্ড অনুযায়ী কর্মচারী সুবিধা বাধ্যবাধকতার ওপর যদি কোনো প্রভাব থাকে, তবে তা পুনর্মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করবে ।

(চ) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য গ্রুপের কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে প্রতিবেদনে উল্লিখিত ব্যতিক্রমী ক্ষতির মধ্যে নাইজেরিয়ান মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে উদ্ভূত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ক্ষতিসমূহ মূলত নাইজেরিয়াতে গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত।

(ছ) যেখানে প্রয়োজন সেখানে তুলনামূলক পরিসংখ্যান পুনর্বিন্যাস/পুনরায় একত্রিত করা হয়েছে।

(জ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট - www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট - www.manaksia.com -তে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি এক্সেস করা যাবে:

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া লিমিটেড
স্বা/-
সুরেশ কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00520769

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ মে, ২০২৬

হিন্দুস্থান মোটরস লিমিটেড

রেজি অফিস : বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর এন মুখার্জি রোড,কলকাতা- ৭০০০০১
CIN-L34103WB1942PLC018967 ফোন : +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৯৩২
ইমেল : hmcosecy@hindmotor.com ওয়েবসাইট : www.hindmotor.com
৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন/বর্ষ এর আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	তিনমাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কাজ থেকে মোট আয়/অন্যান্য আয়	৫০৪	১.২২৬	১০৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর এবং অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৩৯০	৮৩০	(৮৮)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৪৪৫)	(৫)	(৮৮)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৪২৯)	(২)	(৭১)
মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের (লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী)	(৪০০)	১৫	(৬৭)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ার ব্যতীত পরিমাণ)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩
শেয়ার পিছু আয়(প্রাথমিক মূল্য ৫ টাকা প্রতি শেয়ার) মূল এবং মিশ্র	(০.২০)	০.০০	(০.০৩)

দ্রষ্টব্য :

১. উক্ত ফলাফল অডিট কমিটি এবং ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃ পর্যালোচিত এবং অনুমোদিত ২৮ মে ২০২৬ তারিখের সভায়।

২. উক্ত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তৃত বয়ানের সংক্ষিপ্ত স্টক এক্সচেঞ্জে সংযুক্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিস্তারিত পাওয়া যাবে বিএসই www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com থেকে।

হিন্দুস্থান মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(উত্তম বোস)
ডিরেক্টর

তারিখ : ২৮ মে ২০২৬
স্থান : কলকাতা

সুনীতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L65925WB1983PLC03569
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২
কর্পোরেট অফিস : ৩২৪এ, থার্ড ফ্লোর, আগরওয়াল প্লাজা, সেক.-১৪, রোহিনি, দিল্লি-১১০০৮৫
ওয়েবসাইট : www.sunitabonds.com, ই-মেল: sbhlplc@gmail.com যোগাযোগ নং: +৯১-৯৩১৯১২৫১১৮

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখের সংখ্যা ৩১/০৩/২০২৬ (নিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	২৪.৭৪	৮৮.৩৬	১৭.০৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	(২১.৪২)	৪.৫৫	১.২০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২১.৪২)	৪.৫৫	১.২০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২১.৪২)	৩.৩৭	০.৮৯
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(২১.৪২)	৩.৩৭	০.৮৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬৯.৫০	২৬৯.৫০	৬৯.৫০
৭	সংরক্ষণ (পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :			
	১. মৌলিক	(০.৭৯)	০.১৩	০.১৩
	২. মিশ্রিত	(০.৭৯)	০.১৩	০.১৩

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা নিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ। নিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ (www.sunitabonds.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ- (www.cse-india.com) এবং (www.msei.in) -তে।

২. উপরোক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৯ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

৩. আর্থিক ফলাফল ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড-এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত হয়েছে যা আইএনডি-এএস বিধি (সংশোধিত) এর সাথে পঠিত।

সুনীতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড -এর ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রোহিত মিত্তাল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 02527072

তারিখ: ২৯.০৫.২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি

ডিউক কমার্স লিমিটেড

CIN : L51909WB1982PLC035425
নিবন্ধিত অফিস: হংকং হাউস, ১ম তলা, ৩১ বি. বি. ডি. বাগ (এস), কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন: (০৩৩) ২২৪৮৮৮৯১/৯২, ই-মেইল: duke.commerce@yahoo.com
৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৬ (দ্রষ্টব্য ৪ দেখুন) নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/১২/২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৬ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কার্যক্রম থেকে আয়					
	ক) কার্যক্রম থেকে রাজস্ব					
	সুদ আয়	৭.৩৯	৭.৫৬	১৮.২৫	৩৮.৭৮	৬০.৯০
	লভ্যাংশ আয়	০.০০	৯৮.৫৬	-	১৩৮.২২	১০৮.৮২
	ন্যায্য মূল্যের পরিবর্তনের ওপর নিট লাভ	১.৬৪	৮.৬৭	৬.৯৫	১৯.৮৩	২৬.৪৬
	কার্যক্রম থেকে মোট রাজস্ব	**৯.০৩**	**১১৪.৭৮**	**২৫.২০**	**১৯৬.৮৩**	**১৯৬.১৮**
	খ) অন্যান্য আয় (অতিরিক্ত সঞ্চিতির বিপরীতকরণ	১.০৫	০.৪০	-	১.৪৫	-
	কার্যক্রম থেকে মোট আয় (ক+খ)	**১০.০৮**	**১১৫.১৮**	**২৫.২০**	**১৯৮.২৮**	**১৯৬.১৮**
২	ব্যয়সমূহ					
	ক) অর্থায়ন খরচ	-	-	-	-	-
	খ) আর্থিক উপকরণের ওপর অবক্ষয়/ক্ষতি	-	-	-	(১.০০)	১.৩৫
	গ) কর্মচারী সুবিধা জনিত ব্যয়	২.৩০	৩.৩১	২.৯৩	১৩.৪৫	৮.৩৩
	ঘ) অবচয় এবং ক্রমশোধন ব্যয়	০.৪৭	০.৩৩	০.৪১	১.৪৩	১.৪৬
	ঙ) অন্যান্য ব্যয়	৫.৯৫	৬.১৫	১.২০	১৯.৬৬	৩.৫৬
	মোট ব্যয়	**৮.৭২**	**৯.৭৮**	**৪.৫৪**	**৩৩.৫৪**	**১৪.৭০**
৩	**কর পূর্ববর্তী লাভ/(ক্ষতি)**	**১.৩৬**	**১০৫.৪০**	**২০.৬৬**	**১৬৪.৭৪**	**১৮১.৪৮**
৪	**কর ব্যয়**	**৪০.৩৩**	**১.৭২**	**৪৮.৫৭**	**৪১.৩৯**	**৪৮.৫৭**
৫	**সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (৩-৪)**	**(৩৮.৯৭)**	**১০৩.৬৭**	**(২৭.৯১)**	**১২৩.৩৫**	**১৩২.৯১**
৬	**অন্যান্য ব্যাপক আয়**					
	(ক) আইটেমসমূহ যা লাভ বা ক্ষতিতে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হতে পারে (নিট কর)					
	(খ) আইটেমসমূহ যা লাভ বা ক্ষতিতে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হবে না (নিট কর)	(৬,৪৯৩.৯৬)	১৮১.২১	(১,০১১.৯৬)	(৬,৭৬৫.৮০)	৪,৭৬০.১৬
	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) (নিট কর)	(৬,৪৯৩.৯৬)	**১৮১.২১**	(১,০১১.৯৬)	(৬,৭৬৫.৮০)	৪,৭৬০.১৬
৭	**সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি)**	(৬,৫৩২.৯৩)	২৮৪.৮৮	(১,০৩৯.৮৭)	(৬,৬৪২.৪৬)	৪,৮৯৩.০৭
৮	**পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যমানের)**	**৯৫.৬৬**	**৯৫.৬৬**	**৯৫.৬৬**	**৯৫.৬৬**	**৯৫.৬৬**
৯	**অন্যান্য ইক্যুইটি -**	-	-	-	২৫,৬২৯.৭২	৩২,২৭২.১৭
১০	**প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার আয়/ (ক্ষতি) (অভিহিত মূল্য প্রতিটি ১০/- টাকা)**					
	ক) মৌলিক	(৪.০৭)	১০.৮৪	(২.৯২)	**১২.৮৯**	**১৩.৮৯**
	খ) মিশ্রিত/পাতলাকৃত	(৪.০৭)	১০.৮৪	(২.৯২)	**১২.৮৯**	**১৩.৮৯**
		(বার্ষিকীকৃত নয়)	(বার্ষিকীকৃত নয়)	(বার্ষিকীকৃত নয়)	(বার্ষিকীকৃত)	(বার্ষিকীকৃত)

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্ত ফলাফলসমূহ অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২৯শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২. কোম্পানিটি প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ ব্যবসার সাথে জড়িত এবং তদানুযায়ী ‘অপারেটিং সেগমেন্ট’ সংক্রান্ত ইন্ড এএস ১০৮ নির্দেশিকা অনুযায়ী কোনো পৃথক প্রতিবেদনযোগ্য সেগমেন্ট নেই।

৩. কোম্পানির আর্থিক ফলাফলসমূহ কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (''ইন্ড এএস'') এবং এর অধীনে জারিকৃত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ এবং তৎপরবর্তী প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধিমালা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানসমূহ হলো পূর্ণ বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত অনিরীক্ষিত পরিসংখ্যানসমূহের মধ্যকার ভারসাম্যমূলক উদ্বৃত্ত।

৫. ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের শ্রেণীবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য, যেখানে প্রয়োজন পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানসমূহ পুনঃবিন্যস্ত / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখের সম্পদ ও দায়ের বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	৩১-০৩-২০২৬ তারিখে (নিরীক্ষিত)	৩১-০৩-২০২৫ তারিখে (নিরীক্ষিত)
১)	আর্থিক সম্পদ		
	(ক) নগদ এবং নগদ সমতুল্য	৮.৬৮	৩১.১২
	(খ) ঋণসমূহ	২৫৫.১০	৬৫৬.৬৬
	(গ) বিনিয়োগসমূহ	২৬,৯৯৯.৩৯	৩৪,৩৪৭.৭৮
	(ঘ) অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১.৭১	-
		২৭,২৬৪.৮৮	**৩৫,০৩৫.৫৬**
২)	অনার্থিক সম্পদ		
	(ক) চলতি কর সম্পদ (নিট)	১.৯৫	২.০০
	(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি	১.০১	১.৫০
	মোট সম্পদ	২৭,২৬৭.৮৪	৩৫,০৩৯.০৬
	দায় এবং ইক্যুইটি		
১)	**আর্থিক দায়**		
	(ক) অন্যান্য আর্থিক দায়	০.৫৩	০.২৯
		০.৫৩	**০.২৯**
২)	অনার্থিক দায়		
	(ক) সঞ্চিতি	০.৬৩	১.৬৩
	(খ) বিলম্বিত কর দায় (নিট)	১,৫৪১.৩১	২,৬৬৯.৩১
		১,৫৪১.৯৪	**২,৬৭০.৯৪**
৩)	ইক্যুইটি		
	(ক) ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৫.৬৬	৯৫.৬৬
	(খ) অন্যান্য ইক্যুইটি	২৫,৬২৯.৭২	৩২,২৭২.১৭
		২৫,৭২৫.৩৮	**৩২,৩৬৭.৮৩**
	মোট দায় এবং ইক্যুইটি	**২৭,২৬৭.৮৪**	**৩৫,০৩৯.০৬**

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের নগদ প্রবাহ বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে (নিরীক্ষিত)
পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ		
কর পূর্ববর্তী লাভ/(ক্ষতি)	১৬৪.৭৪	১৮১.৪৮
সমন্বয়সমূহ :		
লভ্যাংশ আয়	(১৩৮.২২)	(১০৮.৮২)
ন্যায্য মূল্যের পরিবর্তনের ওপর অর্জিত নিট লাভ	(১৯.৮৩)	(২৬.৪৬)
অবচয় এবং ক্রমশোধন	১.৪৩	১.৪৬
আর্থিক উপকরণের ওপর অবক্ষয়/ক্ষতি	(১.০০)	১.৩৫
কার্যকরী মূলধন পরিবর্তনের পূর্বে পরিচালন মুনাফা	**৭.১১**	**৪৯.০১**
পরিচালন সম্পদ বৃদ্ধির/(হ্রাসের) জন্য সমন্বয়		
অন্যান্য আর্থিক সম্পদ:	(১.৭১	)০.৪৯
ঋণসমূহ	৪০১.৫৫	(৫৯৬.৬৬)
পরিচালন দায়ের বৃদ্ধির/(হ্রাসের) জন্য সমন্বয়		
অন্যান্য আর্থিক দায়	০.২৪	(০.০৭)
পরিচালন থেকে উৎপাদিত নগদ	**৪০৭.১৯**	**(৫৪৭.২৪)**
পরিশোধিত আয়কর (ফেরত বাদে নিট)	(৩৯.৯১)	(৪৩.৯১)
পরিচালন কার্যক্রম থেকে নিট নগদ আগমন/(বহির্গমন)	**৩৬৭.২৮**	**(৫৯১.১৫)**
বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ		
বিনিয়োগ ক্রয়	(১,০০০.০০)	(২৯০.০০)
স্থায়ী সম্পদ ক্রয়	(০.৯৪)	(১.৩৬)
বিনিয়োগ বিক্রয়	৪৫৯.৪৭	৭৬৫.৭৪
লভ্যাংশ আয়	১৩৮.২২	১০৮.৮২
ন্যায্য মূল্যের পরিবর্তনের ওপর অর্জিত নিট লাভ	১৩.৫৩	২৪.২৬
বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নিট নগদ আগমন/(বহির্গমন)	**(৩৮৯.৭২)**	**৬০৭.৪৬**
অর্থায়ন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ		
অর্থায়ন কার্যক্রম থেকে নিট নগদ আগমন/(বহির্গমন)	-	-
নগদ এবং ব্যাংক উদ্বৃত্তের নিট বৃদ্ধি/(হ্রাস)	**(২২.৪৪)**	**১৬.৩১**
যোগ বছরের শুরুতে নগদ ও নগদ সমতুল্য	৩১.১২	১৪.৮১
বছরের শেষে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**৮.৬৮**	**৩১.১২**

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং আদেশানুসারে
ডিউক কমার্স লিমিটেড
স্বা/-
গৌরব আগরওয়ালা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00201469

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ মে, ২০২৬

ত্বিশা শর্মা মৃত্যুতে শাশুড়ি-স্বামীকে পাঁচ দিনের সিবিআই হেপাজত

ভোপাল, ২৯ মে: অভিনেত্রী ও মডেল ত্বিশা শর্মার রহস্যমৃত্যু মামলায় মৃতার শাশুড়ি তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক গিরিবালা সিং এবং স্বামী সমর্থ সিংকে পাঁচ দিনের সিবিআই হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিল বিশেষ আদালত। শুক্রবার বিচারক শোভনা ভালাভের আদালতে দু'জনকে হাজির করা হলে সিবিআইয়ের আবেদনের ভিত্তিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

শুনানির সময় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীরা জানান, মামলার বিভিন্ন সূত্র জোড়া লাগাতে এবং গভীর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকেই হেফাজতে নিয়ে জেরা করা প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা পক্ষের তরফে এই আবেদনে কোনও আপত্তি জানানো হয়নি। এরপরই আদালত পাঁচ দিনের সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দেয়। এর আগে সমর্থ সিং সিবিআই হেফাজতেই ছিল, তার মেয়াদ আরও পাঁচ দিন বাড়ানো হয়েছে।

আদালতে তোলার আগে সমর্থের জেপি হাসপাতালে এবং গিরিবালার ম্যানিট ক্যাম্পাসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। এদিন আদালতে দু'জনকে একই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। মৃতার পরিবারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা এবং গিরিবালার পক্ষে ছিলেন আইনজীবী নিত্যা। সিবিআই সূত্রে খবর, এই বহুচর্চিত মামলার তদন্তে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। 'টানেল ভিউ ইনভেস্টিগেশন' পদ্ধতিতে ত্বিশার জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টার ভার্চুয়াল পুনর্গঠন করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা সিসি ক্যামেরার টাইমস্ট্যাম্প, মোবাইল ডেটা, ওয়াই-ফাই লগ, কল ডিটেল রেকর্ড ও টাওয়ার লোকেশন মিলিয়ে একটি 'ডিজিটাল অবতার' তৈরি করছে। এর মাধ্যমে তিনতলা বাড়ির ভিতরে ত্বিশার শেষ অবস্থান, অভিযুক্তদের যাতায়াত এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় মিনিটে মিনিটে খতিয়ে দেখা হবে।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, মৃত্যুর নেপথ্যে আর্থিক নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে। সিবিআই জানতে পেরেছে, ত্বিশা বিভিন্ন সংস্থার প্রায় ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছিলেন। মৃতার আইনজীবী অঙ্কুর পাণ্ডে জানান, বিয়ের পর ভিয়েতনাম সফর থেকে ফেরার পরে সমর্থ ও গিরিবালা ওই শেয়ারের কথা জানতে পারেন এবং তা নিজেদের নামে হস্তান্তর করার জন্য ত্বিশার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। এছাড়াও তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে ত্বিশা ফোনে মাকে কাঁদতে কাঁদতে জানিয়েছিলেন, পণ দাবিকে কেন্দ্র করে সমর্থ ও গিরিবালা তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাতেন। এমনকি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে নিয়েও মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হত বলে অভিযোগ।

টাকা তোলার অভিযোগে তিরুচেন্দুর মন্দিরে পুরোহিত-সহ সাসপেন্ড ৪

তিরুচেন্দুর, ২৯ মে: তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন জেলার বিখ্যাত তিরুচেন্দুর সুব্রহ্মণ্য স্বামী মন্দিরের ভিআইপি দর্শনের নামে ভক্তদের কাছ থেকে বেআইনি টাকা তোলার অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ নিল মন্দির প্রশাসন। অভিযোগের ভিত্তিতে এক পুরোহিত-সহ চারজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত পুরোহিতকে পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত মন্দিরের পরিষেবা থেকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল যে, কিছু পুরোহিত, নিরাপত্তারক্ষী ও কর্মী মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে সাধারণ ভক্তদের বিশেষ পথে দ্রুত দর্শনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলেন। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্তে নামেন হিন্দু ধর্মীয় ও দাতব্য দপ্তরের মন্ত্রী এস রমেশ। শুক্রবার সকালে সাধারণ ভক্ত সেজে তিনি ১০০ টাকার সাধারণ দর্শন লাইনে দাঁড়ান। সেই সময় উপস্থিত পুরোহিত অয়্যাপ্পনের কাছে দ্রুত দর্শনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন। অভিযোগ, পুরোহিত ভিআইপি দর্শনের জন্য ৪ হাজার টাকা দাবি করেন এবং জানান, টাকা দিলে বিশেষ প্রবেশপথ দিয়ে দ্রুত মুরুগনের দর্শন করানো হবে। তদন্তের স্বার্থে মন্ত্রী নিজেই গুগল পে-র মাধ্যমে ৪ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। টাকা পাওয়ার পর পুরোহিত বুঝতে পারেন, যাঁর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে তিনি স্বয়ং মন্ত্রী। এরপরই ঘটনাস্থলে পুরোহিত-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর অভিযুক্ত পুরোহিত অয়্যাপ্পনকে সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ড করা হয়। পাশাপাশি তাঁর সহযোগী বলে অভিযুক্ত দুই নিরাপত্তারক্ষী করুপ্পাসামি ও থোপ্পুকেও পরিষেবা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁরা প্রাক্তন সেনাকর্মী।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ৯৪_২০২৬-২৭, ১০৩_২০২৬-২৭ এবং ১০৪_২০২৬-২৭, তারিখ ২৭.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/সি/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং ৯৪_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণ ঃ** (i) "হাওড়া ডিভিসন-এইচ বিম স্লিপার দ্বারা চ্যানেল স্লিপার সংস্কার - ৭৫২টি সাঁইথিয়া-নলহাটি - (বিআর. নং-১৭২-আপ-১১০.৬০৮ -১১০.৭৯১ কিমি - ৫২০টি), ব্যান্ডেল-কাটোয়া - (বিআর. নং-৮৩-আপ-৫৪.৭১৪ -৫৪.৮৩৫ কিমি -২৩২টি)"। (ii) "হাওড়া ডিভিসন-টিবিএসআর (এইচ-বিম)-শেওড়াফুলি-গোঘাট শাখায় ১৪৫০টি - (বিআর. নং ৬-ডাউন-.৯৩১-.৯৫৩ কিমি-৩৬টি এবং আপ-.৯৩১-.৯৫৩ কিমি-৩৬টি)। বিআর. নং ২৬ - আপ ৩২.৩২২-৩২.৩৫৬ কিমি - ৫৬টি)। ব্যান্ডেল-শক্তিগড়-(বিআর. নং ৯৪ ডাউন-৪৪.৬৫৮-৪৪.৭৩৩ কিমি-১৪৫টি। বিআর. নং ১০০-ডাউন ৪৬.৭১৯-৪৬.৭৯৪ কিমি-১৪৫টি, বিআর. নং ৯৪-রিভ-৪৪.৬৫৮-৪৪.৭৩৩ কিমি - ১৪৫টি, বিআর নং. ১০০-রিভ ৪৬.৭১৯-৪৬.৭৯৪ কিমি - ১৪৫টি) ব্যান্ডেল-কাটোয়া (বিআর. নং ১২-আপ-৭.০৭৩-৭.১৩৩ কিমি -৯৬টি)। বিআর. নং ২০ আপ-১১.৮২১-১১.৯২২ কিমি-১৬৫টি, বিআর. নং ৫১এ -আপ-৩২.২০৩ ৩২.২৪৯ কিমি-৭৭টি। বিআর. নং ৫১-ডাউন-৩২.২০৩ - ৩২.২৪৯ কিমি-৭৭টি। বিআর. নং .৫১-ডাউন-৩২.২০৩ - ৩২.২৪৯ কিমি- ৬৩টি) কাটোয়া-আজিমগঞ্জ (বিআর. নং ১০৮এ-আপ-১১৪.৩৬৯-১১৪.৪১১ কিমি-৮২টি)। বিআর. নং ২১৭-ডাউন ১৩০.৬৬৬-১৩০.৮৩৭ কিমি - ১৫৯টি) কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বিআর. নং ২৩০-ডাউন-১৩৯.০০৫-১৩৯.০৫৬ কিমি-১০০টি"। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,৫৮,৮১,৪৭৫.২৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৩,১৭,৬০০ টাকা। **ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নং ১০৩_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণ ঃ** (i) বেগমপুর - বেগমপুর (বিপিএই) স্টেশনে এফওবি-র সিঁড়ির ব্যবস্থা করার কাজ। (ii) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে হিন্দ মোটর (এইচএমজেড) শাখায় সকল প্ল্যাটফর্মগুলিতে লিফ্‌ট সমেত ৬ মিটার চওড়া এফওবি-র ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,৭৭,৫২,৬২৪.৮৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৩,৫৫,১০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, ই-টেন্ডার নং ১০৪_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণ ঃ** (i) এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধীনে এসএসই/ডব্লু/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধিক্ষেত্রে প্রান্তিক স্টেশনে একটি এফওবি-র সম্প্রসারণ। (ii) এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধীনে এসএসই/ডব্লু/বোলপুর শান্তিনিকেতনের আওতাধীনে কোপাই স্টেশনে এফওবি-র সম্প্রসারণের কাজ। (iii) এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধীনে এসএসই/ডব্লু/বোলপুর শান্তিনিকেতনের আওতাধীনে মল্লারপুর স্টেশনে এফওবি-র সম্প্রসারণের কাজ। (iv) নলহাটি - সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে নলহাটি স্টেশনের পশ্চিম দিকে বিদ্যমান এফওবি-র সম্প্রসারণের প্রস্তাব। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮,৩২,৯২,০৬৮.৬৭ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৬,৬৫,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-111/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

(ANNEXURE-I)

SHORT QUOTATION NOTICE

E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- Name of the Work: Electrical maintenance work including timer adjustment for pump houses within Rajpur Sonarpur Municipality. **NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/WS/22/26-27 Dt. 29.05.2026. Submission started date:** 30.05.2026 at 17-30 hrs. **Submission End date:** 08.06.2026 at 17-30 hrs. **Technical opening date:** 10.06.2026 at 17-30 hrs. For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in**.

SD/- Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur municipality

নেপালের ইতিহাসে প্রথম, প্রজাতন্ত্র দিবসে ভাষণ দিলেন না প্রধানমন্ত্রী

কাঠমান্ডু, ২৯ মে: বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুক্রবার নেপালে পালিত হল প্রজাতন্ত্র দিবস। তবে এবারের অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। নেপালের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এই প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিলেন না প্রধানমন্ত্রী।

এতদিন ধরে প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেওয়ারই রীতি ছিল। কিন্তু এবার প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানান। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনেও চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিই ভাষণ দেবেন। সেই নতুন ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই এ বছর অনুষ্ঠানে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল।

কাঠমান্ডুর টুন্ডিখেলে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক, কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে নেপাল সেনা, নেপাল পুলিশ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে বিশেষ কুচকাওয়াজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বদলে রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেপালের সাংবিধানিক ও আনুষ্ঠানিক রীতিতে একটি বড় পরিবর্তন। রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার প্রচেষ্টা হিসেবেও এই সিদ্ধান্তকে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নেপালকে ফেডারেল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে এতদিন পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীরাই মূল ভাষণ দিয়ে এসেছেন। সেই প্রথা বদলে এ বছরের সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলেই মনে করা হচ্ছে।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

eNIT No.: 18/City(E) of 2026-27 of The E.E.-I , City Dvn., P.W.D. for Refilling of Portable Fire Extinguisher Containers from bonafied outsider only having credential for similar nature of work. **Bid submission closing date (online) will be on 06.06.2026 at 14.00 hrs.** for Tender ID: **2026_WBPWD_5014743_1/2** Other details may be seen from the web site: **http:// tenders.wb.gov.in & http://wbpwd.in.**

Sd/-
Executive Engineer-I
City Division, P.W.D

NABAGRAM PEOPLES' CO-OPERATIVE CREDIT BANK LTD.
11, Vivekananda Road, P.O: Nabagram, Dist: Hooghly, Pin-712246
Ph:(033) 2673-0919 / 0944 / 0966

Date:27th May 2026

SITUATION VACANT

Applications are invited from eligible candidates for the **post of Accounts Assistant (Contractual basis)**.

Eligibility: **(1)** Retired Bank Officer **(2)** Upper Age limit: 65 Years **(3)** Knowledge of Bengali language must.

Salary: Lumpsum Rs 18,500/- (Eighteen thousand five hundred only) per month. No other allowances.

Please send your Resume by **10th June 2026** in sealed envelop to the above mentioned office.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য ত যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
1st Corrigendum Notice of
e-NIT No.: 01/EE/ND/W&S/KMDA/ 2026-27

With reference to above NIT the following change has been made. Please read end date & time of Online Bid submission is 03-06-2026 (Up to 17.00 hrs.) in place of 28.05.2026 (Up to 17.00 hrs.)., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **www.kmda.wb.gov.in (KMDA-59) www.wb-tenders.gov.in**

ICA- T8866(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER

Name of the work:- "Construction of drain with maintenance work at Ranaghat Krishak Bazar under Nadia Zilla Regulated Market Committee ". Tender ID:- 2026_WBSMB_1024828_1. Amount put into tender - ₹ 404497.00. Vide NIT No:- NZRMC/eT/SECY/01/ 2026-27, Dated–18.05.2026, The last date for submission of Tender is on :- 09.06.2026 up to 12:00 P.M. The detail information regarding e-NIT will be available on the https://wbtenders.gov.in Sd/- Secretary, Nadia Zilla Regulated Market Committee.

ICA- T8881(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R)D TENDER NOTICE

eNIT No. 01 of 2026-27 of EE/BHD-I/PW(R) Dte. for 01 (One) No. Construction of road side HP Drain including repairing of existing surface drain at Bishnupur in connection with Dumdum – Lauhati near 10.20 Kmp under Barasat Highway Division No.-I in the District of North 24 Parganas, inviting from bonafide bidders having credential for similar nature of work. Bid submission closing date (online) will be on 17/06/2026 upto 13.00 hrs. Tender id: 2026_WBPWD_ 5014704_1. Other details may be seen from website https://wbtenders.gov.in & http://wbpwd.gov.in Sd/- EE/BHD-I/PW(R) Dte.

ICA- T8924(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Amta Hwy. Sub-Div., P.W.R.D., invites one no of online Quotation for Consultancy services for preparation of Detailed project Report in connection with the work of Ranihati Haridaspur Amta Road as per work schedule vide-WB/PWRD/AE/AHSD/NIQ-02/2026-27. Tender ID:- 2026_WBPWD_5014655_1. Bid Submission Start Date (Online): 28.05.2026 from 11.15 Hrs. Bid Submission Last Date (Online): 10.06.2026 up to 14.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/- AE/AMTA/HSD/PWRD.

ICA- T8887(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Bishnupur Division, PWD invites online Tender for the work of -1. Repair in patches from Ch. 1.400 km to Ch. 3.00 km of R.M Loop Road under Bishnupur Division, P.W. Dte in the district of Bankura during the F.Y- 2025-26 (2nd call). Amount put to tender : 4,06,386.00. 2. Repair of Sali Bridge at 24.80 km of Rangamati-Dhagoria Road under Sonamukhi Sub-Division, PWD during the year 2026-2027. Amount put to tender : 4,29,254.00, Tender ID : 2026_WBPWD_5014677_1 to 2. e-NIT No : 03 of 2026-2027 of EE/BD/PWD; Bid submission closing date 08.06.2026 up to 12:00 P.M. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in** Sd/- Executive Engineer, Bishnupur Division, P.W. Dte.

ICA- T8904(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIEIRT No. 01/ASDI of 2026-27, AE. ASD-I, PWD.

Name of Work - Shifting of office furnitures and documents of office of the Executive Engineer, Kolkata South Health Electrical Division at 75 D.H Road to any Govt. premises within 7.00 Km from 75 D. H. Road during 2026-27. (Earnest Money 4300/-) Bid Submission end date 15.06.2026 upto 15.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5014700_1. Details will be available from the website tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, Alipore Sub Division-I, PWD

ICA- T8927(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DATE CORRIGENDUM NOTICE
NIeT No. 02 of EE/EMD of 2026-27
Tender ID: 2026_PHED_1025103_1 to 3

Date Corrigendum invited by Exe. Engr., EMD, PHED of P-16, India Exchange Place (Extn.), C.I.T. Annex. Bldg., (2nd FL.), Kolkata-73 on behalf of Governor of West Bengal for **"Production of packaged drinking water from R.O. based fully automatic drinking water bottling plant & Pouch filling in the Dist Nadia under Eastern Mechanical Division, P.H.E. Dte.".** The last date of bid submission (both technical & financial):- 15/06/2026 upto 17.00 hrs. instead of 08/06/2026 upto 18.00 hrs. Details may be had from the office notice board & official website: www.wbphed.gov.in and www.wbetenders.gov.in

Sd/- Executive Engineer, Eastern Mechanical Division, P.H.E. Dte.

ICA- T8870(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
1st Corrigendum

The following changes of the NIEQ No. 01 of 2026-2027 (Sl. No.-2) of EE/BNHD have been made due to administrative reason. Bid submission closing date will be 02-06-2026 upto 11:30 AM. T. Id.- 2026_WBPWD_5013964_2. Detailed information/ download/ upload will be available from the Website https://tenders.wb.gov.in Brief NIQ will be available from the website www.pwdwb.in Sd/- Executive Engineer, Burdwan North Highway Division, P.W.(Roads) Directorate

ICA- T8928(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work **"SITC of 2 Nos. Fire Lift at Dr. B.C.Roy PGIPS, Phool Bagan Campus, Kolkata." e-NIQ No.:- WBPWD/EE/KNHED/NIQ-02/2026-27.** Tender Id : 2026_WBPWD_5013829_1. Submission Closing Date extended from **28/05/2026 to 10/06/2026. http://wbtenders.gov.in** Sd/- S.Chakraborty/EE/KNHED/PW Dte./Govt. of W.B.

ICA- T8896(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites online e-tender for the work of "Day to day operation of 8 [Eight] Nos Lifts [2 nos. 20 passenger lifts at Administrative Building; 1 no 13 Passenger Lift & 1 no 8 passenger Lift at Central Library, 4 no 8 Passengers lift at Academic Building I & II] of S.K.B. University, Purulia." e-NIQ No. 15 of 2026-2027, Tender Id:- 2026_WBPWD_5014691_1. Bid submission start date [online]:- 04-06-2026 from 10:00 a.m. Bid submission closing date [online]:- 10-06-2026 from 11:00 a.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://wbtenders.gov.in Sd/- M. Biswas Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D.

ICA- T8894(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER

A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub-Division invites e-Tender vide N.I.T. No. **WBPWD/AE-KRESD/NIT-07/2026-27** with **Tender ID- 2026_WBPWD_5014668_1** for **"Supply and fixing of air conditioning machines at Modular Kitchen and Corridor associated with Governor's Suite at Second Floor of Main Building of Lok Bhavan Kolkata."** Last date of bid submission is 09.06.2026 upto 1:00 P.M. Other details may be seen at Website : **http://www.tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division.

ICA- T8900(1)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

PROCUREMENT OF GI GRATINGS FOR ST-1 COOLING TOWERS UNDER TMD FOR BKTPP

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5539, Dtd: 27/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4223/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, BkTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement of GI gratings for St.-1 Cooling Towers under TMD for BkTPP". Tender document download start date:** 01-06-2026, 12:00 PM, **Bid submission end date:** 12-06-2026, 15:00 PM. **Contact Person:** Mr. S. Dasgupta, DGM (Purchase), BkTPS. **Contact No.:** 8336903911. **E-mail:** s.dasgupta@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T8916(2)/2026

ময়দান

জগুদা: যিনি ভারতীয় ক্রিকেটকে বিশ্বের ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে যদি সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রশাসকদের নাম লেখা হয়, তবে সেই তালিকার একেবারে প্রথম সারিতেই থাকবেন জগমোহন ডালমিয়া। তিনি শুধু একজন ক্রিকেট প্রশাসক ছিলেন না, ছিলেন এক যুগ বদলে দেওয়া সংগঠক। আজ ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এবং শক্তিশালী ক্রিকেট বোর্ড, এই ভিত গড়ে দিয়েছিলেন কলকাতার সেই মানুষটিই, যাঁকে সকলে ভালবেসে ডাকতেন 'জগুদা'।

৩০ মে, ১৯৪০ সালে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত মারওয়ারি পরিবারে জন্ম জগমোহন ডালমিয়ার। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি গভীর টান ছিল। ক্লাব ও কলেজ পর্যায়ে উইকেটকিপার হিসেবেও খেলেছেন। এমনকী একবার দ্বিশতরানও করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু পরে ক্রিকেটারের জীবন ছেড়ে তিনি পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেন। ডালমিয়া পরিবারের সংস্থা 'এমএল ডালমিয়া অ্যান্ড কোং' দেশের অন্যতম নামী নির্মাণ সংস্থা হিসেবে পরিচিতি পায়। কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম তৈরির কাজও করেছিল তাঁদের সংস্থা। তবে ব্যবসায় সফল হলেও ক্রিকেট তাঁকে টানত সবসময়। আর সেই টানই তাঁকে নিয়ে আসে ক্রিকেট প্রশাসনের জগতে। ১৯৭৯ সালে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বা সিএবি-তে যোগ দেন তিনি। সেই শুরু। এরপর ধাপে ধাপে শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় ক্রিকেট এবং পরে বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম ক্ষমতাশালী মুখ হয়ে ওঠেন জগমোহন ডালমিয়া।

ভারতীয় ক্রিকেটের অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তিনি। আজ ক্রিকেটের সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি থেকে যে হাজার হাজার কোটি টাকা আয় হয়, সেই ধারণার পথপ্রদর্শক ছিলেন ডালমিয়াই। নব্বইয়ের দশকে তিনি বুঝেছিলেন, ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, এটা বিশাল বাণিজ্যিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রও। সেই ভাবনা থেকেই ক্রিকেট সম্প্রচারের স্বত্ব বেসরকারি টিভি চ্যানেলের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন বিষয়টি নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়েছিল। দূরদর্শনের একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে ক্রিকেট সম্প্রচারকে বাজারের অংশ করে তুলেছিলেন তিনি। ১৯৯৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে ক্রিকেট সম্প্রচার স্বত্বকে বিসিসিআই-এর সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর তারপর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের অর্থনৈতিক উত্থান শুরু হয় নতুন মাত্রায়। আজ বিসিসিআই যে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ড, তার ভিত তৈরি হয়েছিল ডালমিয়ার হাত ধরেই।

শুধু অর্থনীতি নয়, বিশ্ব ক্রিকেটের ক্ষমতার সমীকরণও বদলে দিয়েছিলেন তিনি। একসময় ক্রিকেট মানেই ছিল ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু ডালমিয়া সেই শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কলকাতায় বসেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ এশিয়াতেই। ১৯৮৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানে বিশ্বকাপ আয়োজন ছিল তাঁর প্রথম বড় সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর আগে বিশ্বকাপ শুধুমাত্র ইংল্যান্ডেই হত। সেই ধারণা বদলে দিয়ে উপমহাদেশে বিশ্বকাপ আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ডালমিয়া। পরে ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনও ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদা অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। ১৯৯৭ সালে তিনি আইসিসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ভারত থেকে প্রথমবার কোনও ব্যক্তি সেই পদে বসেন। তখন আইসিসির আর্থিক অবস্থা খুব শক্তিশালী ছিল না।

মেসিকে রেখেই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের আগে লিওনেল মেসির চোটকে ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছিল। তবে সেই সব জল্পনা উড়িয়ে এবার বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নিলেন লিওনেল মেসি।* বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি।

গতবারই বিশ্বকাপের জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন মেসি। এবার রেকর্ড ষষ্ঠবার বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা যাবে আর্জেন্টাইন তারকাকে।

আর্জেন্টিনার দলে যেমন রয়েছে অভিজ্ঞতা এবং অনেক নতুন মুখরা রয়েছেন। তবে সব জল্পনা উড়িয়ে নীল-সাদা জার্সিতে আবারও খেলতে নামবেন মেসি। এই খবরে খুশির হাওয়া আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মধ্যে। দিনকয়েক আগে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পেয়ে আচমকাই মাঠ ছেড়েছিলেন মেসি। ফলে রেকর্ড বার বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল অনেকের মনেই। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা দলের অনেকেই রয়েছেন এই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে। সেই বিশ্বকাপের গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ-সহ ১৭ জন বিশ্বকাপজয়ী রয়েছেন এই দলে। নতুন মুখ হিসেবে নাম রয়েছে ভ্যালেনটিন বারকো, নিকোলাস পাজ এবং গিলিয়ানো সিমিওনেরা। আগামী ১৬ জুন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলবেন মেসিরা, প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া।

আবার হাতছাড়া শতরান, তবু আইপিএলে নতুন রেকর্ড বৈভবের ! লড়াকু রান রাজস্থানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুল্লানপুরে রানবন্যার ম্যাচের পরের দিন শেষ পর্যন্ত গুজরাত টাইটান্সের চাপে ভেঙে পড়ল রাজস্থান রয়্যালস। শুরুটা দারুণ হলেও মাঝের ওভারগুলিতে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে মনে হচ্ছিল বড় স্কোর গড়ার সুযোগ হাতছাড়া করল তারা। তবে সব আলো কেড়ে নিলেন বৈভব সূর্যবংশী। তরুণ ওপেনারের বিস্ফোরক ইনিংসেই আইপিএলে নতুন ইতিহাস তৈরি হল। রাজস্থানের ইনিংসের শুরু থেকেই ছিল আক্রমণাত্মক মেজাজ। কিন্তু বড় ধাক্কা আসে যশস্বী জয়সওয়ালের উইকেটে। শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে টাইমিং ঠিক করতে পারেননি তিনি। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ থেকে দৌড়ে এসে সহজ ক্যাচ নেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।

শালিমার ওয়্যারস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

Shalimar Wires Industries Limited
CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩
টেলি: ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০,
ই-মেল আইডি : kejriwal@shalimarwires.com, ওয়েবসাইট: www.shalimarwires.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৬) নিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৫) নিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৫) অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৬) নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৫) নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,৮৩৩.৩৯	৩,৬৩৪.৮৮	৩,৫০৩.৬৬	১৪,২১৯.১৯	১৩,১৯৩.৮৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৪১৯.২৭	৫২.২৯	১০০.৬৫	৭৬৯.৫৯	১৯৮.২৫
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৩১.৬৬	৮৮.১৬	১০০.৬৫	৫৮১.৯৮	২৩৪.১২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৩১.৬৬	৮৮.১৬	১০০.৬৫	৫৮১.৯৮	২৩৪.১২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	২৪৫.১৫	১১৯.৯২	১০০.৬৫	৫৯৫.৪৮	২৬৫.৮৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)					
	মৌলিক :	০.৫৪	০.২১	০.২৪	১.৩৬	০.৫৫
	মিশ্রিত :	০.৫৪	০.২১	০.২৪	১.৩৬	০.৫৫

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের ফর্ম্যাট ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shalimarwires.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-র ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ মে, ২০২৬

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল খৈতান
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN No. 00385961

SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED

CIN : L18100WB1991PLC099782
Registered & Corporate Office : 46, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata - 700 014
Phone : +91 33 22890148/6708; **Website :** www.saharahousingfina.com
E-mail : info.saharahousingfina@gmail.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2026

(₹ in lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2025 (Audited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income	187.46	171.69	215.11	716.83	862.84
2.	Net Profit for the period/year before Tax and Exceptional items	8.14	12.04	26.66	39.72	80.03
3.	Net Profit for the period/year before Tax but after Exceptional items	8.14	12.04	26.66	39.72	80.03
4.	Net Profit for the period/year after Tax and Exceptional items	7.44	9.05	20.03	34.39	64.84
5.	Total Comprehensive Income for the period / year [Comprising Net Profit and Other Comprehensive income for the period / year]	14.36	9.40	18.75	42.36	66.24
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value ₹ 10/- per share)	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
7.	Earning per Share (EPS) (in ₹) (Not annualised)					
	a) Basic (₹)	0.11	0.12	0.29	0.49	0.93
	b) Diluted (₹)	0.11	0.12	0.29	0.49	0.93

Notes :
1. The above audited financial results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 29, 2026 and. The statutory auditors of the company have carried out audit of aforesaid results.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended March 31, 2026 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarter and Year ended March 31, 2026 Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website : www.saharahousingfina.com.
3. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
4. Previous year / period figures have been restated / regrouped / re-classified wherever necessary in line with the financial results for the quarter and year ended March 31, 2026.

Place : Kolkata
Date : May 29, 2026

For Sahara Housingfina Corporation Limited
Sd/-
Sadhan Sarkar
Chairman
DIN - 10519231

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

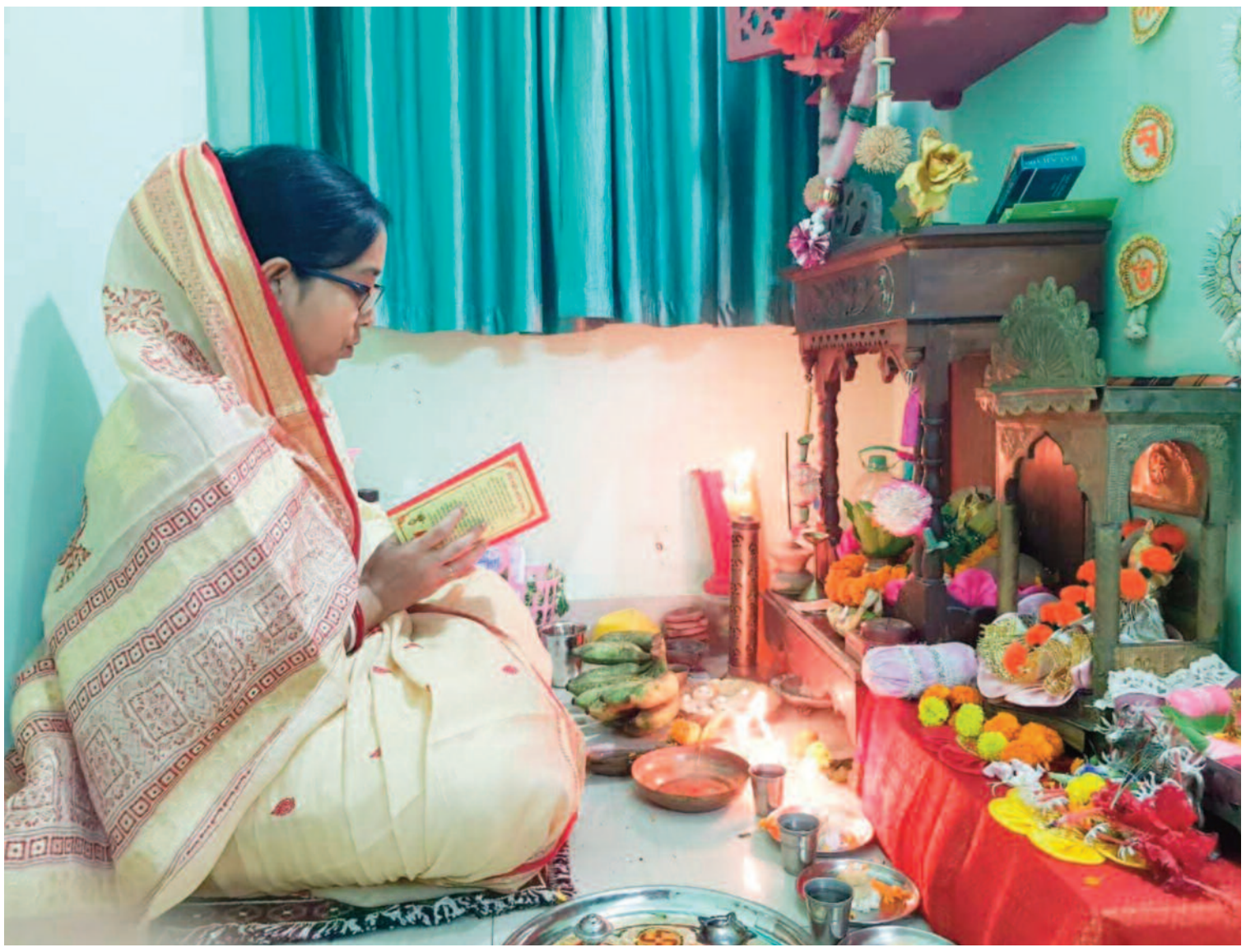

অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী

নারীর পৌরোহিত্যের দিশারী

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোয় পৌরোহিত্য করে তিনি একটি অচলায়তন ভেঙে ফেললেন। প্রমাণ করে দিলেন যে, পৌরোহিত্যে শুধুমাত্র পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার নেই। সমাজে প্রচলিত লিঙ্গবৈষম্যের বেড়াজাল ভেঙে বাংলার প্রথম মহিলা পুরোহিত, অধ্যাপক নন্দিনী ভৌমিকের পথে পা বাড়ালেন তিনি। সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে মহিলা পুরোহিত ও সুরসাধিকা, অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী যেন নারীসমাজের উদ্দেশে নিরুচ্চারে গেয়ে উঠলেন - 'অনেক তো দিন গেলো বৃথাই সংশয়ে / এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে / তোমার আমার সবার স্বপন / মেলাই প্রাণের মোহনায় / কিসের মানা?' এখনকার দিনে মেয়েরা পুজোর জোগাড় করেন, নৈবেদ্য সাজান, ভোগ রাঁধেন, বিভিন্ন নান্দনিক ভাবনা ভাবেন, কিন্তু পুরোহিতের আসনে বসলেই যতো দোষ! আর স্বয়ং দেবী যেখানে নারী, সেখানে নারী কেন তাঁর পুজো নিজের হাতে করতে পারবেন না?

২০২০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)-এর প্রাক্কালে ৬ মার্চ মুক্তি পেলো শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় প্রযোজিত অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি'। ছবিটি পাড়ি দিয়েছিল গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ছবির প্রথম দিকের একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে, সরস্বতীপুজোয় বঙ্গমাতা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পুজোর সব আয়োজন করে বসে রয়েছে। কিন্তু, পুরোহিতের দেখা নেই। এদিকে পঞ্চমীও আর বেশিক্ষণ নেই। সকলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এমন সময় কলেজে প্রবেশ করলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক শবরী গঙ্গোপাধ্যায় (অভিনয়ে ঋতাভরী চক্রবর্তী)। পুরোহিত আসেন নি শুনে তিনিই হাসিমুখে পৌরোহিত্যের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বাগদেবীর আরাধনা সুসম্পন্ন করলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে হাসি ফুটলো।

২০২৫ সালে দেবীপক্ষে কোজাগরী পূর্ণিমায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শহরে রিল লাইফ আর রিয়েল লাইফ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। এদিন শহরের গোধূলি ভেসে গেলো নারীকণ্ঠের পবিত্র মন্ত্রোচারণে - 'বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বত পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।।' এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় নিজের বাসগৃহে নিজেই দেবী মহালক্ষ্মীর পুজো করলেন জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান, গবেষণা নির্দেশক এবং বিশিষ্ট লেখক ও কবি, অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী। রিল লাইফের শবরীর সাথে এক হয়ে গেলেন রিয়েল লাইফের দেবযানী। অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠায় গৃহলক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে উঠেছিলেন চক্রবর্তী পরিবারের গৃহলক্ষ্মী দেবযানী। পুজোর যাবতীয় আয়োজন তিনি নিজেই করেছেন। উপবাসী থেকে নিজের হাতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পিতলের লক্ষ্মী প্রতিমা ও বাহন পেচকীকে সাজিয়েছেন, ফলমূলাদি ও মিষ্টি দিয়ে নৈবেদ্য করেছেন, দেবীর মহাভোগ রেঁধেছেন। মুখে মাস্ক বেঁধে তিনি রান্না করেছেন। তাঁর কথায়, 'আয়োজনটাই আসল পুজো'। তিনি মনে করেন যে, ভক্তি দিয়ে পুজো করলে, তা সিদ্ধ হবেই। এদিন তিনি একা হাতে সবকিছু জোগাড় করে গোধূলিবেলায় লাল পাড় শাড়ি পরে পুজোয় বসেন। আচমন, বিষ্ণুস্মরণ করে পুজো আরম্ভ করেন। ভোগ নিবেদন করেন। তারপর আরতি ও ব্রতকথা পাঠ করে পুজো শেষ করেন। পুজো সমাপনান্তে নিজের হাতে অতিথিদের ভোগ পরিবেশন করেছেন। খাওয়াশেষে এঁটো পরিষ্কার করেছেন। তারপর অতিথিদের হাতে তুলে দিয়েছেন একটি প্রসাদী গোটা ফল এবং ভোজন দক্ষিণা। এছাড়া, এবছর রাসপূর্ণিমাতেও তিনি নিজেই পুজো করেছেন এবং নিজহাতে প্রসাদ বিতরণ করেছেন।

পেশাগতভাবেও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছেন সরস্বতীর বরপুত্রী দেবযানী। তাঁর অধীনে এখন চারজন গবেষণা করছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর অধীনে গবেষণা করে তিনজন পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। দেবযানীর অধীনে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন বিশেষভাবে সক্ষম গবেষক নয়ন সাহা। তাঁর বিষয় ছিল 'উনিশ শতকীয় বাংলা প্রহসন (নির্বাচিত) বৈচিত্রের নিরিখে'। খবরটি শোনামাত্রই মনে পড়ে গেলো শ্রীবিষ্ণুর প্রণামমন্ত্র - 'মূকং করতি বাচালম পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম। / যৎ কৃপা তম অহম বন্দে পরমানন্দ মাধবম।।' শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে সমর্থ হয়। আর আজ বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীর আরাধিকা দেবযানীর হাত ধরে নয়নের মাথায় উঠে এসেছে পিএইচডির শিরোপা। তবে, এতো সফলতার মাঝেও অহঙ্কার তাঁকে ছুঁতে পারে নি। তিনি কখনও নিজের সংসারকে অবহেলা করেন না। এখন শাশুড়ি, স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে তাঁর ভরপুর সংসার। গৃহলক্ষ্মীরূপে সবসময় নিজের সংসারকে আগলে রাখতে ভালবাসেন দেবযানী। সময় পেলেই ঢুকে পড়েন রান্নাঘরে। নিজের হাতে ঘরদোর পরিষ্কার করেন। তিনি এবছর পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের অধ্যক্ষ নিয়োগের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে নাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হন। কিন্তু, সংসার ফেলে রেখে অতো দূরে গিয়ে কাজে যোগ দিতে নারাজ তিনি। সংসারকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি সেখানে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেবেন না বলে মনস্থির করে ফেলেছেন। অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী ছোট থেকেই ভক্তিমতী। দেব-দ্বিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া। পারিবারিক সূত্রেই তিনি পূজার্চনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার তিনি নিজেই বাড়িতে গৃহলক্ষ্মীর আরাধনা করেন। কৃষ্ণনগর শঙ্কর মিশনে ভক্তিমতী দেবযানী ছুটে যান সময়-সুযোগ পেলেই। তাঁর কথায়, 'মনখারাপের বিকেল মানেই শঙ্কর মিশন।' মিশনের প্রধান শ্রীমৎ শঙ্কর শুদ্ধ চৈতন্য মহারাজের অত্যন্ত স্নেহধন্যা তিনি। বিগত কয়েকবছর ধরে তিনি মিশনের দুর্গাপুজোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন এবং মহারাজের নির্দেশে মহাষ্টমী তিথিতে মিশন থেকে প্রকাশিত অরুণোদয় পত্রিকা শারদ সংখ্যা উদ্বোধন করেন।

বিগত বছরগুলিতে দেবযানীর বাড়িতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পুজোয় পৌরোহিত্যের দায়িত্ব সামলেছেন তাঁর জীবনসঙ্গী বিশিষ্ট কবি ঋত্বিক চক্রবর্তী। কিন্তু, এবছর থেকে তিনি নিজেই পুরোহিতের আসনে বসবেন বলে মনস্থির করে ফেলেন। এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোয় পৌরোহিত্য করে তিনি একটি অচলায়তন ভেঙে ফেললেন। প্রমাণ করে দিলেন যে, পৌরোহিত্যে শুধুমাত্র পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার নেই। সমাজে প্রচলিত লিঙ্গবৈষম্যের বেড়াজাল ভেঙে বাংলার প্রথম মহিলা পুরোহিত, অধ্যাপক নন্দিনী ভৌমিকের পথে পা বাড়ালেন তিনি। সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে মহিলা পুরোহিত ও সুরসাধিকা, অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী যেন নারীসমাজের উদ্দেশে নিরুচ্চারে গেয়ে উঠলেন - 'অনেক তো দিন গেলো বৃথাই সংশয়ে / এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে / তোমার আমার সবার স্বপন / মেলাই প্রাণের মোহনায় / কিসের মানা?' এখনকার দিনে মেয়েরা পুজোর জোগাড় করেন, নৈবেদ্য সাজান, ভোগ রাঁধেন, বিভিন্ন নান্দনিক ভাবনা ভাবেন, কিন্তু পুরোহিতের আসনে বসলেই যতো দোষ! আর স্বয়ং দেবী যেখানে নারী, সেখানে নারী কেন তাঁর পুজো নিজের হাতে করতে পারবেন না?

শাস্ত্রে কোথাও লেখা নেই যে, নারী পুজো করতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, শাস্ত্র মানে বেদ, উপনিষদ, সংহিতা প্রভৃতি - পুরোহিত দর্পণ নয়। কিন্তু, এখন শাস্ত্রকে অস্বীকার করে প্রচলিত আচার, সংস্কার আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে হিন্দুধর্মকে। পৌরোহিত্য করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন, মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণ করা এবং মন্ত্রের অর্থ অনুধাবন করে উচ্চারণ করা। গৌরী ধর্মপালের কথায়, সঠিক উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করলেই তা ফলপ্রসূ হয়।

আজও অনেকে বলেন, নারী অশুচি। একথা যেমন হাস্যকর,তেমনই অশাস্ত্রীয়। শুচিতা থাকে অন্তরে, শরীরে নয়। ঋতুচক্র মেয়েদের একটি অতি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। শাস্ত্রমতে, অম্বুবাচীর সময় দেবী বসুন্ধরা রজস্বলা হন। শ্রীশ্রী দেবী অম্বুবাচী যাত্রা করছেন বলে আনন্দে মেতে উঠি আমরা। অসমের কামাখ্যায় দেবীর বিশেষ পুজোর আয়োজন হয়, মেলা বসে। দেবী রজস্বলা হলে পুজো, উৎসব, মেলা আর মানবী রজস্বলা হলে কেমন একটা লুকোছাপা, ঘা ঘিনঘিনে, লজ্জাজনক ব্যাপার, তা নিয়ে জনসমক্ষে আলোচনা করতেও দ্বিধা। তখন তাঁদের কোনও মাঙ্গলিক কাজে হাত দেওয়াও বারণ। কিন্তু, এগুলো সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনগড়া, শাস্ত্রীয় বিধান নয়। রজস্বলা অবস্থায় পুজো করা মোটেও বিধি-বহির্ভূত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্মতিতে শ্রীশ্রীমা সারদা রজস্বলা অবস্থায় পুজো করতেন, ঠাকুরের জন্য ভোগ রান্না করতেন। মেয়েদের প্রথম ঋতুস্রাবকে বলা হয় স্বয়ম্ভু কুসুম। এই বিষয়ে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এখনও উৎসব বা অনুষ্ঠান পালিত হয়। আমাদের বঙ্গদেশেও এই বিষয়ে আগে নানা স্ত্রী-আচার পালন করা হতো। বর্তমানে তা হারিয়ে গেছে। স্বয়ম্ভু কুসুমের প্রমাণ মেলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বণিক খণ্ডে - 'খুল্লনার স্বয়ম্ভু কুসুম পরকাশ'। তাছাড়া, যে কোনও পুজোর প্রারম্ভে আচমনের পর বিষ্ণুস্মরণ করতে হয় - অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা। য স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তর শুচি।। তাহলে, পুজোর শুরুতেই যেখানে পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করলেই সব কিছু শুচি হয়ে যায়, সেখানে মহিলা পুরোহিতের শুচিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটাই তো চরম মূর্খামি।

নারীর পৌরোহিত্য নিয়ে তর্ক, বাধা, এমনকি 'লিবারাল' অভিনন্দন - হিন্দু-পরম্পরার নিরিখে কোনওটাই প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, বিবাহের অনেক মন্ত্রেরই প্রণেতা এক নারী - ঋষি সূর্যা। বৈদিক যুগে যজ্ঞোপবীতধারিণী গার্গী, মৈত্রেয়ীরা যজ্ঞ করতেন। স্মৃতিকার যমের সাক্ষ্য - 'পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম ইষ্যতে / অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।' তখনকার দিনে বেদপাঠের পাশাপাশি নারীর উপনয়নও হতো। গায়ত্রী মন্ত্র পাঠেও নারীর কোনও বাধা নেই। নরেন্দ্র দেবের পারলৌকিক কাজে নরেন্দ্রকন্যা নবনীতা দেব সেনকে দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়েছেন পুরোহিত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আসলে গোড়া থেকেই হিন্দুধর্ম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই সমান চোখে দেখে এসেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ মহাশক্তির আধার 'জীবন্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে আরাধনা করেছেন এবং গুরুভাইদের উদ্দেশে চিঠিতে লিখেছেন - 'মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে ...।' সেই পথ ধরেই কৃষ্ণনগরের মাটিতে পা রেখেছেন বিদুষী দেবযানী। এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তীর বাসগৃহে নারীকণ্ঠের শ্রুতিমধুর মন্ত্রোচারণে, ফুলের সুবাস ও ধূপের সুগন্ধমাখা মঙ্গলদীপের আলোকে জ্বলজ্বল করছিলো সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর মুখ। তা দেখামাত্রই মনে গুনগুনিয়ে ওঠে রবীন্দ্রসুর - 'পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পুরে, / কী মাধুরীসুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি।।' মনে পড়ে যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক - 'স্ত্রিয় সমস্তা সকলা জগৎসু' - জগতে যেখানে যতো নারীমূর্তি আছে, তা মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ। পুরোহিতের আসনে বসা মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ দেবযানীর হাতে সেদিন পুজো নিলেন স্বয়ং দেবী। তখন বহু যুগের ওপারে চওড়া হয় সূর্যার মুখের হাসি, খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠেন গার্গী, মৈত্রেয়ীরা। চলতে থাকে সময়ের আদানপ্রদান। সরস্বতীর ঢেউ আছড়ে পড়ে জলঙ্গির বুকে। সপ্তসিন্ধুর বাহুবন্ধনে ধরা দেয় কৃষ্ণনগরের নগরালি।

বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিক এষা দে

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার ছোটগল্পের যারা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তারা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু প্রমুখ। এদের সঙ্গে অবশ্যই বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় এশা দে। তিনি ১৪ই এপ্রিল (বাংলায় ১লা বৈশাখ)১৯৩৯ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটগল্পের বৃহত্তম অট্টালিকায় একটি মহলের দাবিদার অবশ্যই এষাদে। এষা দের ছোট গল্প না পড়লে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের বিকাশ কতখানি হয়েছে সাম্প্রতিককালে তা অপূর্ণ থেকে যাবে।

এষা দে পারিবারিক সূত্রেই বিদ্যচর্চার পরিবেশ পেয়েছিলেন। তার পিতা ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং ইতিহাসবিদ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সাংবাদিক হিসেবে ভারতেতো বটেই, ভারতের বাইরে ও সু পরিচিত ছিলেন। অর্জন করেছিলেন পদ্মভূষণ সম্মান। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এই ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য এষা দে কে প্রভাবিত করেছিল তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে। এষা দের মাতা ছিলেন গীতা মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু কল্লোল যুগের সাহিত্যানুরাগী। তাঁর লেখা স্মৃতিকথা 'চলমান জীবন' খুবই উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ।

তাদের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার একটি গ্রামে। কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষ বিশ শতকের প্রথমেই কলকাতায় চলে আসেন। এষা দে তার পিতাকে স্মরণ করে 'তবু মনে রেখো' নামে একটি জীবনী মূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এষা দে প্রথমে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন তারপরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ছাত্রাবাস্থাতেই এষা দের বিবাহ হয়। তার স্বামী ছিলেন আই এ এস অধিকর্তা। উড়িষ্যায় দীর্ঘদিন চাকুরী জীবন কাটিয়েছেন। ফলে এষা দেকেও উড়িষ্যায় দীর্ঘদিন থাকতে হয়। পরবর্তীকালে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অধ্যাপনা করেছেন কটক, ভুবনেশ্বর, সম্বলপুর ইত্যাদি কলেজ গুলিতে। পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। অবাধ বিচরণ তার পাশ্চাত্য সাহিত্যের জগতে। তাঁর 'প্রথম প্রবাস জীবন' লেখা থেকে জানতে পারি '১৯৬৪ সালে আমি কলকাতায় অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিয়ে আমার স্বামীর ভারত সরকার দ্বারা নির্ধারিত কর্মস্থল উড়িষ্যা রাজ্যে চলে যাই। আমার স্বামী আই.এ.এস হবার আগে আমার আমলাদের সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। দু তিনজনের আই সি এস ছাড়া কোন প্রশাসক দেখিও নি। কাজেই ওড়িশা যে শুধু ভৌগোলিক অর্থে নতুন, তাই নয় সেখানে যে ধরনের মানুষজনের সঙ্গে আমার আদান-প্রদান হতে লাগলো তাদের সমগোত্রীয়দের আমি কলকাতায় এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতায় পাইনি। ফলে পুরো পারিপার্শ্বিকের অভিনবত্ব হয়তো আমার অনুভবে একটু বেশি ভাষা ভাব চালচলন বাজার দোকান। যেন এক নতুন দুনিয়া বা অন্য গ্রহ। রাজধানী ভুবনেশ্বরের তখনও সপ্তাহে কটা হাট বসে। অনেক মহকুমা শহরেও বিদ্যুৎ নেই ।জলের জন্য কুয়োই ভরসা। চাকরির প্রশ্ন ওঠেনা কারণ তখন প্রণব (তার স্বামী) আজ বলাঙ্গির, কাল তিতলাগর, তারপর দিন আনন্দপুর ।একের পর এক নতুন অচেনা অজানা জায়গায় বদলি হচ্ছে। যেহেতু লেখালেখি করব না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ।এতএব মনপ্রাণ সমর্পিত সংসারে'।

এষা দে ছোট গল্প লিখলেও উপন্যাসিক হিসেবেও ২১ শতকের প্রথম থেকেই পাঠক মহলে সমাদৃত হন। তার প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো পুতলির কথা। পুতলির কথা উপন্যাসে পুতলির মাও বেশ একটু অন্যরকম নিখুঁতভাবে সংসারের কাজ করে কবিতা পড়ে সেলাই করে। সংসার নিয়েই তিনি বড্ড বেশি ব্যস্ত। প্রতিবেশীদের সাথে সেরকম সম্পর্ক নেই বা আড্ডায় আর কেউ মারেন না। তবে নির্বাচিত দু একজন সঙ্গিনী আছে তার। পুতলির বাবা সাহিত্যিক। সংসারের খুঁটিনাটি দেখার দিকে তার মন নেই। অনেকে মনে করেন পুতলির বাবা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় কে অবলম্বন করে লেখা। যেমন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় নিয়মিত মদ্যপান করতেন। অপরদিকে পুতলির বাবাও ছিলেন মদ্যপায়ী ।এই নিয়ে পুতলির মায়ের সাথে তাঁর অশান্তি লেগেই থাকতো। তবে লেখিকার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস এটা নয় এই উপন্যাসের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র শিল্প রূপ পরিলক্ষিত হয়। সতী বিনোদিনী এবং আমি উপন্যাসটি উড়িষ্যার শিক্ষিত সচ্ছল সমাজের বিশ শতকের শেষ ২ দশকের বাস্তব ছবি। একটি কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন সতী ও বিনোদিনী, আবার আমি উপন্যাসের আমি ব্যক্তিটি পুরোপুরি এষা দেরই প্রতিরূপ। তিনিও একটি কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে এষা দে পরবর্তী যে উপন্যাসটি রচনা করেন তার নাম ঠিকানা। এই উপন্যাসটি উড়িষ্যার সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করেই রচিত। ২০০৫ সালের রচিত হয় 'একের পর এক' উপন্যাস। আসামের শিক্ষিত সমাজ এবং চা শিল্পের বিভিন্ন দিক ও পরিস্থিতি নিয়ে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। তার অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস হলো 'পিঞ্জর'। এই উপন্যাসে তিনি প্রধানত চিত্রিত করেছেন মেয়েদের সঙ্গীহীন জীবন। বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, মনন জগতেরও প্রয়োজন হয় মন মত সঙ্গীর। এটা পায় না বলেই মেয়েদের জগত সংকীর্ণ হয়ে যায়। পিঞ্জর উপন্যাসটিতে দেশ বিভাগের নানা ট্রাজেডির চিত্র উল্লেখ আছে।

তিনি কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন যেমন মিশরের দেবদেবী, অন্য তুরস্ক, অচেনা স্পেন অজানা পর্তুগাল। অচেনা স্পেন অজানা পর্তুগাল ভ্রমণ কাহিনীতে এষা দে টলেটো শহর, আল হামরা প্রাসাদ কমপ্লেক্স,সেভিল, সিলবন, সিন্ট্রা, পার্ত বার্সেলোনা প্রকৃতির স্থান গুলি বা তাদের অংশবিশেষ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি এষা দে তার এই ভ্রমণ কাহিনীতে নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। তার এই ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায় কলম্বাস হচ্ছে স্পেনের জাতীয় নায়ক। ১২ অক্টোবর কলম্বাসের ওয়েস্ট ইন্ডিজ পদার্পণের তারিখটি স্পেনের জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। 'মিশরের দেব-দেবী ভ্রমণ' কাহিনীটি তাঁর লেখা একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনী। ড. সুমিতা চক্রবর্তীর মতে ' এটি একটি অতি সুলিখিত ও সুপাঠ্য রচনা। মিশর সম্পর্কিত তথ্য, সামাজিক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ, প্রাচীন ইতিহাস ও আধুনিক সমাজ, সেই সঙ্গে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি সব মিলে রচনাটি উল্লেখযোগ্য'

এষা দের উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন হল শেষ বাঙালি, হায়না, সাদি ডটকম এবং তারপর, ৫০ টি গল্প। এ স্বাদের হয়না গল্প সমগ্র এর মধ্যে মোট ১৫টি গল্প আছে। হায়নাটা শুরু হয়েছে প্রতি কি হয় না ডাক শোনার মধ্য দিয়ে। যা প্রকৃত অর্থই অনুন্নয়ন বা আদিমতার প্রতিনিধিত্ব করে। ঘুমের মধ্যেও কস্তুরীর কানে যায় কে হাসছে আস্তে আস্তে চোখ মেলে হাসিটা চলছে সমানে। আরেকটি গল্প গ্রন্থ ছিল 'শেষ বাঙালি'। এর মধ্যে একটি গল্প হল 'একজন ভালো স্বামীর জীবনে একটি রাত'এই গল্পের নায়ক সঞ্জীব সে ভালো চাকরি করে, তার স্ত্রী সুমিতা ঘরোয়া। সঞ্জীব ক্লাব ও পার্টি ইত্যাদিতে যায়। আসছি একদম ঘরোয়া অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতীক হচ্ছে এই গল্পটি। তার আরেকটি গল্প হচ্ছে 'লায়লা'। হিন্দু মুসলমানের আবহমান সম্পর্কের বন্ধনে গড়ে উঠেছে এই গল্পটি। লায়লা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি। তার শিক্ষার রুচি শুধু মুসলিম সমাজে না ভালো খেলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার ওপর। শাদি ডটকম এবং তারপর গল্পগ্রন্থে প্রথম গল্পটি হচ্ছে 'দেখা হবে চন্দনের বনে'তামিলনাড়ুর প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও সমাজ জীবনে হিংসা কিভাবে দৈনন্দিন অস্তিত্বে ওতপ্রোতভাবে বিজোরিত তার এক রূপরেখা হচ্ছে এই গল্পটি। এই গল্প গ্রন্থটি পাঠককে একটি সুন্দর উপহার প্রদান করেছেন এষা দে। তাঁর কতগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মিশরীয় জীবনের অসামান্য রূপকার নাজিব মাহফুজ, ম্যাক্সিম গোর্কি জীবন ও কীর্তি, সমকালের প্রেক্ষিতে ইসমত চুঘতাই। উজবেক উপস্থাপনায় বাবর ও তার জন্মভূমি, সতীনাথ দেশ ও দশের অনন্য কথাকার, গল্পকার জ্যোতির্মালা এক বিরল প্রতিভা।

তার সম্পাদনায় যে যে পত্রিকা গুলি প্রকাশিত হত তাহলে 'তরবারির চেয়েও শক্তিশালী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়', শতাব্দীর সৈনিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবন্ধ সংকলন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও তিনি যে গল্পগুলি অনুবাদ করেছিলেন সে গুলি হল আল হামরার লোক কাহিনী, খুদে রাজকুমার, দুই মহাদেশের উপকথা। এবং বঙ্গ ব্যঙ্গ নামে একটি রম্য রচনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন।